যাগাদি কর্ম্মে) সর্ব্ব প্রকারে যত্নবান হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র বাক্য দ্বারা যদি দেখান যায় যে :—

সুখস্তু জগতামেব কাম্যং ধর্ম্মেণ জন্যতে।
অধর্ম্ম জন্তং দুঃখং স্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসং॥

অর্থাৎ জীবমাত্রেই সুখ কামনা করে, ধর্ম্ম ব্যতীত সেই সুখ কেহই লাভ পারে না। অধর্ম্ম জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অথচ সেই দুঃখ কেহই কামনা করে না,—ইহাই আমাদের শাস্ত্রবাক্য। আক্ষেপের বিষয়, যে দুঃখ কেহ কামনা করে না, সেই দুঃখ অধিক মাত্রায় ভোগ করিয়াও কালবশে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি অধর্ম্মকর কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাহারই ফলে সকল জিনিসে ভেজাল সংঘটিত হইতেছে। ইহা কি মনুষ্যকৃত বিধান (আইন্) দ্বারা নিবারিত হইতে পারে? ইহা যে সেই বিশ্ব নিয়ন্ত্রীর বিধান। এ বিধানকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। পাপার্জ্জিত অর্থে কি শান্তি পাওয়া যায়? পরন্তু পাপার্জ্জিত অর্থে ভেজাল দ্রব্য ক্রয় করিয়া নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখাইতে পারি, যত প্রকার খাদ্যবস্তু আছে, ঘৃত তুল্য আয়ুষ্কর কোন বস্তু নহে। এখনকার দিনে সেই ঘৃতে মৃত জন্তুর চর্ব্বি মিশ্রিত হওয়ায় ঘৃত আয়ুষ্কর না হইয়া আয়ুঃ ক্ষয়কর হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত প্রকারে খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত হওয়ায় নানাপ্রকার রোগ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। পরে সেই রোগের চিকিৎসাকালে ঔষধেও ভেজাল হওয়ায় স্বাস্থ্যসুখ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কেবল যে ভেজালে স্বাস্থ্যসুখ নষ্ট হইতেছে তাহা নহে, পরন্তু নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। এই অকাল মৃত্যু যে কেবল ব্যক্তিগত হইয়া চলিতেছে তাহা নহে, পুত্র যেমন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়, সেইরূপ পিতামাতার পাপ পুণ্যও সন্তানকে বিধিমতে ভোগ করিতে হয়, এজন্য বর্ত্তমান সময়ে শিশুরা ইহজন্মে পাপাচারী না হইয়াও অশেষবিধ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এই শিশু মড়ক নিবারণের কত প্রকার চেষ্টাও হইতেছে, সে চেষ্টায় শিশুমড়ক কমিতেছে না কেন? ইহা কি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? শাস্ত্র যুক্তি অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে, মহানুভব ব্যক্তিগণ বুঝিবেন যে, পাপের পরিণাম অশান্তি। সে অশান্তি পাপাচারী ব্যক্তিদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। এই যে বর্ত্তমান সময়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের মল কাঠিন্য বা মলবদ্ধ হইলে জোলাপ দিতে কেহই শঙ্কা বোধ করেন না,—এই জোলাপের ফলে শিশুরা দুর্ব্বল হইয়া নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হয়। পরন্তু যকৃৎ রোগ যাহা পূর্ব্বে কদাচিৎ দেখা যাইত, এখন যেন তাহা নিত্য ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। শিশু ও বৃদ্ধদিগকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জোলাপ দেওয়া নিষিদ্ধ :—"ন বিরিচ্যা বাল বৃদ্ধাঃ" বালক ও বৃদ্ধ দিগকে কদাচ বিরেচক (জোলাপ) ঔষধ দিবে না। বালকের দেহ অসম্পূর্ণ এজন্য দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বল দেহে উত্তেজক (বিরেচক) ঔষধে কত প্রকার অনিষ্ট হয় তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? শিশুকাল হইতে যদি উদরস্থ প্রধান যন্ত্র

যকৃৎ প্লীহাদি দুর্ব্বল হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই বালকের পরিণাম কিরূপ অশান্তি কর হয়, তাহা এ প্রবন্ধে বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিতে হইলে বৃহদায়তন পুস্তক হইয়া পড়ে। অবসর পাইলে প্রবন্ধান্তরে আমরা সে কথা প্রকাশ করিব। পরন্তু সে কথা কি কাহারও মর্ম্ম স্থানে প্রবেশ করিবে? বর্ত্তমান সময়ে যে জড়বিজ্ঞানের সমধিক আদর। কেবল জড়বিজ্ঞানে ত আর শান্তি লাভ করা যায় না! অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা ব্যতীত শান্তি কোথায়? যাঁহারা জড় বস্তুর উপরে আধিপত্য করিয়া গৌরবান্বিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা কি আর অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুসন্ধিৎসু হইতে পারেন? শুভাশুভ কর্ম্মবদ্ধ আত্মা দেহ ধারণ করিয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। দেহধারী ব্যক্তিদিগের সেই আত্মতত্ত্ব বোধ না হইলে পাপ পুণ্যেরই বা প্রভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? সে পাপ ও পুণ্যকে আমাদের শাস্ত্রকারগণ, মূলভিত্তি করিয়া, বহির্জগতের সমুদয় কার্য্য-কারণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন; তাহা কি জড়বাদী দিগের হৃদয়ে স্থান পাইবে? তাঁহারা কি বুঝিবেন যে সুখ ও দুঃখ আত্মগত ধর্ম্ম? যত কিছু জড় বস্তু আছে—তাহারা সুখ দুঃখের নিমিত্ত কারণ মাত্র। পরন্তু সুখ দুঃখের বোধ আত্মা ব্যতীত জড়বস্তুতে উপলব্ধি হয় না। বৈষয়িক উন্নতি যিনি যতই করুন না কেন, শান্তি ও অশান্তি—আত্মাতে উপলব্ধি হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবিদ্যার উন্নতিতে শান্তিলাভ ও বৈষয়িক উন্নতিতে অশান্তি ভোগ। ইহা মহানুভব ব্যক্তিগণ সততই অনুভব করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে ভারত-বর্ষবাসী ব্যক্তিগণ, অধ্যাত্ম বিদ্যার চরম উন্নতি করিয়া, বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও পরাশক্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। এখন কালবশে তাঁহাদের বংশধরগণ, অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনা ত দূরের কথা, অধ্যাত্ম বিদ্যা যে কি—তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এ জন্য ধর্ম্মজন্য শান্তি, ও পাপ জন্য অশান্তি পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়াও তাহার প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে পারেন না। পরন্তু চিরজীবন সুখের অন্বেষণ করিয়াও সুখের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন।

সুখের আশা না করিয়া সতত সুখের মূলীভূত কারণ লাভের চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলেই চতুর্ব্বর্গ ফল (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) তোমার আয়ত্তাধীন হইবে। আর একটী কথা জানা আছে কি?

"ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং"

যিনি সতত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন। এখন যদি পাপ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, সকলেই ধর্ম্ম কার্য্যে (সৎকর্ম্মে) প্রবৃত্ত হয়, তবে কি আর ভেজালের প্রসার বাড়িতে পারে? তখন ত আর কু-প্রবৃত্তি স্থান পাইবে না। সুতরাং ভেজালের নিবৃত্তি স্বতঃই হইয়া যাইবে।

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ বা
Practice of Medicine.

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

যে কফকেতুর কথা বলিয়াছি তাহা ভিন্ন আর একপ্রকার কফকেতু আছে, সেটি সান্নিপাতিক ক্ষেত্রে প্রযুজ্য। তাহার কথা সান্নিপাতিক ক্ষেত্রে বলা হইবে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং বাত শ্লৈষ্মিক নবজ্বরে আর একটি ঔষধ আমরা ব্যবস্থা করিয়া থাকি, তাহার নাম স্বচ্ছন্দ ভৈরব। ইহা সকল প্রকার নবজ্বরেই প্রয়োগ করা যায়। নবজ্বর ভিন্ন বিষম জ্বরেও অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিতে পারিলে অনেক বড় ঔষধ অপেক্ষা ইহাতে সুফল হইয়া থাকে। ইহার উপাদান গুলি এই,—

সমভাগাংশ্চ সংগৃহ্য পারদামৃত গন্ধকান্
জাতীফলস্য ভাগার্দ্ধং দত্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীম।
সর্ব্বার্দ্ধং পিপ্পলী চূর্ণং খল্লখিত্বা নিধাপয়েৎ।
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা নাগবল্লীদলৈঃ সহ।
আর্দ্রকস্য রসেনাপি দ্রোণপুষ্পী রসেন বা।

অর্থাৎ পারদ ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, জাতী ফল ॥• ভাগ এবং পিঁপুল চূর্ণ সর্ব্ব সমষ্টির অর্দ্ধেক। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া জল দ্বারা বাটিয়া ১ রতি বা ২ রতি বটী করিবে। অনুপান পানের রস, আদার রস বা ধলধসিয়া পাতার রস।

এখন দেখা যাউক ইহার উপাদান গুলিতে আমরা কোন্ কোন রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা জানিতে পারিতেছি। প্রথমতঃ পারদ বাতপিত্তকোদ্ভূত সর্ব্বরোগ বিনাশক*। গন্ধক একটু পিত্তকর কিন্তু রসায়ন। বিষ-বাতজ এবং সান্নিপাতিক জ্বরে উপকারক। জাতীফল—

জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু।
কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মা নিলাপহম্।
নিহন্তি মুখ্য বৈরস্যং মল দৌর্গন্ধ্য কৃষ্ণতাঃ।
ক্রিমি কাস বমি শ্বাস শোষ পীনস হৃদ্রুজঃ।

অর্থাৎ—জায়ফল তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণ, রোচক লঘু, কটু, দীপন, গ্রাহী ও স্বর পরিষ্কারক। জায়ফল ব্যবহার করিলে বায়ু শ্লেষ্মা, মলের দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ, ক্রিমি, শ্বাস, বমি, কাস শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

পিঁপুলের গুণ—ইহা প্রধাণতঃ দীপন ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি স্বচ্ছন্দ ভৈরবের পারদ উপাদানে বাত পিত্ত কফ, গন্ধকে বলক্ষয়ের অপচয়, জাতীফলে বাতশ্লেষ্মা এবং পিঁপুলেও বাতশ্লেষ্মা নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এ ঔষধটিকে বাতশ্লৈষ্মিক বা পিত্ত শ্লৈষ্মিক নবজ্বরে প্রয়োগ করিবার কোনো বাধাই নাই। আমরা এ ঔষধ এরূপ অবস্থায় দিবসে ৩ বার করিয়া আদার রস, তুলসীর রস বা পানের রস• অনুপানে ব্যবস্থা করিয়া

* বাতপিত্ত কফোদ্ভূতান রোগান সর্ব্বান জয়েদ ধ্রুবম্।

অনেক সময় জ্বর বেশ কমাইয়া দিয়াছি ; ২।৩ দিন ব্যবহার করানর পর জ্বর একেবারে ছাড়িয়াও গিয়াছে—এরূপ ফলও পাইয়াছি।

বাতশ্লৈষ্মিক এবং বাতপৈত্তিক নবজ্বরে সৌভাগ্য বটী নামক আর একটী ঔষধ বিশেষ ফল প্রদ। আমরা এ ঔষধটি সৌভাগ্য চিন্তামণি নামে ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার উপাদান,—

সৌভাগ্যামৃত জীর পঞ্চলবণ ব্যোষাভয়ঙ্কামলা
নিশ্চন্দ্রাভ্রক শুদ্ধ গন্ধক রসানেকী কৃতান ভাবয়েৎ।
নিশু'ণ্ডীপুণ ভৃঙ্গরাজক বৃষাপামার্গ পত্রোদ্ভসৎ।
প্রত্যেক স্বরসেন সিদ্ধ বটিকা হন্তি ত্রিদোষো দ্বয়ম।

অর্থাৎ সোহাগার খই, অমৃত, জীরা, সৈন্ধব, করকচ, বিট, সচল, সাম্ভার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অভ্র, গন্ধক ও পারদ। প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে মিশাইয়া নিসিন্দা পত্র, শেফালি পত্র, ভৃঙ্গরাজ, বাসক ও আপাঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিবে। শাস্ত্রকার এ ঔষধ ২ রতি বটি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ ঔষধের বটি করিনা, ভাবনা গুলি দেওয়ার পর আমরা এ ঔষধ আর্দ্র অবস্থাতেই রাখিয়া দিই এবং রোগীকে দিবার সময় আর্দ্র অবস্থাতেই বড়ি পাকাইয়া দিই।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে সোহাগার গুণ; কফঘ্ন, অমৃতের গুণ ত্রিদোষজ জ্বরঘ্ন, জীরার গুণ—

জ্বরঘ্নং পাচনং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যং কফাপহম্।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান গুল্মচ্ছর্দ্যতিসার হৃৎ।

অর্থাৎ—ইহা জ্বরঘ্ন, পাচক, বৃষ্য, বল্য, রুচিপ্রদ, কফনাশক, চক্ষুর হিতকর, বায়ুজনিত আধ্মান, গুল্ম, ছর্দ্দি, অতিসার নাশক। সৈন্ধব—

সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্রং ত্রিদোষঘ্নং।

অর্থাৎ সৈন্ধব লবণ স্বাদু, অগ্নি দীপক, পাচন, লঘু, স্নিগ্ধ, রোচক, শীতল, বলকারক, সূক্ষ্ম, চক্ষের উপকারক ও ত্রিদোষ নাশক।

করকচ—সামুদ্রিক লবণের নাম করকচ লবণ। ইহার গুণ—

সামুদ্রং মধুরং পাকে সতিক্তং মধুরং গুরু।
নাত্যুষ্ণং দীপনং ভেদি সক্ষারমবিদাহিচ।
শ্লেষ্মলং বাতনুৎ তিক্ত মরূক্ষং নাতি শীতলম্।

অর্থাৎ—ইহা পাকে মধুর অথবা ঈষৎ তিক্ত রস বিশিষ্ট, অবিদাহী, কফবৰ্দ্ধক, বায়ু নাশক, তিক্ত, অরুক্ষ ও নাতিশীতোষ্ণ। বিটলবণের গুণ—

বিড়ং সক্ষারমূর্দ্ধাধঃ কফবাতানুলোমনম্।
দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রূক্ষং রুচ্যং ব্যবায়িচ।
বিবন্ধানাহ বিষ্টম্ভ হৃদ্রুগ গৌরব শূলনুৎ॥

অর্থাৎ—বিট লবণ ক্ষার গুণ বিশিষ্ট, দীপন, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রূক্ষ, রোচক ও ব্যবায়ী। ইহা কফ ও বায়ুর অনুলোমক অর্থাৎ ইহা সেবনে কফ ঊর্দ্ধ দিকে ও বায়ু অধোদিকে নিঃসরিত হয়। বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ ও শরীরের ভারত্ব ইহা দ্বারা নিবারিত হয়।

সচল লবণের গুণ—

রুচকং রোচনম্ভেদি দীপনম্পাচনম্পরম্।
সুস্নেহং বাতনুন্নাতি পিত্তলং বিশদং লঘু।
উদ্গার শুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধা নাহ শূলজিৎ।

অর্থাৎ—সচল লবণ রোচক, ভেদক, অগ্নি দীপ্তিকারক উৎকৃষ্ট পাচক, স্নেহ বিশিষ্ট, বায়ু নাশক, বিশদ লঘু, সূক্ষ্ম, উদ্গার শুদ্ধি

কারক, অধিক পিত্তবৰ্দ্ধক নহে ও বিবন্ধ, আনাহ এবং শূলরোগে হিতকর।

সাম্ভার লবণ—

—লঘু বাতঘ্ন মত্যুষ্ণং ভেদি পিত্তলম্।
তীক্ষ্ণোষ্ণঞ্চাপি সূক্ষ্মঞ্চাভিষ্যন্দি কটুপাকি চ॥

অর্থাৎ—ইহা লঘু, বাতঘ্ন, অত্যুষ্ণ, ভেদি, পিত্তজনক, তীক্ষ্ণোষ্ণ ও অভিষ্যন্দী। ইহা পাকে কটু রস।

শুঁঠের গুণ—

শুণ্ঠীরুচ্যাম বাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফ বাত বিবন্ধনুৎ।
বৃষ্যা সর্য্যা বমি শ্বাস শূল কাস হৃদাময়ান্।
হন্তি শ্লীপদ শোথার্শ আনাহোদর মারুতান্॥
আগ্নেয় গুণ ভূয়িষ্টং তোয়াং শস্পরিশোষি যৎ।

অর্থাৎ—ইহা রুচিকারক, আমবাত নাশক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ, বায়ু ও বিবন্ধ নাশক, বলকারক, সর, বমি, শ্বাস, শূল, কাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ, শোথ, অর্শ, আনাহ, উদররোগ ও বায়ু নাশ করে। পিপুল বাতশ্লেষ্ম নাশক।

মরিচ—

মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ।
উষ্ণং পিত্তকরং রূক্ষং শ্বাস শূল ক্রিমীন্ হরেৎ।

অর্থাৎ—মরিচ কটু, তীক্ষ্ণ, দীপন, বায়ু শ্লেষ্মানাশক, উষ্ণ, পিত্তকারক ও রূক্ষ। ইহা সেবনে শ্বাস, শূল ও ক্রিমি নিবারিত হয়।

হরীতকী—

স্বাদুতিক্ত কষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃৎ তু সা।
কটু তিক্ত কষায়ত্বাদম্লত্বাদ্বাত হৃচ্ছিব।

অর্থাৎ হরীতকী স্বাদু, তিক্ত ও কষায় ও রসবিশিষ্ট বলিয়া পিত্ত ও কফনাশ করে। কটু, তিক্ত, কষায় ও অম্ল রস, থাকায় বায়ু নষ্ট করে।*

আমলকী—

হন্তিবাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্য শৈত্যতঃ।
কফং রূক্ষ কষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রি দোষজিৎ।

অর্থাৎ—অম্ল রস জন্য ইহা বায়ুনাশক, মধুর ও শীতল বলিয়া পিত্তনাশক এবং রূক্ষ ও কষায় বলিয়া কফনাশক। অতএব ইহা ত্রিদোষ নাশক।

বহেড়া—

বিভীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্॥
রূক্ষং নেত্রহিতং কেশ্যং ক্রিমিবৈস্বর্য্যনাশনম্।
বিভীত মজ্জা তৃট্‌ছর্দ্দি কফবাত হরো লঘুঃ।

অর্থাৎ—ইহা কষায়, পাকে স্বাদু, কফ পিত্তনাশক, উষ্ণবীর্য্য, হিমস্পর্শ, ভেদক, কাস নাশক, রূক্ষ, কেশ ও চক্ষের হিতকর, ক্রিমিনাশক ও স্বরদোষ নিবারক। ইহার মজ্জা তৃষ্ণা, বমন, কফ ও বায়ুনাশক।

অভ্র—

অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীত
মায়ুষ্করং ধাতু বিবর্দ্ধনঞ্চ।
হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণ মেহ কুষ্ঠ-
প্লীহোদর গ্রন্থি বিষ ক্রিমীংশ্চ।

অর্থাৎ—অভ্র কষায়, মধুর, শীতবীর্য্য আয়ুষ্কর, ধাতুবৰ্দ্ধক, ত্রিদোষ প্রশমক, ক্রিমি-নাশক ও বিষঘ্ন। ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদরী ও গ্রন্থিরোগ—ইহা সেবনে প্রশমিত হয়।

---

* হরীতকী সাত জাতীয়। দ্রব্যগুণ পুস্তকে ইহাদের সমস্ত পরিচয় বর্ণিত আছে। আমরা যেটুকু দরকার মাত্র, তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি।

গন্ধক—কফ ও বাতনাশক।

পারদ—ত্রিদোষনাশক।

সুতরাং সৌভাগ্যবটী বা সৌভাগ্যচিন্তামণিতে আমরা যে সকল উপাদান পাইলাম, তাহার সকলগুলিই প্রায় ত্রিদোষনাশক, কোনো কোনোটি শ্লেষ্মার পক্ষে অধিক হিতকর। এ অবস্থায় নবজ্বরে শ্লেষ্মা বা রসের প্রকোপে এই ঔষধে যে বিশেষরূপ সুফলেরই কথা তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আমরা এই ঔষধটী এরূপ অবস্থায় দিবসে তুলসীর পাতার রস ও মধু অনুপানে ২।৩ বার সেবন করাইয়া সকল ক্ষেত্রেই সুফল পাইয়াছি। ডাক্তারদের ফিবার মিকশ্চার অনেক সময় ইহার নিকট পরাজিত হয়—ইহাও দেখা গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে ইহা অধিক ফলপ্রদ। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে ২ বার করিয়া এই ঔষধ ও ১ বার করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বা উপদ্রবের অবস্থা বুঝিয়া যথোপযুক্ত অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা মন্দ নহে।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের চিকিৎসা খুবই কঠিন। এ জ্বরে জোর করিয়া চিকিৎসা করা চলে না, জোর করিলেই চিকিৎসককে ঠকিতে হইবে সেইজন্য রোগীর বাড়ীর লোক ব্যস্ত হইলেও চিকিৎসক বিশেষ ধীরতাসহ রোগীর উপদ্রব সকল দূর করিয়া যাইবেন মাত্র, বিশেষ জোর করিবেন না।

কষায় প্রয়োগ বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে ১ সপ্তাহের পর দশমূল পাচন প্রয়োগ করা মন্দ নহে, ইহাতে জ্বরবেগও ক্রমশঃ কমিয়া থাকে এবং ঐ সকল উপদ্রবেরও উপশম হয়। দশমূল * প্রয়োগের ২।৩ দিন পরে চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন† প্রয়োগ করিলে আরও ফল পাওয়া যায়।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে তন্দ্রাপ্রলাপ, কাস, শ্বাস ও মোহ প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল থাকিলে "ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গঃ" ‡ পাচন প্রয়োগে আরও শুভ ফল পাওয়া যায়।

"অষ্টাঙ্গ অবলেহ" বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের কফ নিঃসরণের মহৌষধ। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের প্রথমাবস্থা হইতেই বুকে শ্লেষ্মা বসিয়া আছে বুঝিলে ইহা প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

ইহার উপাদান—

কটফলং পৌকরং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসচ্চ কারবী।

অর্থাৎ কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা। এখন দেখা যাউক, ইহাদের গুণগুলি কি?

কটফল—

কটফলঃ স্তবরঃ তিক্তঃ কটুর্ব্বাত কফজ্বরান্।
হন্তি শ্বাস প্রমেহার্শঃ কাস কণ্ঠ্যময়ারুচি।

অর্থাৎ ইহা কষায়, তিক্ত ও কটু। ইহার প্রয়োগে বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শ, কাস, কণ্ঠরোগ ও অরুচি নষ্ট হয়।

---

* দশমূল—
বিল্ব শ্যোনাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা।
দীপনং কফ বাতঘ্নং পঞ্চমূল মিদং মহৎ।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্
বাতপিত্তাপহং বৃষং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।

† চতুর্দ্দশাঙ্গ—
চিরজ্বরে বাত কফোত্থনে বা ত্রিদোষজে বা
দশমূল মিশ্রঃ।
কিরাত তিক্তাদিগণঃ প্রয়োজ্যঃ, শুদ্ধার্থিনে বা
ত্রিবৃতা বিমিশ্রঃ।

‡ ভূনিম্ব দারু দশমূল মহৌষধাব্দ,
তিক্তেন্দ্র বীজ ধনিকেভ কণাকষায়ঃ।

কুড়—

কুষ্ঠমুষ্ণং কটু স্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু।
হন্তি বাতাস্র বীসর্প কাস কুষ্ঠ মরুৎ কফান্।

ইহা উষ্ণ, কটু, স্বাদু, শুক্রজনক, তিক্ত ও লঘু। ইহার প্রয়োগে বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নষ্ট করে।

কাঁকড়াশৃঙ্গী—

শৃঙ্গীকষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয় জ্বরান্।
শ্বাসোর্দ্ধ বাত তৃট কাস হিক্কারুচি বমীন্ হরেৎ।

ইহা কষায়, তিক্ত উষ্ণ। ইহার প্রয়োগে কফ, বায়ু, ক্ষয়রোগ, জ্বর, শ্বাস, উর্দ্ধগ বায়ু, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমি নিবারিত হয়।

শুঁঠ প্রধানতঃ পাচক এবং বায়ু ও বিবন্ধ নাশক।

পিপুল—বাতশ্লেষ্মনাশক।

মরিচ—বাতশ্লেষ্মনাশক।

দুরালভা—

কফ মেদো মদভ্রান্তি পিত্তাসৃক্ কুষ্ঠ কাস জিৎ।
তৃষ্ণা বিসর্প বাতাস্র বমি জ্বর হরঃস্মৃতঃ।

অর্থাৎ ইহার দ্বারা কফ, মেদোরোগ, মদ, ভ্রমরোগ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও জ্বর নিবারিত হয়।

কৃষ্ণজীরা—

জ্বরঘ্নং পাচনং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যং কফাপহম্।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান গুল্ম ছর্দ্যতিসার হৃৎ।

অর্থাৎ—ইহা জ্বরঘ্ন, পাচক, বৃষ্য, বল্য, রুচিপ্রদ, চক্ষুষ্য বায়ুজনিত আধ্মান, গুল্ম, বমন ও অতিসার নষ্ট করে।

এখন প্রমাণিত হইল—ইহার সকল দ্রব্যগুলিই জ্বরঘ্ন এবং বাতশ্লেষ্ম নাশক। অতএব ইহার প্রয়োগে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে বুকে সর্দ্দি বসা প্রভৃতি উপদ্রব তো নষ্ট করেই, তা' ছাড়া ইহা দ্বারা জ্বরবেগও কমিয়া থাকে।

অষ্টাঙ্গ অবলেহের সকল দ্রব্যগুলি সমানভাগে মিশাইয়া লইয়া—এক আনা মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার মধুর সহিত অবলেহার্থ প্রদান করিতে হয়।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে উর্দ্ধগত শ্লেষ্মা নষ্টের জন্য উষ্ণ স্বেদাদি প্রয়োগ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় অষ্টাঙ্গ অবলেহের অনুপান মধু না দিয়া আদার রস দেওয়াই ব্যবস্থা, কারণ স্বেদাদি কার্য্য সাধারণতঃ উষ্ণ এবং মধু উষ্ণ ক্রিয়ার বিরোধী।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে আমরা আর একপ্রকার ঔষধ ব্যবহার করি, তাহার নাম সন্নিপাতানন্দ ভৈরব। ইহা শুধু বাতশ্লৈষ্মিক নহে, সান্নিপাতিক জ্বরেও ইহার ব্যবহার চলে। উহার উপাদান—

হিঙ্গুল, অমৃত, শুঁঠ, সোহাগা, জৈত্রী—সমভাগ, পিঁপুল ২ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ। গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দন। ১ রতি বটী। অনুপান আদার রস। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের সকল অবস্থায় এই ঔষধ সমস্তদিনে ২।৩ বার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে যদি জ্বরের বেগ অধিক হয়, তাহা হইলে কপালে শীতল জলের পটি দিতে আরম্ভ করিবে। খুব বেশী জ্বর বাড়িতেছে বুঝিলে এবং উহার ফলে মস্তিষ্কে রক্তের ক্রিয়া অধিক লক্ষিত হইতেছে বুঝিলে মাথায় বরফ দেওয়ার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এখনকার দিনে ডাক্তারেরা 'আইসব্যাগ' সাহায্যে যে বরফ প্রদানের ব্যবস্থা করেন, বরফ দিতে হইলে তাহার প্রয়োগ মন্দ নহে। বরফ না পাওয়া গেলে 'নিসাদল'জলে ভিজাইয়া

সেই জলের পটি প্রদানেও প্রায় বরফেরই মত ফল পাওয়া যায়। জ্বরবেগ কমিতেছে দেখিলে কিন্তু আর জলপটি বা বরফের ব্যবস্থা কদাচ করিতে নাই, তাহাতে হঠাৎ জ্বর খুব কমিয়া গিয়া হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে। ডাক্তারেরা থার্ম্মোমিটার প্রয়োগে ১০২° ডিগ্রি জ্বর দেখিলে যে আর বরফ বা জল পটি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন না, তাহাই ঠিক ব্যবস্থা।

এই জ্বরে বুকের সর্দ্দি উঠাইবার জন্য বুকে ও পিঠে আদার রস ও পুরাতন ঘৃতের মালিশ করিবার ব্যবস্থা করিবে। ফ্ল্যানেল দ্বারা গরম জলের ফোমেণ্টেসনও উত্তম ব্যবস্থা।

এই জ্বরে বিকার উপস্থিত সহজেই ঘটিয়া থাকে, বিশেষতঃ এই জ্বর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্বরের বেগ প্রথম হইতেই বৃদ্ধি হইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে সে জ্বরের ভবিষ্যৎ— বিকার অনিবার্য্য। সেই বিকার অবস্থার বিকার জনিত উপদ্রব সকল দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। সন্নিপাতানল ভৈরব, বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব, মকরধ্বজ—মৃগনাভি মিশাইয়া এইরূপ অবস্থায় প্রদান করিবার আবশ্যক হয়। বেতাল রস এ ক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেতাল রসের উপাদান—

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব মরিচালং সমাংশিকম্।

অর্থাৎ—রস, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল।

পারদের গুণ—ত্রিদোষ নাশক, গন্ধক—বলক্ষয়ের অপচারক, বিষ—বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক মরিচ—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

হরিতাল—

তদজীর্ণ জ্বরং হন্তি কান্তি পুষ্টি বল প্রদম্।

অর্থাৎ—ইহা অজীর্ণ, জ্বর নিবারণ করে এবং ইহা কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধক।

ইহার সকল উপাদান গুলিই জ্বর নাশক তদ্ভিন্ন উপরোক্ত দ্রব্য গুলির মিশ্রণে ইহার সংজ্ঞা কারক ও ঘর্ম্ম ও মোহ নিবারক ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। যেখানে সংজ্ঞানাশ এবং ঘর্ম্ম ও মোহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান, সেখানে ইহার প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অনুপান আদার রস ও মধু। ইহা শুধু বাতশ্লৈষ্মিক ক্ষেত্রে নহে, সান্নিপাতিক ক্ষেত্রেও উপরি লিখিত উপদ্রব নিবারণের জন্য এ ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

অঘোর নৃসিংহ রস বাতশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক বিকারের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার উপাদান গুলি—

ভাগৈকং মৃততাম্রস্য দ্বিভাগং মৃত লৌহকম্।
ত্রিভাগং মৃত বঙ্গক চতুর্ভাগ মৃতাভ্রকম্॥
মাক্ষিকং রস গন্ধৌচ তথা শুদ্ধা মনঃ শিলা।
চন্দ্রার্দ্ধো তানি তাম্রস্য প্রত্যেকং তুল্যমেব চ।
গরলং চাভ্র তুল্যং স্যাৎ ত্রিকটু স্যাভ্র তুল্যকঃ॥
এতৎ সর্ব্ব সমং দেয়ং বিষমাখ্যং তথৈব চ।
এতৎ সর্ব্বস্য দ্রব্যস্য দ্বিগুণং কালকূটকম্॥
মাৎস্য মাহিষ মায়ূর মূষ্টি পিত্তে বির্বভাবয়েৎ।
চিত্রকস্য দ্রবেণৈব প্রত্যেকং বাসমাত্রকম্॥
সর্ষপাভা বটী কার্য্যা শোষয়েদাতপেততঃ।
দাপয়েদ্ বটিকা মেকাং পর্ণপেটি রসেন চ॥

অর্থাৎ—তাম্র ২ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, স্বর্ণ মাক্ষিক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ ভাগ, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ প্রত্যেক ৪ ভাগ, কুঁচিলা ৩০ ভাগ ও

অমৃত ১২০ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও শূকর—ইহাদের প্রত্যেকের পিত্তে এবং চিতার রসে যথাক্রমে একপ্রহর করিয়া ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটি করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ডাবের জলের সহিত ইহার এক বটিকা বিকারের চরম অবস্থায় প্রয়োজ্য।

এখন ইহার উপাদানগুলির কি কি গুণ দেখা যাউক—

তাম্র—সাধারণতঃ কফপিত্ত নাশক।

লৌহ—

লৌহং তিক্তং সরং শীতং কষায়ং মধুরং গুরু।
রূক্ষং বয়স্তং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ।
কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃ প্লীহ পাণ্ডুতা।
মেদোমেহ ক্রিমীন্ কুষ্ঠং—

অর্থাৎ লৌহ—তিক্ত, সারক, শীতল, কষায়, মধুর, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুষ্য, লেখন, বায়ুবর্দ্ধক, কফ পিত্তনাশক ও বিষঘ্ন। ইহা সেবনে শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদোরোগ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

বঙ্গ—

বঙ্গং লঘু সরং রূক্ষং কুষ্ঠমেহকফ ক্রিমীন্।
নিহন্তি পাণ্ডু সশ্বাসং নেত্রশীষত্ত পিত্তলম্।

* * *

দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং
নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্।

অর্থাৎ বঙ্গ—লঘু, সারক, রুক্ষ, ঈষৎ পিত্তকর ও চক্ষের হিতকর। ইহা সেবনে ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, পুষ্টি ও দেহের সুস্থতা সম্পাদিত হয়।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক।

*স্বর্ণমাক্ষিক—ত্রিদোষ নাশক।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক।

গন্ধক—কফ ও বাতনাশক।

মনঃশিলা—

মনঃশিলা গুরুর্বণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাস কাসভূতবিষাস্রনুৎ।

অর্থাৎ—মনঃশিলা গুরু, বর্ণ্য, সারক, উষ্ণ, লেখন, কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, বিষঘ্ন ও শ্বাসাদি রোগ নাশক।

কৃষ্ণসর্প বিষ—

দীপনং কুরুতে সদ্যো বাড়বাগ্নি সমোপমম্।
সন্নিপাত প্রতীকার প্রভাব প্রভুরুচ্যতে।

অর্থাৎ—শোধিত কৃষ্ণসর্প বিষ ত্রিদোষ নাশক।

শুঁঠ—প্রধানতঃ পাচক ও বায়ু ও বিবন্ধ নাশক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

মরিচ—বাত শ্লেষ্ম নাশক।

কুঁচিলা—জ্বরঘ্ন।

অমৃত—ত্রিদোষ নাশক।

রোহিত মৎস্যের পিত্ত— মহিষ পিত্ত— ময়ূর পিত্ত— শূকর পিত্ত— চিতার রস—	সর্ব্বং পিত্তমপস্মার কুষ্ঠ দুষ্ট ব্রণাপহম্। চক্ষুষ্যং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণ মুষ্মাদক্রিমিনাশম্॥

—গ্রহণী কুষ্ঠ শোথার্শঃ ক্রিমী কাস নুৎ।
বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতার্শ শ্লেষ্ম পিত্তহৃৎ॥

অর্থাৎ—ইহা সেবনে গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ক্রিমি, কাস, বাত শ্লেষ্মা, বাতার্শ ও পিত্তশ্লেষ্মা নষ্ট হইয়াছে।

---

*মাক্ষিকং মধুরং তিক্তং স্বর্য্যং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক কুষ্ঠ পাণ্ডু মেহবিষোদরম্॥
অর্শঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষঞ্চ নিয়চ্ছতি॥

অতএব দেখা যাইতেছে—ইহার অধিকাংশ উপাদানই বাতশ্লেষ্ম নাশক, অনেকগুলি আবার ত্রিদোষ নাশক। বাতশ্লৈষ্মিক বিকারে যখন রোগী হিমাঙ্গপ্রায় হইয়া থাকে, যখন আর অন্য ঔষধ দিয়া কোন ফললাভের আশা থাকে না, ইন্দ্রিয় সকল যখন অবশ প্রায় হইয়া থাকে, চৈতন্য রহিত এবং নাড়ীর স্পন্দন প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে, অনুমিত হয়—এই ত্রিদোষ নাশক পরম তেজস্কর ঔষধ তখনই প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত কাল, তাহার পূর্ব্বে এ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

এই ঔষধ ডাবের জলসহ প্রয়োগ করিতে হয়—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঔষধ সেবনের পর রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে এই ঔষধের প্রভাবে সে গরম অনুভব করিতে থাকে, সেই সময় অল্প অল্প ডাবের জল পুনঃ পুনঃ প্রদান করা উচিত। এই ঔষধে যদি মুমূর্ষু-প্রায় রোগীর চেতনার সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে অন্য ঔষধের প্রয়োগ বৃথা, সে রোগীর আর জীবনের আশা করা যায় না।

এই ঔষধ ভিন্ন এই ধরণের আরও একটি ঔষধ এইরূপ ক্ষেত্রে বৈদ্যগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার নাম সূচিকাভরণ রস। বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক বিকারে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ হিম হইলে, চৈতন্য অপগত হইলে, নাড়ী ছাড়িয়া যাইবার মত হইলে, এক কথায় যখন আর জীবনের আশা থাকে না, তখন এই ঔষধটি ব্যবহার করিতে হয়। এই ঔষধের উপাদান—

রস গন্ধক নাগঞ্চ বিষং স্থাবর জঙ্গমম্।
মাৎস্য বারাহ মায়ূর ছাগ পিত্তেন্চ ভাবয়েৎ।
সূচিকা ভ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাত কুলান্তকঃ।

অর্থাৎ—রস, গন্ধক, সীসক, বিষ ও কৃষ্ণ সর্প বিষ—সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া রোহিত মৎস্যের পিত্ত, শূকরের পিত্ত, ময়ূরের পিত্ত ও ছাগপিত্ত—এই চারিটি পিত্ত দ্বারা ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিবে। সরিষার মত বটী। অনুপান আদার রস। শাস্ত্রকার এই ঔষধের অনুপান আদার রস বলিলেও অনেকে ডাবের জল সহ এই ঔষধের ব্যবস্থা করেন এবং এই ঔষধ সেবন করাইয়া মস্তকে শীতল জল প্রদান ও অন্যান্য শৈত্য ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

এখন ইহার উপাদানগুলির কি কি গুণ দেখা যাউক—

পারদ—ত্রিদোষ নাশক।

গন্ধক—কফ ও বাতনাশক।

সীসক—

সতিক্তো মধুরো নাগো মৃতো ভবতি রোগহা।
আয়ুঃ কান্তি বীর্য্য বৃদ্ধিং কুরুতে সেবনাৎ সদা।
নাগস্ত নাগশততুল্য বলং দদাতি
ব্যাধিঞ্চ নাশয়তি জীবন মাতনোতি।
বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি
মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্তত সেবিত সঃ।

অর্থাৎ—ইহা তিক্ত, মধুর, আয়ুবর্দ্ধক, কান্তিজনক, বলবীর্য্যকর, অগ্নিদীপ্তিকারক, কামোৎপাদক ও বিবিধ রোগনাশক।

কাঠ বিষ—ত্রিদোষনাশক।

কৃষ্ণ সর্প বিষ—ত্রিদোষ নাশক।

অঘোর নৃসিংহ রস বা সূচিকাভরণ ঔষধ প্রয়োগ খুব সাবধানে করা আবশ্যক। এই দুইটি ঔষধে মুমূর্ষু প্রায় অনেক রোগী মৃত্যুমুখ হইতে যেমন রক্ষা হইতে পারে, সেইরূপ চিকিৎসকের অসাবধানতা বশতঃ

অসময়ে এ দুইটি ঔষধের প্রয়োগ করিলে রোগীর জীবন নষ্ট হওয়াও সম্ভব। এখনকার অনেক চিকিৎসক এই জন্য বিষঘটিত ঔষধের ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগের অবস্থায়—

মকরধ্বজ— ১ রতি
মৃগনাভি— ১ রতি
শোধিত কুঁচিলা—½ রতি।

একত্র মিশাইয়া একটি পুরিয়া প্রস্তুত করেন এবং প্রয়োজন মত এক ঘণ্টা, অর্দ্ধ ঘণ্টা এমন কি ১৫ মিনিট অন্তরও ইহা শেষ অবস্থায় সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যখন ঘর্ম্মের উপদ্রব বেশী থাকে, তখন ঐ দ্রব্যগুলির সহিত ২- রতি করিয়া প্রবাল ভস্মের নিশ্রণ উত্তম ব্যবস্থা, কারণ প্রবাল ভস্মের মত ঘর্ম্মনিবারক ঔষধ আর নাই।

বিকার শব্দের অর্থ বিকৃতি এবং সেই বিকৃতির ফলে বায়ুর আধিক্যই অধিক অনুভূত হয়। এজন্য বিকার অবস্থায় বায়ুর অনুলোমক ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। অনেক সময় এইরূপ বিকৃতি অবস্থায় বাতব্যাধি অধিকারের অনেক প্রকার যোগ ও ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। যেমন ত্রৈলোক্য চিন্তামণি। ইহার উপাদান স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ ও রসসিন্দূর ৭ ভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন। ২ রতি বটী, ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। (এই ঔষধের উপাদানের গুণাবলী বাতব্যাধি অধিকারে বলা যাইবে।)

অবস্থা বিবেচনায় জ্বর-বিকারে মহালক্ষ্মী বিলাস নামক রসায়ন অধিকারের ঔষধটিও ব্যবহার করা যায়। ইহা ত্রিদোষনাশক মহৌষধ। ইহার পরিচয়ও উপযুক্ত স্থানে দেওয়া যাইবে। শ্লেষ্ম জন্য জ্বরে অথবা যে জ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য বর্ত্তমান এবং তজ্জনিত শিরঃযন্ত্রণা প্রবল—সেইরূপ অবস্থায় মহালক্ষ্মী বিলাস বিশেষ ফলপ্রদ।

সকল প্রকার জ্বরের মধ্যে সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসাই বিশেষ কঠিন। সন্নিপাত জ্বরকেই সাধারণ কথায় বিকার বলিয়া থাকে। এই সন্নিপাত জ্বর ত্রয়োদশ প্রকার। ইহার মধ্যে এখনকার দিনে ডাক্তারেরা যাহাকে টায়ফয়েড জ্বর বলিয়া থাকেন, তাহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত পিত্তোল্বণ ও হীন বাত কফ সন্নিপাতের সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে। ইহাতে

> রক্তবিণ্মূত্রতা দাহঃ স্বেদস্তৃড় বল সংক্ষয়ঃ।
> মূর্চ্ছা চাতি ত্রিদোষে স্যালিঙ্গং পিত্তে গরীয়সি।
>
> চরক চিকিৎসিত স্থান—৫৭।

অর্থাৎ—রক্তভেদ, রক্তমূত্র, দাহ, স্বেদ, তৃষ্ণা, বলসংক্ষয় ও অতিশয় মূর্চ্ছা—এইগুলি হইয়া থাকে। টাইফয়েডকে সন্নিপাত জ্বরের মধ্যে না ফেলিয়া জ্বরাতিসারের সান্নিপাতিক অবস্থার নামান্তর বলাই ঠিক। তবে জ্বরাতিসারের সান্নিপাতিক অবস্থার শ্রেণীবিভাগে পিত্তোল্বণ ও হীন বাত কফ সন্নিপাত ধরিতে হইবে। তাহার চিকিৎসার কথা পরে বলিব। আপাততঃ আয়ুর্ব্বেদোক্ত সন্নিপাতের চিকিৎসার আলোচনা করা যাউক। সন্নিপাত জ্বর চিকিৎসার সাধারণ সূত্র—ত্রিদোষের মধ্যে ক্ষীণ দোষের বৃদ্ধি ও উদ্ধত দোষের হ্রাস করিতে হইবে, আর ত্রিদোষের সমতা দৃষ্ট হইলে প্রথমে কফ, পরে পিত্ত ও শেষে বায়ুর চিকিৎসা হইবে। কফ ও বায়ুর চিকিৎসার

তুল্যতা থাকায় কফের চিকিৎসা করিলেই বায়ুর চিকিৎসা আনুসঙ্গিক করা হয়। সন্নিপাতে কফ চিকিৎসার প্রধান উপকরণ স্বেদ। বায়ু ও কফোদ্ভব চিকিৎসাতেই স্বেদের আবশ্যক, কিন্তু কফে রুক্ষ স্বেদ ও বাতে স্নিগ্ধ স্বেদ উপযোগী। সন্নিপাতের চিকিৎসার রুক্ষ স্বেদই বিধেয়।

সন্নিপাতে জলমায়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ
বিনা বহ্ন্যুপচারেণ কস্তং শোষয়িতুং ক্ষমঃ।
প্রয়োগা বহবঃ সন্তি সবিষা নির্ব্বিষা অপি।
বহ্ন্যোগং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তিতে।

অর্থাৎ—সন্নিপাতে মনুষ্যের শরীর জলময় হয়, সুতরাং স্বেদক্রিয়া ব্যতীত কে তাহা শোষণ করিবে? সন্নিপাত জ্বরে সবিষ ও নির্ব্বিষ বহুবিধ বিষ প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু স্বেদ ক্রিয়া ব্যতীত প্রায়ই তাহাদের বীর্য্যে ফল দর্শে না।

স্বেদ দিবার প্রণালী এইরূপ—কতকগুলি বালুকা ভাজিয়া কাঁজিতে ভিজাইয়া এরণ্ড পত্রে জড়াইয়া সর্ব্ব শরীরে স্বেদ দিবে। সকল প্রকার সন্নিপাতেই সর্ব্বাঙ্গে বেদনার আধিক্য হয়। এই স্বেদ প্রদানে শ্লেষ্মার প্রশমন তো হয়ই, বেদনারও বিশেষ উপকার ঘটিয়া থাকে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় আমাদের ঘরের সন্নিপাতানন্দ ভৈরব, নামক যে ঔষধটির কথা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে প্রয়োগের কথা বলিয়াছি, আদার রস ও মধু সহ দিবসে তিনবার করিয়া উহা সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সৌভাগ্য চিন্তামণিও ফলপ্রদ। সৌভাগ্য চিন্তামণি ১ বার দিয়া ২বার সন্নিপাতানন্দ ভৈরব প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঘর্ম্ম এবং মোহ প্রভৃতিউপদ্রব থাকিলে বেতাল রস আদার রসও মধু সহ ১বার করিয়া ব্যবস্থা করিবে। কফ তুলিবার জন্য অষ্টাঙ্গ অবলেহ উত্তম ব্যবস্থা। কস্তুরী ভৈরব আদার রস সহ প্রথম অবস্থায় দিবসে অবস্থা বিবেচনায় ২।৩ বার ব্যবস্থা করিলেও পারা যায়।

কস্তুরী ভৈরবের উপাদান।

হিঙ্গুল, অমৃত, সোহাগার খই, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও কস্তুরী প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। জল দ্বারা মর্দ্দন ১ রতি বটি, অনুপান আদার রস।

এই রোগে বুকে শ্লেষ্মা বেশী ভাবে বসিয়া আছে বুঝিলে পুরাতন ঘৃত ও আমড়া পোড়াইয়া তাহার শাঁস সহ মালিশ করিবে এবং আকন্দ পত্রের স্বেদ দিবে। স্বেদ প্রদানের পর গরম কাপড় দ্বারা বক্ষঃস্থল বিশেষভাবে বাঁধিয়া রাখিবে।

চরক বলিয়াছেন—সন্নিপাত জ্বরে স্বেদের দ্বারা কফ প্রশমনের ব্যবস্থা করা হয় এবং স্বেদের সহিত তিক্তাদিগণ মিশ্রিত ত্রিদোষ নাশক যোগ সকল পান করাইলেই পিত্তের চিকিৎসা করা হয়, যেমন চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন। কফ ও পিত্ত দূর হইলে যদি দেখা যায় যে, বায়ুর প্রাধান্য আছে, তবে বায়ুর চিকিৎসা করিবে। যেমন রোগী অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট অথচ উদরাধ্মান বর্ত্তমান এরূপ স্থলে মহা নারায়ণ তৈলাদি বায়ুনাশক যোগ সকল প্রয়োগ করিতে বাধা নাই।

বাতশ্লৈষ্মিক বিকারের চিকিৎসার মত

বিবেচনাপূর্ব্বক সন্নিপাতেরও চিকিৎসা করিতে হয়। অত্যন্ত তন্দ্রা থাকিলে সৈন্ধব, সজিনা বীজ, সর্ষপ ও কুড়—ছাগ মূত্রে পিষিয়া লইয়া নস্য প্রদান করিবে। নস্য ভৈরব নামক ঔষধটি প্রস্তুত করিয়া তাহার নস্য প্রদানও এক্ষেত্রে বিশেষ উপকারক।

রস সিন্দুর, তাম্র, লৌহ, চিতামুল, সোহাগার খই, খর্পর ও ত্রিকটু—সমানভাগে লইয়া আকন্দের আঠার সহিত এক দিন মর্দ্দনান্তর বটিকা করিয়া রাখিতে হয় এবং আকন্দের আঠা সহ ইহা ঘর্ষণ করিয়া নস্য প্রয়োগ করিলে তন্দ্রার ত উপশম হয়ই, ইহা দ্বারা ত্রিদোষেরও শান্তি হইয়া থাকে।

"কুলবধূঃ" নস্যটিও সন্নিপাত জ্বরনাশক। ইহার উপাদান—

শুদ্ধ সূতং মৃতং নাগং মৃতং তাম্রং মনঃশিলা।
তুথকং তুল্য তুল্যাংশং দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।
রসেন্দ্রোক্তর বারুণ্যাশ্চণ মাত্রা বটী কৃতা।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু নস্য মাত্রেণ দারুণম্।

অর্থাৎ—পারদ, সীসক, তাম্র, মনঃশিলা ও তুঁতে—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া রাখালশসার রসে একদিন বাটিয়া ছোলার ন্যায় বটী করিবে। ইহা ঘসিয়া নস্য প্রদান করিলে সন্নিপাত জ্বর নিবৃত্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রেমময়ী ম্যালেরিয়া।

[পদাবলী]

অথ পূর্ব্বরাগ।

পঠমঞ্জরী।

(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

সই! কে শুনা'লে "ম্যালেরিয়া" নাম!
লেপের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো!
—আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতই মধু "ম্যালেরিয়া" নামে গো!
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম কি জানি কখন্ গো!
এসে উপস্থিত একেবারে!!

প্রেম পরতাপে যা'র   ঐছন করিল গো!
অঙ্গের পরশে কিবা হয়!
শুধী ডক্ত ব'সে ব'সে   ভেবে সবে মরি গো!
হাড় কয় খানা কৈছে রয়!
কোথায় বসতি তা'র   নির্ণয় হ'লোনা আর,
প্রিয়ার 'থিওরী' কেবা বোঝে?
কত দক্ষ বৈজ্ঞানিক   পাগল হইয়া গো!
'ডিলেজ' 'ড্রেনেজ' আদি খোঁজে!
পাকা সে বড়াই বুড়ী—   বলে কিনা হেসে হেসে—
কামান পাতিয়া মশা মারো।
কি রজনী কি দিবসে—   মোর 'প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্‌' বশে—
কুইনাইন খাও—যত পারো।

সই! কথা শুনে হাসি পায়!
জানেনা প্রেমের তত্ত্ব,   এড়া'তে বন্ধুর হাত,
যেতে বলে শিমুল তলায়!
সেনিটারী ড্রেণ গর্জা   মিউনিসিপ্যালিটী গো!
ওয়াটার পাইপে আছে ভরি;
খট্‌ খটে বার মাস   রাজধানী কলিকাতা,
সেখানেও আছেন সুন্দরী!!
আদি নাই, অন্ত নাই,   অগোচর সর্ব্ব ঠাঁই,
ম্যালেরিয়া—মোর সে প্রেয়সী!
জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন   বাঙ্গালীর বুকে গো!
আছে তাঁর "মকুররি মৌরসী"!
কি সঞ্চারী ব্যভিচারী   স্থায়ী আদি ভাব গো!
সকল ভাবেই ভাবময়ী!
শান্ত দাস্য সখ্য ভক্তি   মধুর বাৎসল্য আদি
রসে রসবতী—বিশ্বজয়ী!!
পাসরিতে মনে করি,   পাসরা না যায় গো!
কি করিব, কি হবে উপায়?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে—   প্রেমিকের প্রাণ নাশে,
পশি'—ধনী মজ্জার মজ্জায়॥

অথ বিরহ।

(ভাটিয়ারী)

অপরূপ পেখনু বামা।
শীত সন্তাপময়ী দশ দশা দায়িনী,—
সুন্দরী "ম্যালেরিয়া" নামা!
'লিভার' 'প্লীন' তিঁহো সুপীন কুচদ্বয়,
হেরি চিত থির নাহি হোয়।
সো ম্যালেরিয়া ধনী পরম গুণমণি
বহু পুণ্যে মিলন মোয়।
স্বজনি ভাল করি পেখন না ভেল!
কোথা হোতে আসিয়া নাগরী—দেখা দিয়া,
হৃদয়ে শেল দেই গেল!
কতহুঁ যতন করি বেশ বনাইল,
ঢর ঢর লাবণি অঙ্গ।
গোবিন্দ দাস কহে পিয়া রূপ হেরইতে
মূরছিত কতেক অনঙ্গ!

অথ মিলন।

(শুক্ল বেলাওল)

সো ম্যালেরিয়া! এসো, আধ আঁচরে ব'সো,
ভুজপাশে এসো তোমায় বান্ধি।
যখন, ডাক্তারখানাতে যাই, তুয়া বঁধু! গুণ গাই,
ওষুধের ঝাঁজে ব'সে কান্দি॥
নিত্য নিয়মিত ভাবে— তুমি তো আসিবে যাবে,
আফিসের কেরাণী যেমন।
কি করিবে আর্সেনিক্, "ডিঃগুপ্ত" আদি টনিক,
পল্তা, নিম, আরক—পাচন?
ইংরাজের মত তুমি Puntual বিধুমুখি!
ফরাসীর মত Positive.

জার্ম্মাণীর মত তুমি—   কূটবুদ্ধি ভয়ঙ্করী,
অত্যাচারী—যথা বলশেভিক্।
ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মত   তুমি যে লো! স্বাভাবিক,
লগ্ন বোঝ'—পঞ্জিকার চেয়ে!
থাকিতে না হয় একা,   না ডাকিতে দাও দেখা,
'ভূতের মতন ব'সো পেয়ে!
তাই এত ভালবাসি   তোমারে লো! প্রিয়তমে!
তুমি যবে দাও দরশন;—
পিরীতি পরশ রসে,   প্রাণের বন্ধন খসে—
হাড়ে হাড়ে পেয়ে আলিঙ্গন।
অস্থি চর্ম্ম সার দেহ,   রসের আবেশে গো!
বিছানায় ঢ'লে পড়ে ক্রমে!
কি কম্পন—রন্ধ্রে রন্ধ্রে,   দেখা দেয় প্রেমানন্দে,
আপাদমস্তক লোমে লোমে!
ক'টী—কণ্টকটায়িত,   তনুরুচি শিহরিত,
ঠিক্ যেন কুসুম কদম্ব;
ঘন ঘন শিৎকার,   সুমধুর চীৎকার,
ক্ষণে দাহ—ক্ষণে গাত্রস্তম্ভ!
উথলে সুখ-তরঙ্গ,   কভু স্বেদ, স্বরভঙ্গ,
সাত্ত্বিক ভাবেতে হই ভোর!
চারি চ'খে তাকাতাকি   প্রাণে প্রাণে মাখা মাখি,
পাণ্ডুবর্ণ—চাঁদের চকোর!
'এলোপ্যাথি' 'হুমোপ্যাথি'   'ইলেক্‌ট্রো প্যাথি' গো!
'হাইড্রোপ্যাথি' 'বৈদ্যপ্যাথি' আদি,
'হাকিমী' 'হাতুড়িয়ামী'   'স্বপ্নাদ্য' 'অবধৌতিক,'
খাশুড়ী ননদী এরা—বাদী!!
কার সাধ্য এ সংসারে   বাধা দেয় অভিসারে?

গোপনে যে তুমি প্রেম করো।
আবেশ আবল্য প্রাণে, চেয়ে থাকি পথপানে,
প্রিয়ে! তুমি কতগুণ ধরো!
তুমি, ইউরোপে "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা" আমেরিকায় "রেড্‌ ফিবার"
আফ্রিকায় "নীল জ্বর" নাম।
বর্ম্মায় বিষমজ্বর, আসামেতে "কালাজ্বর"
কারো প্রতি নহ সতি! বাম॥

অথ কুঞ্জ ভঙ্গ।

(তুড়ী)

সোহাগে উদর স্ফীত, বক্ষ বিবর গত,
দেহ হ'ল ধনুক আকার।
আঁখি দু'টী কোটরস্থ, প্রাণবায়ু শশব্যস্ত,
পাছে দাও ধনুকে টঙ্কার!
ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই, ঘড়ী দেখি, ওষুধ খাই,
বদ্দি এসে ঘটায় বিচ্ছেদ!
বামুণ সূর্য্যার্ঘ্য দেয়, পিসী—মাদুলী পরায়,
লোচন দাসের বড় খেদ॥

সারঙ্গ।

কত শত বাঙ্গালী লুটোপুটী খাও ত,
ন তুয়া আদি অবসানা;
তোহে জনমি, পুনঃ তোহে সমায়ত,
সাগর লহরী সমানা!
ভণয়ে বিত্তাপতি, বঙ্গদেশে প্রিয়ে
তুয়া বিনা গতি নাহি আর।
যমরাজ নন্দিনী— জনককো আদেশে—
ভব তারণ ভার তোহার!

দিবোদাস।

(শ্রীসিদ্ধেশ্বর সামাধ্যায়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
বিদ্যাবিনোদ এইচ, এম্-বি)

নমামি ধন্বন্তরিমাদিদেবং
সুরাসুরৈর্বন্দিত পাদপদ্মম্।
লোকে জরারুগ্ভয় মৃত্যুনাশং
ধাতারমীশং বিবিধৌষধীনাম্॥

যিনি বৈদ্যকুল প্রদীপ, বীরকুলমুকুট, জগতের গৌরব, স্বর্গের সুষমা ও অশেষ শাস্ত্রের আধার; যাঁহার পুণ্য নাম প্রভাবে আজিও মানব-মণ্ডলী ব্যাধিবিমুক্ত হয়, যে মহাত্মা একাধারে ভূপতিভিষক ও ঋষি ছিলেন, যাঁহার শক্তি ও তপস্যার প্রভাবে অমরবৃন্দ চকিত সন্ত্রস্ত হইতেন; যাঁহার মহামহিমোজ্জ্বল গৌরবগাথা নিখিল পুরাণে, ঋকের মন্ত্রে, সামের ছন্দে প্রকটিত; যাঁহার কুন্দকুমুদচন্দ্র ক্ষীরোদনীরোপমা বিমলকীর্ত্তি সন্ততির অধিষ্ঠান, সেই বারাণসীধাম এখনও বর্ত্তমান; যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও অজিন আসনে আসীন থাকিয়া শিষ্যবৃন্দকে তাঁহারই অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ব্রহ্মাবিরচিত লক্ষ শ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন; যে পুণ্যশ্লোক মনীষির মহামহিম-মহিমান্বিত সুশ্রুত আদি শত শত অন্তেবাসী অখিল জগতে বিশাল আয়ুর্ব্বেদের বিপুল প্রচার করিয়া জরা মরণশীল ব্যাধিবিপর্য্যস্ত জীবসমূহকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই ভুবনবিদিত জগৎপূজিত দেববংশাবতংস প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি দিবোদাসের ঐতিহ্য উন্মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অমর কবির সেই প্রাচীন গাথা স্মৃতিপথে উদিত হইল; "ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ কচাল্প বিষয়ামতিঃ। তিতীর্ষু দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম"॥ তবে তাঁহার গুণগরিমায় মুখরিত পুরাণ তন্ত্র ও সংহিতা নিচয় পথপ্রদর্শন করিতেছে, সেই ভরসায় ঐ সকল ব্যষ্টিকে সমষ্টিভূত করিয়া তাঁহার অপার মহিমা, অশেষ করুণা ও অতুল প্রতিভা প্রকটিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

মহাত্মা দিবোদাস সোমবংশে আবির্ভূত হইয়া প্রাক্তনপুরুষদিগের গৌরব গাথা সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যে আদি বৈদ্য ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি অত্রি ও আত্রেয়ের কথা হরিবংশে ২৫ অধ্যায়ে ১০ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।—"পিতাসোমস্য বৈরাজন্ যজ্ঞেঽত্রি র্ভগবান ঋষিঃ। ব্রহ্মণো মানসাৎ পূর্ব্বং প্রজাসর্গংবিধিৎসত"। আরও হারীত সংহিতার পরিশিষ্টাধ্যায়ে আছে, "অত্রিকৃতযুগে বৈদ্যো দ্বাপরে সুশ্রুতো মতঃ। কলৌ বাগ্‌ভট নামা চ গরিমাত্র প্রদৃশ্যতে॥ যথা সিংহোমৃগেন্দ্রানাং যথানন্তোভুজঙ্গমে। দেবানাঞ্চ যথা শম্ভু স্তথা-

ত্রেয়োঽস্তি বৈস্তকে ॥" সেই আদি বৈষ্ঠ অত্রির পুত্র সোমদেবের অধস্তন বংশধর দেব দিবোদাস। তাহা মহাভারতের পরিশিষ্ট খিল হরিবংশের উনবিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, "যথা—বৈশম্পায়ন উবাচ— ধন্বন্তরেঃ সম্ভবো যংশ্রূয়তাং ভরতর্ষভ। জাতঃ সহি সমুদ্রান্ত, মথ্যমানে পুরামৃতে॥ উৎপন্নঃ কলসাৎ পূর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ শ্রিয়াবৃতঃ। অভ্যাসন্ সিদ্ধিকার্য্যংহি বিষ্ণুং দৃষ্ট্বাহি তস্থিবান্॥ অব্জ-স্তমিতিহোবাচ তস্মাদব্জস্ত স স্মৃতঃ।"

পুরাকালে সমুদ্র মন্থন হইতে থাকিলে ধন্বন্তরি সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রীসম্পন্ন হইয়া অমৃত কলস হস্তে উদ্ভূত হন। তিনি কার্য্যসিদ্ধি সম্পন্ন বিষ্ণুকে ধ্যান করতঃ তাঁহাকে দর্শনমাত্র দণ্ডায়মান হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন তুমি যখন জল হইতে জন্মিয়াছ তখন "অব্জ" নামে খ্যাত হইবে, এইজন্য তিনি "অব্জ" নামে স্মৃত হইলেন। তৎপরে উক্ত হইয়াছে;—

"দ্বিতীয়ে দ্বাপরে প্রাপ্তে সৌনহোত্রিঃ স কাশীরাট্। পুত্রকামস্তপস্তেপেদিবন্ দীর্ঘ-তপাস্তদা॥ প্রপদ্যে দেবতাং তাস্ত যা মে পুত্রং প্রদাস্যতি। অব্জং দেবং সুতার্থায় তদারাধিত-বান্নপঃ॥ ততস্তুষ্টঃ স ভগবানব্জঃ প্রোবাচ তং নৃপম্। যদিচ্ছসি বরং ব্রূহি তত্তে দাস্যামি সুব্রত"।

অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপর যুগ উপস্থিত হইলে সোমবংশ সম্ভূত সুন হোত্র সুত সেই কাশীরাজ দীর্ঘতপা পুত্র কাম হইয়া আরাধ্য দেবতার প্রীতিবিধান করতঃ তপস্যা করিয়াছিলেন। এবং সংকল্প করিয়াছিলেন যে দেবতা আমাকে পুত্র প্রদান করিবে আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইব। হে মহারাজ! তিনি তথায় পুত্রের নিমিত্ত অব্জ ধন্বন্তরি দেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই অব্জ ধন্বন্তরি সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দীর্ঘ তপাকে বলিলেন, হে সুব্রত! তুমি যে বর অভিলাষ কর, আমি তৎসমুদায় প্রদান করিব তৎপরে নৃপ বলিলেন;—

"ভগবন্ যদি তুষ্টস্তং পুত্রোমে খ্যাতিমান্ ভব। তথেতি সমনুজ্ঞায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা। কাশীরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগ প্রনাশনঃ। আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহভিষজাংক্রিয়াং। তমষ্টধা পুনর্বস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥"

অনন্তর নৃপতি বলিলেন হে ভগবন্! যদি তুমি তুষ্ট হইয়া থাক তবে তুমি আমার খ্যাতি-মান পুত্র হও। অব্জদেব "তাহাই হইবে" এই আজ্ঞা করিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হই-লেন। তৎপরে দেব ধন্বন্তরি তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি সর্ব্বরোগবিনাশন কাশীরাজ ধন্বন্তরি হইলেন। ভরদ্বাজ হইতে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া ভিষক্‌গণের ক্রিয়াকে অষ্ট প্রকারে বিভাগ করতঃ শিষ্যগণকে প্রদান করিলেন। ইনিই দ্বিতীয় ধন্বন্তরি। তৎপরে বলিতেছেন:—

ধন্বন্তরেস্তু তনয়ঃ কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ। অথ কেতুমতঃ পুত্রো বীরো ভীমরথঃ স্মৃতঃ। সুতো ভীমরথস্যাপি দিবোদাসঃ—প্রজেশ্বরঃ। দিবোদাসস্তু ধর্ম্মাত্মা বারাণস্যাধিপোঽভবৎ॥

এই দ্বিতীয় ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান নামে স্মৃত হন। ভীমসেনের পুত্র প্রজেশ্বর দিবোদাস। ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস বারাণসীর অধিপতি হইয়াছিলেন। আর কেতুমানের

পুত্র ভীমরথ যেন নামে খ্যাত হন। তৎপরে মহারাজ দিবোদাসের রাজ্যচ্যুতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে :—

এতস্মিন্নেব কালে তু পুরীং বারাণসীং নৃপ। শূন্যাং নিবাসয়ামাস ক্ষেমকো নাম রাক্ষসঃ॥ সপ্তাহি সা মতিমতা নিকুম্ভেন মহাত্মনা। শূন্যা বর্ষ সহস্রং বৈ ভবিত্রী নাত্র সংশয়ঃ॥ তস্যাং তু সপ্ত মাত্রায়াং দিবোদাসঃ প্রজেশ্বরঃ। বিষয়াং তে পুরীরম্যাং গোমত্যাং সন্নিবেশয়ৎ॥

হে মহারাজ! এই সময়ে রুদ্রের অনুচর ক্ষেমক নামক রাক্ষস বারাণসী পুরী শূন্য করিয়াছিলেন। মতিমান মহাত্মা নিকুম্ভ কাশীপুরীকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে "এই বারাণসী পুরী সহস্র বর্ষ শূন্য থাকিবে সন্দেহ নাই"। বারাণসী পুরী শাপগ্রস্তা হইবা মাত্র প্রজেশ্বর দিবোদাস বারাণসীর নিকটে গোমতীর তীরে রমণীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপরে দিবোদাসের বারাণসীপুরী প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত আছে।

"ভদ্র শ্রেণ্যস্য পূর্ব্বন্তু পুরী বারাণসীত্যভূৎ। ভদ্রশ্রেন্যস্য পুত্রানাং শতমুত্তম ধন্বিনাম্॥ হত্বা নিবেশয়মাস দিবোদাসো নরর্ষভঃ॥ ভদ্রশ্রেণ্যস্য তদ্রাজ্যং হৃতং তেন বলীয়সা।"

পূর্ব্বে যদুবংশীয় মহীশ্বৎ পুত্র ভদ্রশ্রেণ্যের বারাণসীপুরী ছিল। নরবর দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের উত্তম ধনুর্ধারী শতপুত্রকে নিহত করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সেই বলবান নৃপতি দিবোদাস কর্ত্তৃক ভদ্রশ্রেণ্যের রাজ্য হৃত হয়। তৎ শ্রবণে জনমেজয় প্রশ্ন করিলেন :—

বারাণসীং নিকুম্ভস্তু কিমর্থং সপ্তবান্ প্রভুঃ। নিকুম্ভঃ কশ্চ ধর্ম্মাত্মা সিদ্ধিক্ষেত্রং শশাপযঃ।

শক্তি সম্পন্ন নিকুম্ভ কি নিমিত্ত বারাণসীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা নিকুম্ভই বা কে? যিনি সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণসীকে শাপপ্রদান করিয়াছিলেন। তৎ শ্রবণে বৈশম্পায়ন কহিলেন—

দিবোদাসস্তু রাজর্ষিঃ নগরীং প্রাপ্য পার্থিবঃ। বসতিস্ম মহাতেজা স্ফীতায়ান্তু নরাধিপঃ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু কৃতদারো মহেশ্বরঃ। দেব্যাঃ স প্রিয়কামস্তু ন্যবশচ্ছ্বশুরান্তিকে। দেবাজ্ঞায় পার্ষদা যে ত্বধিরূপাস্তপোধনাঃ। পূর্ব্বোক্তৈরূপদেশৈশ্চ তোষয়ন্তিস্মঃ পার্ব্বতীম্। হৃষ্যাতেবৈ মহাদেবী মেনা নৈব প্রশস্যতি॥ জুগুপ্সত্য সকৃত্তাং বৈ দেবীং দেবং তথৈব সা। সপার্ষদস্ত্বনাচারঃ তব ভর্ত্তা মহেশ্বরঃ॥ দরিদ্রঃ সর্ব্বদৈবাসৌ শীলং তস্য ন বর্ত্ততে॥ মাত্রা তথোক্তা বরদা স্ত্রীস্বভাবাচ্চ চুক্রুধে। স্মিতং কৃত্বাচ বরদা ভব পার্শ্বমথাগমৎ। বিবর্ণ বদনা দেবী মহাদেব মভাষত। নেহ বৎস্যাম্যহং দেব নয় মাং স্বং নিকেতনম্। তথা কর্ত্তুং মহাদেব সর্ব্ব লোকানবৈক্ষত॥ বাসার্থং রোচয়ামাস পৃথিব্যাং কুরুনন্দনঃ॥ বারাণসীং মহাতেজাঃ সিদ্ধি ক্ষেত্রং মহেশ্বরঃ। দিবোদাসেন তাং জ্ঞাত্বা নিবিষ্টাং নগরীং ভবঃ॥ পার্শ্বে তিষ্ঠন্তমাহূয় নিকুম্ভমিদম ব্রবীৎ। গণেশ্বর। পুরীং গত্বা শূন্যাং বারাণসীং কুরু। মৃদুনৈবাভ্যুপায়েন হ্যতিবীর্য্যঃ স পার্থিবঃ।

বৈশম্পায়ন কহেন—নরাধিপতি মহাতেজা রাজর্ষি দেবোদাস সমৃদ্ধি সম্পন্না নগরী লাভ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহেশ্বর দার পরিগ্রহ করিয়া পার্ব্বতীর প্রিয়কামনা হেতু শ্বশুরের সমীপে অবস্থিতি করেন। দেবের আজ্ঞা বশতঃ সদ্বংশ সম্ভূত তপোধন পার্ষদগণ পূর্ব্বোক্তরূপ উপদেশ দ্বারা পার্ব্বতীকে পরিতুষ্ট করিতে ছিলেন। তাহাতে মহাদেবী পার্ব্বতী অতিশয় তুষ্টিলাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেনকা হৃষ্টা হইলেন না। তিনি সর্ব্বদাই সেই দেব ও দেবীকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। দেবীকে বলিলেন তোমার পতি মহেশ্বর পার্ষদগণের সহিত সতত অনাচারে থাকে এবং চিরকালই দরিদ্র, তাহার চরিত্রও ভাল নয়। জননী এই কথা বলিলে বরদা স্ত্রীস্বভাব বশত ক্রোধ করিলেন। এবং ঈষৎ হাস্যে মহাদেব সকাশে আসিলেন। বিরস বদনে মহাদেবকে বলিলেন, আমি এস্থানে বাস করিব না। তুমি আমাকে নিজ নিকেতনে লইয়া চল। মহাদেব তাহা করিবার নিমিত্ত সমুদয় জগৎ নিরীক্ষণ করিলেন। সেই মহাতেজা মহেশ্বর বসতির নিমিত্ত সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণসী নগরী মনোনীত করিলেন। কিন্তু তৎকালে সেই নগরীতে দিবোদাস আসিয়া বাস করিতেছেন জানিয়া পার্শ্বস্থিত নিকুম্ভকে আদেশ করিলেন যে হে গণেশ্বর! তুমি বারাণসীতে গমন করিয়া মৃদু উপচার দ্বারা তাহাকে শূন্য কর। যেহেতু বারাণসীর নৃপতি অতি বীর্য্যবান্।" ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে দেবতারা দিবোদাসকে ভয় করিতেন। তৎপরে বলিতেছেন,

"ততো গত্বা নিকুম্ভস্তু পুরীং বারাণসীং তথা। স্বপ্নে নিদর্শয়ামাস কন্দুকং নাম নাপিতম্॥ শ্রেয়স্তেহহং করিষ্যামি স্থানং মে রচয়ানঘ। মদ্রূপাং প্রতিমাং কৃত্বা নগর্য্যান্তে তথৈবচ॥ ততঃ স্বপ্নে যথোদ্দিষ্টং সর্ব্বং কারিতবান্নৃপঃ। পুরীদ্বারে তু বিজ্ঞাপ্য রাজানাঞ্চ যথাবিধি। পূজাস্তু মহতীং তস্য নিত্যমেব প্রযোজয়েৎ॥ গন্ধৈশ্চ ধূপমাল্যৈশ্চ প্রোক্ষণৈস্তু তথৈবচ। অন্নপান প্রয়োগৈশ্চ অত্যাদ্ভুতমিবাভবৎ এবং সম্পূজ্যতে তত্র নিত্যমেব গণেশ্বরঃ। ততো বর সহস্রন্তু নাগরাণাং প্রযচ্ছতি॥ পুত্রান্ হিরণ্যমায়ুশ্চ সর্ব্বান্ কামাংস্তথৈব চ। রাজ্ঞস্তু মহিষী শ্রেষ্ঠা সুযশা নাম বিশ্রুতা পুত্রার্থমাগতা দেবী সাধ্বী রাজ্ঞা প্রচোদিতা। পূজান্তু বিপুলাং কৃত্বা দেবী পুত্র মযাচত। পুনঃ পুনরথাগত্য বহুশঃ পুত্র কারণাৎ॥ ন প্রযচ্ছতি পুত্রংহি নিকুম্ভঃ কারণেন হি। রাজা তু যদি নঃ কুপ্যেৎ কার্য্যসিদ্ধি স্ততোভবেৎ।"

(ক্রমশঃ)

যক্ষ্মায়—কাঁচা মাংস।

(ডাক্তার শ্রীহরবন্ধু দাশ গুপ্ত *)

প্রাচীন ঋষিগণ ক্ষয় নিবারণের জন্য দুইটা পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার একটী—মাংসরস, অপরটী দুগ্ধ। "ক্ষয়ে মাংস রসঃ পয়ঃ"—একথায় বোধ হয় এই অর্থ

---

* এই প্রবন্ধের লেখক হাজারিবাগ মহকুমা ষ্টেট রে চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারির ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক।

যে—ক্ষয় রোগে মাংসরস পথ্য দিবে, মাংস-রসের অভাবে দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে। মাংস রস ঋষিরা কাহাকে বলিতেন, সে সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই। মাংসরস বলিলে মাংসকে পেষণ করিয়া চাপ দিলে যে রস বাহির হয়, অথবা মাংসকে সিদ্ধ করিয়া যে কাথ পাওয়া যায়—এই উভয়কেই বুঝা-ইতে পারে। আমার মনে হয়—আমরা যাহাকে "র-মিট্-যুষ" বলি, ঋষিরা তাহাকেই মাংসরস নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক সিদ্ধ করা মাংসের চেয়ে. কাঁচা মাংস যে ক্ষয় নিবারক, ডাক্তার ফিলিপ সাহেবের ইহাই মত। কিন্তু আমি তাঁহার কথা কিছু বলিবনা, নিজের মতই লিপিবদ্ধ করিব।

প্রথমে, ইউরোপের একজন বড় ডাক্তার কৃত্রিম উপায়ে কুকুরের শরীরে টিউবার কিউলোসিস জীবাণু প্রবেশ করান। ঐ কুকুরকে প্রথমে সাধারণ খাদ্য খাওয়াইয়া রাখা হয়। কুকুরটী অতি শীঘ্র ক্ষয় রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। কিছু দিন পরে—ডাক্তার কুকুরকে কাঁচা মাংস খাইতে দেন। শেষে দেখা যায়—কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিয়া কুকুরটী হৃষ্ট পুষ্ট হইতেছে, তাহার দেহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে।

পরীক্ষাছলে আর একটী কুকুরকে ডাক্তার টিউবার কিউলার ব্যাসিলাসের টিকা দিয়া তাহার দেহে ক্ষয় রোগ সঞ্চারিত করেন। ইহাকে রন্ধন করা মাংস খাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও উপকার হয় না। কুকুরটী অতি শীর্ণ হইয়া ক্রমে মরিয়া যায়।

ইংরাজী জর্ণালে—এই সংবাদ পড়িয়া, আমি হাসপাতালে সমাগত ৫।৭টী ক্ষয় রোগীর উপর কাঁচা মাংসের গুণ পরীক্ষা করি। বলাবাহুল্য পরীক্ষাফল বেশ সন্তোষ জনক হইয়াছে।

ছাগ, মেষ, মুর্গী বা অপর কোন পক্ষীর টাট্‌কা কাঁচা মাংস ক্ষয়রোগীকে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে খাওয়াইতে হয়। মাংসের পরিমাণ—ইচ্ছা করিয়া কোন দিন বেশী কোন দিন বা কম করিতে হয়। যে রোগী কাঁচা মাংস চিবাইতে সম্মত নহে, তাহাকে কাঁচা মাংসের রস ঔষধ বলিয়া শিশিতে পুরিয়া খাইতে দেওয়া উচিত।

অনেক সময় দেখিয়াছি—কাঁচা মাংস খাইতে রোগীর একটু কষ্ট হইতেছে। কিন্তু দুই চারি দিনের মধ্যেই—তাহার কাঁচা মাংস বেশ সহ্য হইয়া গিয়াছে। শেষে যখন সে শুনিয়াছে—ইহাতে তাহার উপকার হইবে, তখন সে আগ্রহের সহিত চাহিয়া খাইয়াছে।

সাহেব ডাক্তারগণ কাঁচা মাংস প্রয়োগের সময় গোমাংস ব্যবহারের উপদেশ দেন। আমি হিন্দু, মুর্গী পর্য্যন্ত নামিয়াছি। অধিকাংশ সময়—ছাগ বা মেষের মাংস ব্যবহার করিয়াছি। তাহাতে বেশ ফল হইয়াছে।

কাঁচামাংস প্রয়োগ-প্রণালী।

১। প্রথমে আধপোয়া মাংস উত্তম রূপে 'কিমা' করিয়া (থেঁৎলাইয়া) বা অত্যন্ত কুচি কুচি করিয়া, তাহার সহিত একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া একবারে রোগীকে খাইতে দিতে হয়। এইরূপ প্রত্যহ দুইবার।

২। একপোয়া মাংস, একপোয়া ঠাণ্ডা জল, দুই আনা লবণ—একত্র মিশ্রিত করিয়া, দুই ঘণ্টা ৩০ C উত্তাপে রাখিয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া রস বাহির করিয়া লইবে।

৩। সঙ্কাপের যন্ত্র দ্বারা অধিক সঙ্কাপ দিয়া মাংসের রস বাহির করিবে। পান করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রস বাহির করিয়া লইতে হয়।

৪। অতি সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তিত মাংস—একপোয়া পরিমাণে লইয়া, একটা বড় বাটিতে রাখিবে। তাহাতে ৬০C উত্তপ্ত দুগ্ধ এরূপ মাত্রায় ঢালিবে যে, দুগ্ধ ও মাংস মিশিয়া আঁঠার মত হয়। এই দুগ্ধ মিশ্রিত মাংসে—আবার ৬০C উত্তপ্ত দুগ্ধ একপোয়া ঢালিয়া, রোগীকে তৎক্ষণাৎ খাওয়াইবে। শেষোক্ত প্রণালিটীতে—দুগ্ধ ও মাংস একত্রে মিশান হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা সংযোগ বিরুদ্ধ। কিন্তু বিশেষ প্রণিধান করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়—দুগ্ধ ও মাংস একত্রে ভোজন করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও—অবস্থা বিশেষে ইহা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। দুগ্ধ ও মাংস উভয়ই নাইট্রোজেনাত্মক। সুতরাং এক সঙ্গে এই দুই জিনিষ খাইলে—নাইট্রোজেনের মাত্রাধিক্য হওয়ায়—হজম করিতে বিলম্ব হয়। ক্ষয়রোগীর পক্ষে যখন কাঁচা মাংসই ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন আর দুগ্ধ মিশাইতে আপত্তি কি? কাঁচা মাংস কি কম গুরুপাক? মাংসের চেয়ে দুগ্ধ নিশ্চয়ই লঘু। বিশেষতঃ ঋষিরা যখন ক্ষয় রোগে মাংসরস ও দুগ্ধ—দুইই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি? তবে পাক করা মাংসের সঙ্গে দুগ্ধ পান করা—কখনই উচিত নহে।

সিদ্ধ মাংস ও কাঁচা মাংসে তফাৎ কি?

মাংস সিদ্ধ করিলে—তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাহাতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ হইয়া যায়। কাজেই শোষিত হয় না।

কাঁচা মাংস প্রয়োগে নাইট্রোজেনের কার্য্য অধিক হয়। অন্ত্রের পোষণ কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। রক্তের বর্ণদ পদার্থ বৃদ্ধি পায়। পরিপাকজ সম্বন্ধীয় লিউকোসাইটোসিস্ অধিক হয়।

ক্ষয় রোগীকে কাঁচা মাংস খাওয়াইয়া বৈজ্ঞানিকগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। সাধারণ অবস্থায় দ্রুত উন্নতি।

২। বিবর্ণত্ব হ্রাস।

৩। শরীরের কোমলতা ঘুচিয়া শরীরের দৃঢ় ভাব।

৪। পেশী শক্ত ও সবল।

৫। খিট্‌খিটে স্বভাব অন্তর্হিত।

৬। শোণিত সঞ্চালন।

৭। নাড়ীর গতির সংখ্যা হ্রাস।

৮। শোণিত সঙ্কাপের হ্রাস।

৯। হৃদপিণ্ড সবল।

১০। শোণিতবহায় ঠৈশিক প্রাচীরের শক্তি বৃদ্ধি।

১১। শোণিতের বর্ণদ পদার্থের পরিমানাধিক্য।

এই গুলি ঘটিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—প্রথম হইতে কাঁচা মাংস খাওয়াইলে প্রায়ই রোগীর কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে না। পাকস্থলীও যন্ত্রের পরিপাক ক্রিয়ার উন্নতি হয়। মলের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। দৈহিক উত্তাপ ঠিক্ থাকে।

দুই সপ্তাহের পরই এইরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি কতকগুলি রোগীর উপর কাঁচা মাংস প্রয়োগের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই যে, রোগীর দেহের গুরুত্ব বৃদ্ধি—মেদ বৃদ্ধির জন্য?—না পৈশিক পুষ্টির জন্য? আমার বিশ্বাস কাঁচা মাংসে মেদ বৃদ্ধি হইয়া দেহের গুরুত্ব বাড়িলে রোগীর উপকার হয় না। এইরূপ মেদ বৃদ্ধির ফলে—একজনের শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। তবে ইহাও পরীক্ষা করিয়াছি—কোন কোন রোগীর—কাঁচা মাংস ভক্ষণে—ফুসফুস স্বরযন্ত্র এবং গ্রন্থির স্থানিক অবস্থা ভালই হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদে—যক্ষ্মা রোগে এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগে—ছাগ, কপোত, হরিণ, ঘুঘু,—এমন কি বাদুড়, বানর ও কাঠবিড়ালীর মাংস পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিবার উপদেশ আছে। বাদুড়ের মাংস এবং কাঠবিড়ালীর মাংস—রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনীর সহিত খাইতে দিয়া—আমি দুইটী হাঁপানী রোগীকে সুস্থ করিয়া ছিলাম। সে সকল কথা পরে বলিব।

শিশুপালনের পরিশিষ্ট।

শিশুর খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী।

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী)

শিশুদিগকে বিবেচনাপূর্ব্বক খাদ্য দিবে। রোজ একরকম খাদ্য দিবে না। খাদ্য মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে ক্ষুধা ও রুচি হইবে। নিম্নলিখিত কয়েকটি খাদ্য যে সব শিশু কঠিন খাদ্য খাইতেছে—তাহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে।

Coldled egg.—শিশুকে কখনো কঠিন সিদ্ধ ডিম দিবে না, তাহা অত্যন্ত অপকারক। অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম শিশুর পক্ষে উপকারী। ডিম অর্দ্ধ সিদ্ধ অপেক্ষা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়।

আগুনের উপর যে জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে তাহাতে ডিমটি ফেলিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ পাত্রটি নামাইয়া উঠানের পার্শ্বে দশমিনিট রাখিয়া দিবে। তাহার পর ডিমটি বাহির করিয়া খাইতে দিবে। দেখিবে যে ডিমের শ্বেতাংশ ঠিক জেলির মত দেখিতে হইয়াছে।

পার্ল বার্লি। তিন চা চামচ পার্ল বার্লি ধুইয়া দশ ছটাক জলে ফুটাইয়া জল ফেলিয়া দাও। তা'রপর পাঁচ পোয়া ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ঐ পার্ল বার্লি দিয়া পুনরায় ফুটাও। ১৫ ছটাক জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া খাইতে দেও।

রুটি টোষ্ট করিয়া গরম দুধে ডুবাইয়া চুষিতে দেও। দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে দিলে উপকার হয়।

পাকা ফল। খুব চট্‌কাইয়া গরম দুধে চিনি দিয়া মিশাইয়া খাইতে দেওয়া যায়। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

বালক বালিকাদের জন্য

পুডিং। একটি ডিম ফেটাইয়া তাহাতে দুধ, চিনি ও একটু লবণ মিশাও। একটি পুডিং ডিসে মাখন মাখাইয়া তাহাতে এই mixture ঢালিয়া দিয়া আধ ঘণ্টা জ্বাল দাও।

চালের পুডিং। একটা চামচপূর্ণ চালের গুঁড়া লও, একটি ডিমের কুসুম ফেটাইয়া ইহার সহিত মিশাও এবং প্রায় এক পোয়া দুধে চিনি দিয়া চালের গুঁড়া ও ফেটান ডিম তাহাতে ঢাল। ১০ হইতে ১৫ মিনিট সিদ্ধ কর। ঘন হইলে নামাও।

চালের পুডিং। দুই চামচ চাল লইয়া বেশ করিয়া ধুইয়া একটি Jail dishএ রাখ। ইহার উপর এক পোয়া দুধ, একটু লবণ, একটু চিনি দিয়া মৃদু আঁচে বেক কর। বেক করিতে ১৫ মিনিট হইতে এক ঘণ্টা লাগিবে। এইরূপে স্যাগু, টেপিওকা প্রভৃতির পুডিং করা যায়।

ওটমিল পরিজ। Dessert চামচের এক চামচ গুঁড়া ওটমিল লইয়া একটু জল দিয়া চামচ দিয়া ঘসিয়া চন্দনের মত কর। এক পোয়া দুধ ইহাতে দিয়া খুব নাড়িয়া রাখিয়া দাও। কয়েক মিনিট স্থির হইয়া থাকিবার পর, ইহা আস্তে আস্তে একটি পাত্রে ঢালিয়া ১৫ মিনিট সিদ্ধ কর। ইহাতে একটু লবণ ও চিনি দাও। ১৫ মিনিট পর নাবাও।

মেলিন্‌স ফুড, আলেন-বারিস ফুড, গ্ল্যাক্সো হরলিক্স মলটেড মিল্ক প্রস্তুত প্রণালী।

একটা চামচ ফুড লইয়া একটু ঠাণ্ডা জলে চামচ দিয়া গুলিয়া চন্দনের মত কর। তা'র পর ইহাতে চারি চা চামেচ ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া দাও। যথন জল ঢালিবে তথন ঘন ঘন চামচ দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। ফুডের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত জলের পরিমাণও বাড়াইতে হইবে।

শিশুর কয়েটি অসুখের মুষ্টিযোগ

সর্দ্দি, কাশি। শিশুর বুকে সর্দ্দি বসিলে অল্প পেঁয়াজ বা আদার রসের সহিত পুরাতন ঘৃত কিংবা সরিষার তৈল ফুটাইয়া মধ্যে মধ্যে বুকে মালিস করিবে। ইহাতে ক্রূর শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠিয়া যায়।

শিশুর বমি। ½ ছটাক উত্তম চুণের সহিত এক তোলা মধু মিশাইয়া ½ পোয়া জলে গুলিয়া রাখিবে। সমস্ত চূণ নীচে জমিয়া গেলে উপরের স্বচ্ছ জল তুলিয়া শিশিতে রাখিবে। এই স্বচ্ছ চুণের জল ৫ ফোঁটা হইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত প্রত্যহ ২।৩ বার দুগ্ধের সহিত খাওয়াইলে অম্লগন্ধযুক্ত ভেদ ও বমি সত্বর নিবারিত হয়।

রক্তামাশয়। (ক) বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুথা মিলিত ১ তোলা—ছাগ দুগ্ধ ১ পোয়া, জল ½ সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই দুগ্ধ ৩।৪ বারে পান করাইলে শিশুর পুরাতন অতীসার ও রক্তামাশয় পীড়ায় বিশেষ উপকার হয়।

(খ) কুড়চির ছাল চূর্ণ ১ রতি ও গেরিমাটি অর্দ্ধ রতি—কিঞ্চিৎ চাউল ধোয়া জল ও মিশ্রিসহ প্রাতে ও বৈকালে সেবন করাইলে শিশুদিগের বহুকালজাত রক্তামাশয় আরোগ্য হয়।

আমাশয়। খৈ চূর্ণ, যষ্টিমধু ও চিনি—মধুর সহিত মিশাইয়া ৩।৪ রতি মাত্রায় কিঞ্চিৎ চাউল ধোয়া জলের সহিত পান করাইলে বালকের আমাশয়ের শান্তি হয়।

অমাতিসার। (ক) বিড়ঙ্গ, যমানী ও পিপূল—ইহাদের চূর্ণ সমানভাগে মিশাইয়া ২।৩ রতি মাত্রায় ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত পান করাইলে শিশুর আমাতিসার প্রশমিত হয়। (খ) আমরুল শাকের রস ১ ঝিনুক, জীরা ভাজার গুঁড়া ১ রতি ও ৩।৪ ফোঁটা মধু—একত্র পান করাইলে বালকদের আমাশয়জনিত পেট কামড়ানির শান্তি হয়।

যকৃৎ ও প্লীহায়। (ক) সিউলী পাতা ও গুলঞ্চ—উভয়ের রস এক ঝিনুক মাত্রায় প্রত্যহ ৩ বার মধুর সহিত পানে শিশুদের যকৃৎ প্লীহা জ্বর প্রশমিত হয়। (খ) মনসা পাতার রস আগুণে ঝল্‌সাইয়া প্রত্যহ প্রাতে মধুর সহিত পান করাইলে শিশুদের যকৃৎ ও প্লীহাসংযুক্ত জ্বর নষ্ট হয়।

কলিকাতা ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে
কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত ও
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে
প্রকাশক দ্বারা মুদ্রিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৫ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—অগ্রহায়ণ। | ৩য় সংখ্যা।

অগ্রহায়ণের পরিচয়।

(হায়নস্য বৎসর বিশেষস্য অগ্রং আদিঃ)

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

—:o:—

অগাধ জল মিশ্রিত দুগ্ধ যেমন বিশ্বস্ত 'গোয়ালার' গুণে খাঁটী বলিয়া গৃহীত, গলাধঃকৃত ও সমভাবে পুষ্টিকারক হইয়া থাকে, প্রবীন সম্পাদক সত্যবাবুর নির্ব্বাচনের গুণে, আমার প্রবন্ধও তেমনি "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশিত, পাঠকগণ কর্ত্তৃক পঠিত এবং বন্ধুবর্গের কাছে অভিনন্দিত হইয়া থাকে। এটা মহাভারতের যুগ হইলে, হয়ত ধর্ম্মের প্রশ্নে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে আবার শুনিতে পাইতাম—"কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং ?"

পাঠকগণের 'নাছোড়বান্দা' অনুরোধ। সম্পাদকের নিয়তির মত নিষ্ঠুর অনুমতি! এখন আমি করি কি ? এ সংসারে কাজের কথা কেহই শোনে না। এক ঘেয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব কেহ ভাল করিয়া পড়ে না। তবে লিখি কি ? এবার 'অগ্রহায়ণেরই' একটু পরিচয় দিই।

বাস্তবিক অগ্রহায়ণ মাস—হিন্দুর প্রধান শুভ মাস। হিন্দুর জ্ঞান-গরিষ্ঠ মহাগ্রন্থ গীতায়—স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মাসানাং মার্গশীর্ষো হহং"

অর্থাৎ "মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ মাস।" পাকামুখের পাকা কথা! যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু উত্তম,—তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ! গীতার এই দশম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য হিন্দু নহিলে অন্যে বুঝিতে পারে না। যখন ভগবান্ বলিয়াছেন "মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ মাস" তখন অগ্রহায়ণ হিন্দুর কাছে নিশ্চয়ই শুভ ও শ্রেষ্ঠ মাস। অগ্রহায়ণ মাস—কোন এক সৃষ্টির আদি, কোন এক যুগের মূল,—বিরাট বিপুল মহাকালের প্রথমাংশ! মাসের নামকরণেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অগ্র—প্রথম, হায়ণ—বৎসর। অত-

এব অগ্রহায়ণ বৎসরের প্রথম মাস। জানিনা—সে কোন পুরাতন ও সনাতন অতীত, জানিনা—সে কোন বিলীয়মান তমসাবৃত অপরিমেয় যুগ, যেদিন, ভারতের নরনারী এই অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বর্ষ গণনা করিতেন। তথাপি বলিতে হইবে—এই অবিনশ্বর অব্যভিচারী কালের বুকে এমন একদিন ছিল, যে দিন অগ্রহায়ণ মাস নববর্ষের নূতন পিপাসা জাগাইয়া তুলিত, সৃষ্টিরহস্যে—সূর্য্য দেব মহাবিষুব রেখা ভেদ করিতেন, রাশিচক্রের চক্রগতি—বিকাশ উন্মেষে ঘুরিয়া যাইত।

অগ্রহায়ণের অর্থ—বৎসরের প্রথম, পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার মূল সূত্র, ইহার আর একটী নাম—"মার্গশীর্ষ"; এ নাম নক্ষত্র ঘটিত নাম। আমাদের সকল মাসেরই নাম—নক্ষত্রের নামানুসারে কল্পিত। যে মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা থাকে, সে মাস "মার্গশীর্ষ"। আর্য্য ঋষি কার্য্য বিশেষে পক্ষ, মাস,ঋতু ও অয়ন—এইরূপ ক্রম-নিয়মে বৎসর গণনা করিয়াছিলেন। যথা—দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দুই অয়ণে এক বৎসর। এতাদৃশ বৎসরের গণনারম্ভ কাল— মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাস। 'অমরকোষে' ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়—

"মার্গাদীনাং যুগৈঃ ক্রমাৎ"

মার্গশীর্ষাদি দুই দুই মাস ধরিয়া ছয়টী ঋতু গণনা করা উচিত। আর্য্যগণ হিমালয় ও তৎসান্নিদেশ হইতে এদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং হিম ঋতুই তাঁহাদের চক্ষে প্রথম ঋতু। অগ্রহায়ণ ও পৌষ—এই দুই মাস হিম ঋতু, মাঘ ও ফাল্গুন শিশির ঋতু, চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ ঋতু। এই ছয় ঋতুর সমষ্টিতে বৎসর। সুতরাং অগ্রহায়ণ—এই বৎসরের আদি মাস।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমাদের মাসের নামকরণ হইয়াছে—নক্ষত্রের নাম অনুসারে, পুরাকালে মাসের নামানুসারে বৎসরের নাম ও উল্লিখিত হইয়াছিল। জ্যোতিষশাস্ত্র—ইহার সাক্ষী। যজ্ঞবহুলা ভারতভূমি—চিরদিনই জ্ঞানের কেন্দ্র ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিখ্যাত। এ দেশে কত কোটি কোটি রাজা—প্রজাপালনের ভার লইয়াছিলেন, কালের ইঙ্গিতে তাঁহাদের দৃঢ় হস্ত হইতে শাসন দণ্ড খসিয়া পড়িয়াছে! এ দেশে কত জ্ঞানী, কত মনস্বী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পার্থিব দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে; এ দেশে কত যুগের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল,—আবার তাহা অনন্ত অতীতে ডুবিয়া গিয়াছে;—সেই সব হর্ষ বিষাদ, উত্থান পতন, সৃষ্টি বিলয়, গঠন ধ্বংসের কাহিনী—এখনও মাস বর্ষ গণনার প্রথা পরিবর্ত্তনে জীবন্ত। এখনও ভূত ঘটনা—জাতির কর্ম্মে, সমাজের অবস্থায় রীতিনীতির অনুষ্ঠানে—স্বপ্নচ্ছায়ায় সুপ্রকাশ। এখনও পুরাতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দ্বিবিধ চান্দ্রমাস, সৌরমাস, সাবনমাস, নাক্ষত্রমাস ও একশত সাত প্রকার বর্ষের উদয়াস্তের চিহ্ন দেখিতে পাই। জ্যোতিষশাস্ত্র ও কর্ম্মশাস্ত্রের কথায় আমরা জানিতে পারি—এ দেশে—

দুই প্রকার	চান্দ্রবর্ষ,	[মুখ্য ও গৌণ]
এক ,,	সৌর বর্ষ,	
এক ,,	সাবন বর্ষ,	
২৭ ,,	নাক্ষত্র বর্ষ,	
১২ ,,	মাস বর্ষ,	
১ ,,	সংবৎসর,	
১ ,,	পরি বৎসর,	
১ ,,	ইদা বৎসর,	
১ ,,	উদা বৎসর,	
৬০ ,,	প্রভবাদি বর্ষ,	

সর্ব্ব সমেত ১০৭ প্রকার বর্ষ বর্ত্তমান ছিল। অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

তিথি অনুসারে যে বৎসর গণনা করা হয়, তাহাকে চান্দ্র বর্ষ বলে। শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে এক মুখ্য চান্দ্রমাস হইয়া থাকে। এইরূপ ১২টী মাসে যে বৎসর গণিত হয়, তাহাই প্রধান চান্দ্র বৎসর। কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে এক গৌণচান্দ্রমাস হইয়া থাকে, এইরূপ ১২টী মাসে—এক গৌণ চান্দ্র বর্ষ। ইহাই দ্বিবিধ চান্দ্রবর্ষ।

যত দিনে সূর্য্যের একটী রাশি ভোগ করা শেষ হয়, তত দিনে এক সৌর মাস হইয়া থাকে। এইরূপ ১২ মাসে একটী সৌর বর্ষ হয়। ৩০ দিনে সাবনমাস, এইরূপ ১২টী মাসে এক সাবন বর্ষ। অশ্বিন্যাদি ২৭টী নক্ষত্র,—সুতরাং ২৭ দিনে এক নাক্ষত্র মাস এবং এইরূপ ১২টী নাক্ষত্র মাসে একটী নাক্ষত্র বর্ষ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির উদয়াস্ত লইয়া যে বর্ষ গণিত হয়, মাসের নাম অনুসারে সেই বর্ষের নামকরণ হইয়া থাকে। ইহাই মাস বর্ষ। সংবৎসর পরিবৎসর, ইদা বৎসর, উদা বৎসর, এবং প্রভবাদি ৬০ প্রকার বৎসর, জ্যোতিষ শাস্ত্রের সঙ্কেতে গণিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে—তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

আমাদের দেশে—তিথি বিহিত কার্য্যে চান্দ্রবর্ষের এবং বিবাহাদি সংস্কারে ও তান্ত্রিক দেবতা পূজায় সৌর বর্ষের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। লৌকিক কার্য্যে (ভৃত্যের বেতন প্রদান প্রভৃতি) সাবনবর্ষ, আয়ুগণনায় নক্ষত্র বর্ষ, কোষ্ঠী গণনায় মাস বর্ষ, এবং বৎসরের ফলাফল নির্ণয়ে, সংবৎসরাদি বর্ষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দিগ্‌দর্শনের পঞ্জিকা দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন—পূর্ব্বে কার্য্য বিশেষে, ১০।১৫ দিনেও এক একটী বর্ষ শেষ হইত। কিন্তু ঐ সকল বর্ষের মর্ম্ম—আমরা বুঝিনা, ঐ সকল ক্ষুদ্র বর্ষগুলির ব্যবহার না থাকায়, আমাদের কাছে উহারা ক্রমশঃ অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। পৌরাণিক উপাখ্যানে—আমরা যে দেখিতে পাই, অমুক রাজা দশ হাজার বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন, অমুক ঋষি পঞ্চসহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন, অমুকের লক্ষ বর্ষ পরমায়ু—এইরূপ ক্ষুদ্র বর্ষ ধরিলে, ঐ সকল কথার সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে।

শ্রুতিতে একটী সহস্র সংবৎসর সাধ্য যজ্ঞের উল্লেখ আছে। জৈমিনী মুনির মতে ঐ সংবৎসর দিনবাচী, অর্থাৎ ঐ যজ্ঞ সহস্র দিনে সমাপ্য। কেননা—

সহস্র সংবৎসরং তদায়ুষামসম্ভবান্মনুষ্যেষু।

[মীমাংসা দর্শন, ৬, ৭, ৩১]

মনুষ্য সহস্র সংবৎসর কখনই বাঁচিতে

পারে না, অতএব উক্ত যজ্ঞে একদিনে একটী বর্ষ ধরিতে হইবে। এই ঋষি সিদ্ধান্তে আমরা বুঝিতে পারি—যুগ বিশেষে মানুষের যে লক্ষ বর্ষ, দশ সহস্র বর্ষ পরমায়ুর কথা শুনা যায়,—শ্রুতি প্রমাণে প্রভবাদি বর্ষের মত ঐ সকল বর্ষের সঙ্কোচ ঘটাইলেই—শাস্ত্রের সম্মান রক্ষিত হইতে পারে। বাস্তবিক সকল যুগেই মানুষের পরমায়ু শত বর্ষ মাত্র। "শতায়ুর্ব্বৈ পুরুষঃ"—প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের এই উক্তিই তাহার প্রমাণ।

তবে যে কেহ কেহ শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকে, তাহারাই প্রকৃত "দীর্ঘজীবী"। এইরূপ দীর্ঘজীবির জীবন—"অসাধারণ" বলিয়া—সংবাদ পত্রের স্তম্ভে তাহার নাম সগৌরবে স্থান পায়।

অগ্রহায়ণের পরিচয় দিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথার আলোচনা করিলাম। আর দু' একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অগ্রহায়ণ মাসে—নানাবিধ সুখসেব্য খাদ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই এ মাস সৃষ্টি বিশেষের আদি। এই মাসেই—কৃষিজাত শস্য গৃহস্থের জীবন-যাত্রার পাথেয়রূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এ মাসের প্রধান উৎসব 'নবান্ন"। যাহা কিছু নূতন, যাহা কিছু প্রিয়,—"নবান্নের" দিনে হিন্দু তাহা দেবতার চরণে নিবেদন করেন। কবি বলিয়াছেন—

"নবান্নে নূতন খাদ্য দেবতারে দাও।
তাহার প্রসাদ বাটি চিরদিন খাও॥"

জ্যোতিষশাস্ত্রের উপদেশ—"মার্গশীর্ষে শুভে মাসি যায়াৎ যাত্রাং মহীপতিঃ"—শুভ অগ্রহায়ণ মাসে রাজা যাত্রা গমন অর্থাৎ রাজ্য পরিক্রমণ করিবেন। ক্ষত্রিয় যুদ্ধযাত্রা করিবেন, বৈশ্য বাণিজ্য যাত্রা করিবেন।

তন্ত্রশাস্ত্রের মতে—অগ্রহায়ণ মাসে মহা নায়িকার সাধনা এবং শ্মশানব্রত আরম্ভ করিলে সাধকের সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে।

অগ্রহায়ণ মাসে জন্মিলে—জাতক বিনয়ী, কুল-গৌরব, সদাচারী এবং জনপ্রিয় হইয়া থাকে।

যে গাভী অগ্রহায়ণ মাসে প্রসব করে, তাহার দুগ্ধ দেব-ভোগ্য।

লৌকিক ধর্ম্মে—অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম পুত্র বা প্রথমা কন্যার বিবাহ দিতে নাই। দিলে—পুত্র চিররোগী, এবং কন্যা বন্ধ্যা হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে—অগ্রহায়ণ মাসে "উষ্ণং ক্ষীর পলং কফঘ্ন লবণং সেবেত মার্গশীর্ষে।" উষ্ণ দ্রব্য, দুগ্ধ, মাংস, কফনাশক দ্রব্য এবং লবণ রস—সেবন করিলে মানুষ দীর্ঘজীবি হয়।

"প্রজাগর, দিবাস্বপ্নং পক্ক রম্ভাফলং দধি।
শূরণং মস্থরং নিম্বং মার্গশীর্ষে তু বর্জ্জয়েৎ॥"

অগ্রহায়ণ মাসে, রাত্রি জাগরণ, দিবা-নিদ্রা, পক্ক কদলী, দধি, ওল, মসুর ও নিম্ব ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

মার্গশীর্ষে পিবেত্তোয়ং কোষ্ণং মৃদ্বগ্নি সাধিতং।
পুষ্টি বর্ণ বলোৎসাহ বহ্নি বুদ্ধিং করোতি চ॥

অগ্রহায়ণ মাসে—মৃদু অগ্নির দ্বারা সাধিত কবোষ্ণ জলপান করিলে, শরীর পুষ্ট, বল বর্ণ উৎসাহ এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

নিত্য,ব্যায়াম মভ্যঙ্গং মার্গশীর্ষে চ যো ভজেৎ।
রোগ জরা পরিমুক্তো জীবেৎ বর্ষ শতং সুখী॥

যে ব্যক্তি অগ্রহায়ণ মাসে প্রত্যহ ব্যায়াম করে এবং তৈল মাখে,তাহাকে অকালবার্দ্ধক্য এবং রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। সে ব্যক্তি শতবর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

পঞ্চবটী।

[কবিরাজ শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত]

—:॰:—

শিরোনাম পড়িয়া তোমরা হয় ত মনে করিতেছ—আমি বুঝি রামায়ণের সেই "পঞ্চবটীর" কথাই তোমাদের "আয়ুর্ব্বেদে" লিখিব! কিন্তু তা' নয়। যে পঞ্চবটী বনে সানুজ সস্ত্রীক রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেখানে—সূর্পনখা লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ শরে নাসা-কর্ণ হারাইয়া, ব্যর্থ প্রেমে বিপ্রলব্ধা সাজিয়াছিল, যেখানে—দণ্ডীরূপে ভিক্ষা করিতে আসিয়া—লঙ্কাধিপ দশানন—আদর্শসতী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল; আমার এ "পঞ্চবটী" সে পঞ্চবটী নহে। আমার "পঞ্চবটী" ৫টী কবিরাজী ঔষধ। এই পাঁচটি বটীর কথা তোমরা সবাই জান। তবু বুড়ার মুখে -তাহাদের ব্যবহার প্রণালী শুনিয়া রাখ'। হয়ত কাজে লাগিবে।

আমার পঞ্চবটীর নাম--হিঙ্গুলেশ্বর, কস্তুরী ভৈরব, জয়াবটী, চন্দনাদি লৌহ এবং পঞ্চানন রস। এই পাঁচটী বড়ী দিয়া ৫২ বৎসর ধরিয়া আমি নানা জরের চিকিৎসা করিয়াছি। ইহাদের গুণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি।

তোমরা সহরের বড় কবিরাজ, মোটা টাকা ভিজিট পাও, তোমরা জয়মঙ্গল রস, পুটপাক প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাক। আমার "পঞ্চবটী" তোমাদের চক্ষে হয়ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তথাপি—এই নব্বই বছরের বুড়া তোমাদের অনুরোধ করিতেছে—এই পাঁচটী ঔষধ স্বল্পমূল্যের ও সামান্য হইলেও তোমরা অশ্রদ্ধা করিও না। ইহাদের গুণ পরীক্ষা করিও। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি—তোমাদের পরীক্ষা কখনই নিষ্ফল হইবে না।

আমার প্রথম বটীর নাম "হিঙ্গুলেশ্বর' অতি সাধারণ ঔষধ। মাত্র তিনখানা উপাদানে ইহা প্রস্তুত হয়। যথা—হিঙ্গুল, পিপুল ও কাঠবিষ। উপাদান তিনটীর দামও খুব কম।

প্রথমে হিঙ্গুল ও কাঠ বিষ শোধন করিয়া লইতে হয়। শোধন প্রক্রিয়া তোমাদের অজ্ঞাত নহে। তথাপি সাধারণের বুঝিবার জন্য—আমি বলিতে চাই।

কিছু হিঙ্গুল হইয়া খলে গুঁড়া করিয়া কাগজী, পাতি বা গোড়া লেবুর রসে মাড়িয়া

রৌদ্রে শুকাইবে। আবার লেবুর রসে মাড়িবে, আবার শুকাইবে। এইরূপ ৭বার মাড়া ও শুকানো হইলেই হিঙ্গুল শোধন হইল।

বেশ নরম—যেন নোয়াইলে নুইয়া যায়—অথচ পোকা ধরা না হয়, এমন কাঠ বিষ (মিঠা)—এক ছটাক বা আধপোয়া লইয়া টুকরা টুকরা কাটিয়া, গাভীর চোনায় ভিজাইবে। পরদিন চোনা ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন চোনা দিবে। এইরূপ তিন দিন চোনা বদলাইয়া দিতে হইবে। চতুর্থ দিনে—বিষের টুক্‌রাগুলি তুলিয়া—তাহার গাত্রের খোসাগুলি ছুরী দিয়া ছাড়াইয়া ফেলিবে এবং ভাল করিয়া জলে প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। ইহাই বিশের শোধন।

এইবার—শোধন করা বিষ, শোধন করা হিঙ্গুল এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রচালিত পিঁপুলের গুঁড়া—প্রত্যেকটী সমান ভাগে নিক্তিতে ওজন করিয়া নাও। ওজন করা হইলে, বিষগুলি একটী পাত্রে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখ'। ৪।৫ ঘণ্টা ভিজিলে—বিষ বেশ নরম হইবে। তখন তাহাকে কাদার মত করিয়া খলে মাড়। বিষ মাড়া হইলে, তাহার সঙ্গে হিঙ্গুল দিয়া আবার মাড়'। সর্ব্বশেষে পিঁপুলের গুঁড়া মিশাইয়া ভাল করিয়া কিছুক্ষণ মাড়িয়া বড়ী পাকাও। বড়ী এমন করিবে যেন শুকাইয়া ২ রতি ওজন হয়। বড়ী পাকান হইলে প্রথম দিন ছায়ায়—অথচ বায়ু প্রবাহিত স্থানে একদিন রাখিবে। দ্বিতীয় দিন রৌদ্রে দিয়া ২।৩ ঘণ্টা রাখিয়া শুকাইয়া গেলে শিশির ভিতরে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দাও।

শাস্ত্রে লেখা আছে—হিঙ্গুলেশ্বর বাতজরের মহৌষধ।—"দ্বিগুঞ্জং মধুনাদেয়ং বাতজ্বর নিবৃত্তয়ে।" অতএব দেখা যাক্—বাতজ্বর কি রকম?

যে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে—কেবল হাই ওঠে, রোগী আলস্য ত্যাগ করে অর্থাৎ 'আলিস্যি ভাঙে'; তাহার হাত পা ও নাকের অগ্রভাগ ঠাণ্ডা হয়, তার'পর খুব কম্প উপস্থিত হয়,—সাধারণতঃ সেই জ্বরই বাতজ্বর। এই জ্বর একদিন দুপুরের আগে, একদিন বা বৈকালে আসে। এইটী ইহার প্রধান লক্ষণ। তবে যে দিন দুপুরের আগে জ্বর আসে, সে দিন জ্বরের প্রকোপ ও কম্প বেশী হয়। বৈকালে আসিলে—কম্প হয় না—সামান্য গা শিড়শিড় করে। কম্প বা শীত কমিলে,—হাত পা, নাক গরম হয়। গায়ের উত্তাপও বাড়ে। এই সময় ঠোঁট দুটী, মুখের ভিতর ও গলায় ভিতর শুকাইতে থাকে। কখনও বা খুব তৃষ্ণা পায়, কিন্তু জল পান করিলে, সে জল তখনি বমি হইয়া যায়। মাথা এবং হাত পা কোমর প্রভৃতি কামড়ায়, মুখ বিস্বাদ, বুকে বেদনা, পেট বেদনা, পেট ফাঁপা,—কোষ্ঠ কাঠিন্য ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই গুলি বাতজ্বরের প্রধান লক্ষণ।

"হিঙ্গুলেশ্বর" এই বাতজ্বরের মহৌষধ। সকলেই জানেন—নূতন জ্বরের তিনটী অবস্থা আছে। যথা—শুদ্ধ সামাবস্থা, অশুদ্ধ সামাবস্থা এবং নিরামাবস্থা। প্রত্যেক জ্বর যখন তরুণ থাকে, তখন এই তিনটী অবস্থাই দেখা যায়। এই অবস্থা ত্রয়ের একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক।

জ্বরের যে অবস্থায়—আমাশয়ের অভ্যন্তর গাত্র আমরস যুক্ত শ্লেষ্মাদি দ্বারা আচ্ছন্ন

থাকে, পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়া মন্দীভূত বা রুদ্ধ হয়, বায়ু স্তম্ভিত ভাবে থাকে, শরীর কামড়ায়, মাথা ভার থাকে, মুখ চ'খ রসে টস্ টস্ করে, বা ছল ছল করে, গা বমিবমি করে, মুখ দিয়া জল ওঠে, বুকের ভিতর ভার বোধ হয়, ক্ষুধা থাকে না, নিদ্রা হয় না—অথচ তন্দ্রা বর্ত্তমান থাকে, সেই অবস্থার নাম শুদ্ধ সামাবস্থা। ইহাতে উপবাস দিতে হয়। এই অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন ঘটিলে অর্থাৎ আমরস পাক হইতে আরম্ভ হইলে,—তাহাকে অশুদ্ধ সামাবস্থা বলে। এই অবস্থায় লঘু পথ্য দেওয়া চলে। শরীরে জড়তা ঘুচিলে, তন্দ্রা, মাথাভার, চক্ষু ছলছলে, অরুচি, মুখদিয়া জল ওঠা, প্রভৃতি লক্ষণ দুরীভূত হইয়া শরীর বেশ হাল্কা হইলে,—তাহাকে জ্বরের "নিরামাবস্থা" বলে। এই অবস্থায় পুষ্টিবর্দ্ধক সুপথ্য দিতে হয়।

জ্বরের শুদ্ধ সামাবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবা মাত্র রোগীকে "হিঙ্গুলেশ্বর" সেবন করিতে দিবে। প্রত্যহ ৩টী করিয়া বড়ী মধু দিয়া মাড়িয়া খাইতে দিবে।

রোগীর পিপাসা নিবারণের জন্য গরম গরম জল পান করিতে দিবে। গরম জল পানে পিপাসা নষ্ট ত হইবেই, অধিকন্তু কোষ্ঠ বদ্ধ কঠিন মল নিঃসৃত হইয়া যাইবে। দীর্ঘ কাল মল বদ্ধ থাকিলে এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প উদ্ভূত হইয়া শরীরের বিষম অনিষ্ট হয়। অথচ নূতন জ্বরে বিরেচন দেওয়া আমাদের শাস্ত্র বিরুদ্ধ। কেননা বিরেচক ঔষধ সেবনে, আমাশয়,পক্বাশয়,যকৃৎ প্রভৃতি কোষ্ঠ স্থানগুলি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠায় স্নায়ু উত্তেজিত এবং কোষ্ঠ দেশের পেশী সমূহ সঞ্চালিত হইতে থাকে। পৈশিক সঞ্চালনের আধিক্যে কফ পিত্ত ও রসাদি—স্বস্থান হইতে আকৃষ্ট হইয়া অন্ত্র মধ্যে অবতরণ করে এবং অন্ত্রের পক্ক ও অপক্ক মল পিত্ত কফাদির সহিত মিশ্রিত এবং দ্রবীভূত হইয়া আন্ত্রিক আক্ষেপ বশতঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু নূতন জ্বরে আম পক্কাশয় এবং যকৃৎ প্রভৃতি কোষ্ঠ স্থান—অবষ্টব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। সুতরাং কাঁচা ঘুমে জাগিলে শরীর যেমন বিক্ষুব্ধ হয়; নূতন জ্বরে বিরেচন ঔষধের শক্তিতে তেমনি অবষ্টব্ধ কোষ্ঠ স্থান বিক্ষুব্ধ ও ব্যাথিত হয়। ফলে—উদরের গুরুতা, অগ্নিমান্দ্য, যকৃতে রক্তাধিক্য, যকৃতে বেদনা, যকৃতের বিবৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটে, জ্বরও বাড়ে। নূতন জ্বরে জোলাপ দেওয়ার আর একটী ভয়—অতিসার—জ্বরের একটী সাধারণ উপসর্গ। অনেক জ্বর এমন আছে—যাহাতে আপনা হইতেই অতিসার উপসর্গ দেখা দেয়, এইরূপ জ্বরে অতিসার দেখা দিবার পূর্ব্বে যদি বিরেচক ঔষধ দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় অনর্থ ঘটে; এমন কি অতিরেচন হইয়া রোগী মরিয়াও যায়। অতএব—নূতন জ্বরে জোলাপ না দিয়া গরম জল খাইতে দিবে।

হিঙ্গুলেশ্বর ২।৩ দিন সেবন করিলেই জ্বর নিরাম অবস্থায় উপনীত হয়। হিঙ্গুলেশ্বর কম্পজ্বর মাত্রেরই ঔষধ। ইহাতে জ্বর ছাড়ে, জ্বর বন্ধও হয়।

অজীর্ণ রোগের সঙ্গে সঙ্গে যে জ্বর দেখা দেয়, তাহাকে অজীর্ণ সংসৃষ্ট জ্বর বলে। এইরূপ জ্বরে হিঙ্গুলেশ্বর মহোপকারী মহৌষধ।

সতত জ্বরে যদি কম্প থাকে—তবে হিঙ্গু-

লেশ্বর প্রয়োগ করিবে। যে জ্বর দিবসে দুইবার বৃদ্ধি পায় তাহার নাম সতত জ্বর। অহোরাত্রের মধ্যে দুইবার বাড়ে ও কমে বলিয়া, সতত জ্বরের আর একটী নাম—"দ্বৈকালীন জ্বর"। ইহা দিনের কোন এক সময়ে প্রকাশ পাইয়া, প্রবল ভাব ধারণ করতঃ ক্ষণকাল ভোগ হয়, তা'রপর ধীরে ধীরে কমিয়া সামান্য মাত্রায় থাকে কিম্বা একেবারে ছাড়িয়া যায়। এই জ্বর কথনও দিনের মধ্যেই দুইবার দেখা দেয়, কথনও বা রাত্রি কালেই দুইবার আসে ও কমে। আমি এই রকম সতত জ্বরে—কম্প থাকিলেই হিঙ্গুলেশ্বর ব্যবস্থা করিয়াছি, চমৎকার ফলও হইয়াছে।

যদি রোগীর বিবমিষা (বমন প্রভৃতি) থাকে, অথবা বমি হয়, হৃদপিণ্ডের দুর্ব্বলতা থাকে, অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে, তবে হিঙ্গুলেশ্বর দেওয়া উচিত নহে। পূর্ণগর্ভা নারীকেও দেওয়া উচিত নহে।

একদিন অন্তর, দুইদিন অন্তর—পালাজ্বর হিঙ্গুলেশ্বর সেবনে বন্ধ হয়।

আর এক রকম জ্বর আছে—যে জ্বর উপর্য্যুপরি দুই দিন ভোগ হয়, তৃতীয় দিনে প্রকাশ পায় না, চতুর্থ দিনে আবার আবির্ভূত হয়—পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোকে তাহাকে "দু-সতীনে জ্বর" বলে। ইহার শাস্ত্রীয় নাম—"চাতুর্থক বিপর্য্যয়" জ্বর। এই জ্বরে হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগ করিয়া আশ্চর্য্য উপকার দেখিয়াছি।

যে মাথাধরা রাত্রে বৃদ্ধি পায়, মাথা টিপিলে বা কাপড় বাঁধিয়া দিলে—রোগী স্বস্তি অনুভব করে, এইরূপ শিরঃপীড়ায়—হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগ করিবে। রোগীকে তৈল মাখিতে দিবে না, রুক্ষ স্নান করিতে বলিবে।

যে শোথ প্রথমে পাদদ্বয়ে প্রকাশ পায়, পরে সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে, রাত্রে কমে, প্রস্রাব কমিয়া যায়, দেহের ত্বক খস্ খসে হয়, এইরূপ শোথে—পুনর্ন্নবার রস ও মধুর সহিত হিঙ্গুলেশ্বর ব্যবস্থা করিবে।

প্রবল অরুচিতে, দুষ্ট জল জনিত গাত্র বেদনায়, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য জনিত হস্ত পদের কম্পে বালকদের শয্যামূত্র রোগে,—উপযুক্ত অনুপান কল্পনা করিয়া হিঙ্গুলেশ্বর প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

স্ত্রী জাতীর চেয়ে পুরুষের শরীরে হিঙ্গুলেশ্বর ভাল কাজ করে। আবার স্থূল দেহ অপেক্ষা কৃশ ব্যক্তির দেহে ইহার ক্রিয়াধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

——

মধুমেহে জামের আঁটী।

[ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী, সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন]

ইংরাজীতে যে রোগকে—Diabetes Mellitus বলে, আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহার নাম "মধু মেহ"। কিন্তু অনেকেই ডায়বিটিসের অনুবাদ "বহুমূত্র" লিখিয়া থাকেন। ইহা ঠিক নহে। "বহুমূত্র" শব্দে শর্করা শূন্য মূত্রাতীসারও বুঝায়।

বাঙ্গালার যাঁহারা সুসন্তান, তাঁহারা প্রায় এই মধুমেহ রোগে মরিয়াছেন। অনেকে মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং "মধুমেহ" সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে বোধ হয় আমাকে অপরাধী হইতে হইবে না।

ডাক্তারী মতে—এ রোগে "কোডিয়া নামক অহিফেন সারই ঔষধ। অন্য ঔষধ বড় একটা দেখা যায় না। য়ুরোপের বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত—ঔষধ অপেক্ষা সুপথ্য দ্বারাই এ রোগে উপকার হইয়া থাকে। "আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্রে কিন্তু মধুমেহের অনেক ভাল ঔষধ আছে। রোগের ও রোগীর প্রকৃতি বুঝিয়া "সালসারাদি লেহ" "ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ" "শিলাজতু গুড়িকা" "ধান্বন্তর ঘৃত" "সোমঘৃত" "বৃহৎ দাড়িম্বাদি ঘৃত" "সোমনাথ রস" "মেহনাথ রস, বসন্তকুসুমাকর" "চন্দ্রপ্রভা", "মালতীকুসুমাকর", "ধাত্রীঘৃত" "কদল্যাদি ঘৃত" প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে—মধুমেহ রোগ আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু, এ রোগের সহজপ্রাপ্য সুলভ মহৌষধ—জামের আঁটীর শস্য।

য়ুরোপের বিজ্ঞানও আজকাল একথা স্বীকার করিয়াছে। বাস্তবিক] জামের আঁটীর চূর্ণ সেবন করিলে—অতি অল্পদিনের মধ্যেই মূত্রে শর্করার পরিমাণ কমিয়া যায়। কিছুকাল ইহা নিয়মিত ব্যবহার করিলে, প্রবল তৃষ্ণা, দাহ, দৌর্ব্বল্য, শিরোঘূর্ণন, অবসাদ প্রভৃত মারাত্মক উপসর্গ দূর হয়। একটু দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে প্রমেহ পীড়কার (Carbunce. বিনতা-পীড়কা) আর সম্ভাবনা থাকে না।

জামের আঁটীর এইরূপ অসাধারণ শক্তির প্রমাণ পাইয়া "বেঙ্গল কেমিকেল" "ইণ্ডিয়ান কেমিকেল" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔষধের কারখানা হইতে জামের আঁটীর তরলসার বাহির হইয়াছে। অনেকের মুখেই উক্ত তরল সারের প্রশংসা শুনিতে পাই।

জামের আঁটী প্রয়োগ করিয়া আমি যে কিরূপ ফল পাইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই একটু পরিচয় দিব। আমার পরীক্ষালব্ধ ফলে যদি কাহারও কিছু উপকার হয়, আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

আমি অনেক রোগীর উপরই জামের আঁটীর অপূর্ব্ব শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। রৌদ্রে শুষ্ক জামের আঁটী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইতে হয়। মাত্রা—দুই আনা হইতে।০ আনা। দুই বেলা আহারের পর জলের সহিত সেবন করিতে হয়। প্রত্যহ রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করিতে পারিলে বড় ভাল হয়।

যে রোগীর প্রস্রাবে অণ্ডলাল পাওয়া যায়, তাহাকে জামের আঁটী প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

জামের আঁটী সঙ্কোচক, এবং জলশোষক। সকল রকম স্রাব বন্ধ করে। জামের আঁটী ব্যবহারে কাহারও কাহারও কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়। আমি যতগুলি রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিয়াছি, প্রত্যেকেরই দৈহিক গুরুত্ব সপ্তাহান্তেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুর্ব্বল নাড়ী সবল হইয়াছে। শর্করার পরিমাণ অনেক হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মাত্রা না বাড়াইলে উপকার স্থায়ী হয় না।

রোগীর দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্ত্তে স্থির থাকিলে, জামের আঁটী প্রয়োগ বন্ধ করিতে হইবে। মূত্রে সামান্য মাত্র অণ্ডলাল দেখিতে পাইলে বা স্নায়বীয় বেদনা উপস্থিত হইলে, ইহা বন্ধ রাখা উচিত।

দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধির পক্ষে ইহার ক্ষমতা দেখিয়া, আমি ৩ জন ক্ষয়কাসগ্রস্ত রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিয়াছিলাম। অল্পকালের জন্য তাহাদের দৈহিক গুরুত্ব বাড়িলেও, ফল কিন্তু স্থায়ী হয় নাই।

জামের আঁটীর আর একটী গুণ—উহা রক্তরোধক। রক্তামাশয় রোগে উহা প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি, ২।৩ দিনেই রোগীর মলসহ নিঃসৃত রক্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকের অতি রক্তস্রাবেও ইহা প্রয়োগ করিয়া ফল পাইয়াছি। এই উভয় রোগেই আমি ঘোলের সহিত জামের আঁটীর চূর্ণ সেবন করিতে দিয়াছিলাম।

বিসমথ সেবনে যেমন মল কৃষ্ণবর্ণ হয়, জামের আঁটী সেবনেও আমাশয় রোগীর মল তেমনি কালো হইয়া যায়।

সুপক্ব জামের আঁটী জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। বেণের দোকানে ইহা সচরাচর কিনিতে পাওয়া যায় না। গেলেও—বীজগুলি পোকা ধরা ও অন্তঃসারশূন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য সেরূপ জামের বীজে কোনও উপকারের আশা থাকে না।

আয়ুর্ব্বেদ বন্দনা।

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস]

———•———

(নিয়তং) বন্দে বৈদক বৈদ্যাম্।
সপ্ত ভুবন জন হৃদ্যাম্॥
ব্রহ্ম-প্রজাপতি-দস্র-সুরেশ্বর—
ধন্বন্তরি চির বন্দ্যাম্।
রোগ-শোক-শত-দুঃখবিমোচিত
ভক্তজনৈরভিনন্দ্যাম্॥
হিমগিরিসানুমিলিত মুনিজনতাং
করুণামৃত তটিনীমিব মিলিতাং—
কোটিকোটি জন মরণ নিবারণ
পুণ্যকীর্ত্তি নিরবদ্যাম্॥

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ

বা

Pactice of Medicine.

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)।

[অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য]

——:o:——

ভাব মিশ্র বলেন,—সৈন্ধব, সজিনাবীজ, শ্বেত সর্ষপ ও কুড়—এই সকল দ্রব্য একত্র লইয়া ছাগমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া নস্য লইলে সন্নিপাতগ্রস্ত রোগীর তন্দ্রা অপনোদিত হয়। যথা—

সৈন্ধবং শ্বেত মরিচং সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেবচ।
বস্ত মূত্রেণ সংপিষ্টং নস্যং তন্দ্রা নিবারণং॥

সংজ্ঞা সঞ্চারের জন্য অঞ্জন প্রদান হিতকর।

শিরীষ বীজং গোমূত্র কৃষ্ণা মরিচ সৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ॥

অর্থাৎ—শিরীষের বীজ, গোমূত্র, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসোন, মনঃশিলা ও বচ এই দ্রব্যগুলি একত্র পিষিয়া লইয়া অঞ্জন দিবে।

মোহ নিবারণের জন্য—

অঞ্জনং সম্যগারব্ধং মধু সিন্ধু শিলোষণৈঃ।
প্রমোহদোহি ভবতি ভাবিতং দণ্ডপাণিনা॥

অর্থাৎ—মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ একত্র বাটিয়া অঞ্জন দিলে মোহ নষ্ট হয়।

সান্নিপাতিক রোগীর যদি ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতীকারের জন্য—

সূতং বিষঞ্চ মরিচং তুত্থকং নরসারকম্।
চূর্ণিতং স্বরসৈর্ম্মর্দ্দ্যং ধূর্ত্তপত্ররসোনয়োঃ॥
সন্নিপাত কৃতে মোহে মূর্দ্ধ্নি লিম্পেৎ পদোপরি।
অস্থিব্যথা অনেনৈব লেপং কুর্য্যাৎ পদোপরি॥

অর্থাৎ—পারদ, গন্ধক, বিষ মরিচ, তুঁতে ও নিশাদল—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া ধুতুরা পাতা ও রসোনের স্বরস দ্বারা মর্দ্দন করতঃ মস্তকে ও পদদ্বয়ের উপরি প্রলেপ দিবে। ইহাতে সন্নিপাত জন্য মূর্চ্ছার প্রতীকার হয় এবং অস্থিবেদনা ও কর্ণে শব্দ বোধ হইলে পদোপরি লেপনেই নিরাময় হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা নিবারণের জন্য—

সিদ্ধামলকং পিষ্ট্বা দ্রাক্ষয়া সহ মেলয়েৎ।
বিশ্ব ভেষজ সংযুক্তং মধুনা সহ লেহয়েৎ॥

অর্থাৎ সিদ্ধ আমলকী পেষণ করিয়া দ্রাক্ষা ও শুঁঠের সহিত মিশাইয়া লেহন করিবে, ইহাতে মূর্চ্ছা ভিন্ন শ্বাস, কাস, অরুচিও নষ্ট হয়।

সন্নিপাত জ্বরে উদরাধ্মান থাকিলে—

কোলং কুলত্থাঃ সুরদারু রাস্না মাষাতসী তৈল ফলানি কুষ্ঠম্।
বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমম্লমুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ।

অর্থাৎ—কুলের আঁটীর শাঁস, কুলত্থ কলাই, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, তিসী, তৈলবিশিষ্ট ফল, কুড়, বচ, শুল্‌ফা ও যবচূর্ণ—এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজিতে বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাত রোগ নষ্ট হয়। সন্নিপাতে বায়ুর প্রাবল্যে উদরাধ্মান নিবারণের জন্যও এই যোগের ব্যবস্থা করিবে।

সন্নিপাতে কর্ণমূলে শোথ হইলে—সজিনার ছাল ও শ্বেত সর্ষপের কল্ক কর্ণমূলে প্রলেপ দিবে। যথা—

শিগ্রু রাজিকয়োঃ কল্কঃ কর্ণমূলে প্রলেপয়েৎ।
কর্ণমূলভবঃ শোথ স্তেন লেপেন শাম্যতি।

কিম্বা—

অশিশির জল পরিমৃদিতং মরিচকণা জীর সিন্ধুজং মরিচম্।
নস্য বিধি সেবিতং নস্য কর্ণকরুজ কুলপদিতম্॥০

অর্থাৎ—মরিচ, পিপুল, জীরা ও সৈন্ধব সমভাগে মিশাইয়া উষ্ণ জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া নস্য প্রয়োগ করিলে কর্ণমূলগত শোথ নষ্ট হয়।

বিষম জ্বর চিকিৎসা।

যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাৎশীতোষ্ণাভ্যাং তথৈবচ।
বেগতশ্চাপি বিষমো জ্বরঃ সঃ বিষমঃ স্মৃতঃ॥

যে জ্বরের কাল অনিয়ত, শীত ও উষ্ণতার নিয়ম রহিত এবং বিষম বেগ অর্থাৎ কখন অতিশয় বেগ কখন বা অল্প বেগ হয়, তাহাকে বিষম জ্বর বলে।

সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক—বিষম জ্বর পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

তাহার মধ্যে সাত দিন কিম্বা দশদিন অথবা দ্বাদশদিন ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে যে জরভোগ করে, তাহার নাম সন্তত। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে যে "সৌভাগ্য চিন্তামণি" প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে, এইরূপ বিষমজ্বরে, সেই ঔষধটি তুলসীর পাতার রস ও মধু অনুপানে সমস্ত দিনে ২।৩ বার সেবন করাইলে ২।৩ দিনে জ্বরমগ্ন হইয়া থাকে। তাহার পর মধ্যাবস্থায় "বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ" নামক ঔষধটি ব্যবস্থা করিবে।

বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশের উপাদান—

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেবচ।
লৌহং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা।
স্বর্ণমভ্রং গৈরিকঞ্চ টঙ্কনং রৌপ্যমেবচ।
সর্ব্বাণ্যেতানি তুল্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ।
জম্বীর তুলসী চিত্র বিজয়া তিন্তিড়ী রসৈঃ।
এভির্দ্দিনত্রয়ং রৌদ্রে নির্জ্জনে খলগহ্বরে।
লেষায়াং বটীঃ কুর্য্যাচ্ছায়া শুষ্কাস্ত কারয়েৎ।

অর্থাৎ—পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, অভ্র, গেরিমাটি, সোহাগা ও রূপা। সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া জম্বীর রস, তুলসীর পাতার রস, চিতাপাতার রস, সিদ্ধি পাতার রস ও তেঁতুল পাতার রস দ্বারা তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ও ছায়ায় শুকাইয়া ছোলার ন্যায় বটি করিবে।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক।

গন্ধক—কফ ও বাতনাশক।

তাম্র—কফ ও পিত্তনাশক।

হিঙ্গুল—কফ ও পিত্তনাশক।

হরিতাল—

হরিতালং হরেদ্রোগান্ কুষ্ঠ মৃত্যু জ্বরাপহম্।

অর্থাৎ—ইহা সেবনে কুষ্ঠ, অকালমৃত্যু ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

লৌহ—কফ পিত্তনাশক।

বঙ্গ—পুষ্টিজনক।

স্বর্ণমাক্ষিক—ত্রিদোষনাশক।

খর্পর—

খর্পরঃ কটুকঃ ক্ষারঃ কষায়ঃ বামকঃ লঘু।
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ।
বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডূনাং নাশনং পরমং মতম্।

অর্থাৎ খর্পর—কটু, ক্ষারগুণ বিশিষ্ট, কষায়, বমনকারক, লঘু, লেখন, ভেদন, শীতল চক্ষুষ্য, কফপিত্তঘ্ন, বিষঘ্ন ও কুষ্ঠাদি নাশক।

মনঃশিলা—কফনাশক।

স্বর্ণ—

কষায় তিক্ত মধুরং সুবর্ণং গুরু লেখনম্।
হৃদ্যং রসায়নং বল্যং চক্ষুষ্যং কান্তিদং শুচি।
আয়ুর্মেধা বয়ঃ স্থৈর্য্য বাগবিশুদ্ধি স্মৃতি প্রদম্।
নিহন্তি ক্ষয়মুন্মাদং বিকারাং শ্চৌপদং শিকান্।

অর্থাৎ—স্বর্ণ—কষায়, তিক্ত, মধুর, গুরু, লেখন, হৃদ্য, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুষ্য, শান্তি প্রদায়ক, বিষঘ্ন ও পবিত্র।

অভ্র—ত্রিদোশনাশক।

গেরিমাটি—

গৈরিকং তিক্তকং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং হিমম্।
চক্ষুষ্যং দাহ পিত্তাস্র কফ হিক্কা বিষাপহম্।

অর্থাৎ—গেরিমাটি—স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, শীতবীর্য্য, চক্ষুষ্য, দাহশান্তিকর, পিত্তঘ্ন, রক্ত দোষ নিবারক, কফনাশক, হিক্কা প্রতিষেধক ও বিষঘ্ন।

সোহাগা—বায়ুপিত্তজনক।

রৌপ্য—

রৌপ্যং শীতং কষায়ঞ্চ স্বাদুপাক রসং সরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ।
প্রমেহাদিক রোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরান্ ধ্রুবম্।

অর্থাৎ রৌপ্য—শীতল, কষায়, মধুর, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখন, বায়ুনাশক,

পিত্তপ্রশমক ও প্রমেহাদি রোগ নাশক।

এখন দেখা যাইতেছে ইহার অধিকাংশ দ্রব্যই ত্রিদোষনাশক। কতকগুলি পুষ্টিজনক। ইহার ভাবনা-দ্রব্যগুলির মধ্যে জম্বীর কফ নিবারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। তুলসী কফ ও বায়ু নাশক। চিতা—বাতশ্লেষ্মা ও পিত্তশ্লেষ্মানাশক। সিদ্ধি—কফনাশক ও তিন্তিড়ী পত্র—বাত নাশক। এই ঔষধে হরিতাল থাকায় আশু জর বন্ধ হইয়া থাকে এবং অন্যান্য দ্রব্যগুলির মিশ্রণে জরের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

এই বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ ভিন্ন আমরা আর এক প্রকার বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ ব্যবহার করিয়া থাকি; সেটির উপাদান লিখিত বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ অপেক্ষা অনেক কম, অল্প ব্যয়সাধ্য এবং কার্য্যেও লিখিতটি অপেক্ষা কম ফলপ্রদ নহে। ইহার উপাদান—

রস ২ তোলা
গন্ধক ২ তোলা
শুঁঠ ১ তোলা
সোহাগার খই ১ তোলা
হরিতাল ১ তোলা
অমৃত ১ তোলা

তিন দিবস ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া চণক প্রমাণ বটী। অনুপান পিপুলের গুঁড়া ও মধু। সন্তত জরের মধ্যাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

এখন ম্যালেরিয়া বলিয়া যে জর আমাদের দেশে প্রবল মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, এই ম্যালেরিয়া জর আয়ুর্ব্বেদের বিষম জরের অন্তর্গত। ম্যালেরিয়ার শ্রেণী বিভাগে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সন্ততজ্বরের ডাক্তারি নাম Remittent fever. সততজ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে দুইকালেই উপস্থিত হয়, ডাক্তারিতে তাহার নাম Double quotidian * যে জর দিবা রাত্রির মধ্যে একবার হয়—তাহার নাম অন্যেদ্যুক, ইহার ইংরাজী নাম quotidian †। তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ ১ এক দিবস পরে যে জর হয় তাহার আয়ুর্ব্বেদীয় নাম তৃতীয়ক; ইংরাজী নাম Tertian এবং চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর যে জর হয়—তাহার নাম চাতুর্থক, ইহার ইংরাজী নাম quontan (‡) আর একপ্রকার বিষম-জর আছে তাহার নাম চাতুর্থক বিপর্য্যয়, ইহা মধ্যে দুই দিবস হয়, আদি ও অন্তে থাকে না §।

যাহাহউক সর্ব্বপ্রকার বিষমজরই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যে দোষের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে, সেই দোষের চিকিৎসা করাই উপযুক্ত ব্যবস্থা।

সকল প্রকার বিষম জরেই কষায় প্রয়োগ অতি উত্তম ব্যবস্থা। পলতা, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদি ও কটকী—ইহাদের কাথে সন্ততজ্বর, নিমছাল, পলতা, ত্রিফলা, কিসমিস, মুথা ও কুটজছাল—ইহাদের কাথে অন্যেদ্যুক জর; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ—ইহাদের কাথে তৃতীয়ক জর; গুলঞ্চ, আমলকী ও মুথা—ইহাদের কাথ পানে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। পীত বেড়েলার মূল এবং শুন্ঠী—ইহাদের কাথ—পানে শীত, কম্প ও দাহ সমন্বিত বিষম জর নষ্ট হয়।

---

* অহোরাত্রে সততকো দ্বৌকালাবনুবর্ত্ততে।
† অন্যেদ্যুস্কস্তহোরাত্রাদেক কালং প্রবর্ত্ততে।
‡ তৃতীয়ক স্তৃতীয়েহহ্নি চতুর্থেহহ্নি চাতুর্থকঃ।
§ সমধ্যে জরয়ত্যহ্নী স্বাদ্যন্তে চ বিমুঞ্চতি।

তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক জ্বর নিবারণের জন্য অনেক সময় দেখা গিয়াছে টোটকা চিকিৎসায় শীঘ্র ফল দর্শিয়াছে। সেগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে—

রবিবারে আপাঙ্গের মূল সাতগাছি লাল রঙ্গের সূতাদ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিলে তৃতীয়ক জ্বর বিনষ্ট হয়।

কাঁকড়ার গর্ত্তের মৃত্তিকা দ্বারা কপালে তিলক ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয়।

কর্ণের ময়লা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তিলতৈলসহ দগ্ধ করতঃ কজ্জল প্রস্তুত করিবে, ঐ কজ্জল দ্বারা চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জন দিলে ত্র্যাহিক জ্বর নষ্ট হয়।

শ্বেত আকন্দ কিম্বা শ্বেত করবীর মূল অশ্বিনী নক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া বাটিয়া তণ্ডুল জল সহ সেবনে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

বকপুষ্প বৃক্ষের পাতার রস নাসিকা দ্বারা টানিলে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

জীর্ণজ্বর*।

ডাক্তারেরা সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বরকেই ম্যালেরিয়া আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ বিষমজ্বরে দ্বাদশ দিবসের পরে যে জ্বর অল্প বেগের সহিত শরীরে অবস্থিত করে, তাহাকে জীর্ণজ্বর সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার জ্বরের মধ্যে বাতবলাসক জ্বর বিশেষ কষ্টসাধ্য। বাত বলাসক জ্বরে শোথ ও প্রত্যহ অল্প বেগের সহিত জ্বর হয়, শরীর রূক্ষ ও স্তব্ধের ন্যায় বোধ হয় এবং কফের আধিক্য থাকে।

* যো দ্বাদশেভ্যো দিবসেভ্য উর্দ্ধং দোষত্রয়েভ্যো দ্বিগুণেভ্য উর্দ্ধং।
মৃণাং তনৌ তিষ্ঠতি মন্দবেগো ভিষগ ভিরুক্তো জ্বর এষ জীর্ণঃ॥

কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ—ইহাদের কাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করা জীর্ণজ্বর রোগীর পক্ষে হিতকর। পিপুল চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পঞ্চমূলীর কাথ পান করিলে জীর্ণজ্বর ও কফের উপশম হয়।

তিনপ্রকার ভার্গাদি পাচনই জীর্ণজ্বরে উপকারী। সর্ব্বাপেক্ষা "বৃহদ্ভার্গাদিঃ"তে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। *

নিদিগ্ধিকাদিঃ ও দার্ব্বাদি পাচন ২টিও জীর্ণ জ্বরে বিশেষ ফপ্রলদ। +

* স্বল্প ভার্গাদি—
ভার্গব্দপর্পটক ধান্য যবাসবিশ্ব ভূনিম্ব কুষ্ঠ কণা সিংহ্য মৃতা কষায়ঃ।

অর্থাৎ—ক্ষেতপাপড়া, ধনে, দুরালভা, শুঁঠ, বামনহাটী, মুথা, চিরতা, কুড়, পিঁপুল, বৃহতী ও গুলঞ্চ।

মধ্যভার্গাদি—
ভার্গব্দ পর্পটক পুষ্কর শৃঙ্গবের পথ্যা কণাহ্ব দশমূল কৃতঃ কষায়ঃ।

অর্থাৎ বামনহাটী, মুথা; ক্ষেতপাপড়া, কুড়, শুঁঠ পিঁপুল, হরীতকী ও দশমূল।

বৃহৎ ভার্গাদি—
ভার্গী পথ্যা কটু্ঃ কুষ্ঠং পর্পটং মুস্তকং কণা।
অমৃতা দশমূলঞ্চ নাগরং কাথয়েদ্ ভিষক॥

অর্থাৎ—বামুনহাটি, হরীতকী কটকী, কুড়, ক্ষেৎ-পাপড়া, মুথা, পিঁপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁঠ।

+ নিসিদ্ধিকাদিঃ—
নিদিগ্ধিকা নাগরকামৃতানাং কাথং পিবেন্ মিশ্রিত পিপ্পলীকম্।

অর্থাৎ—কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ। পিঁপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে হয়।

দার্ব্বাদিঃ—
দার্ব্বী কলিঙ্গ মঞ্জিষ্ঠা ব্যাঘ্রী দারু গুড়ূচিকাঃ।
ভূধাত্রী পর্পটঃ শ্যামা তগরং করিপিপ্পলী।
ক্ষুদ্রা নিম্বং ঘনং ব্যাধি নাগরং পদ্মকং শঠী।
রামাট রুষঃ সরলং ত্রায়মানাস্থি সন্ধিকম্।
ভূনিম্বারিষ্করং পাঠা কুশ কটুক রোহিণী।
মাগধী ধান্যকং চেতি কাথং মধুযুতং পিবেৎ॥

অর্থাৎ—দারুহরিদ্রা ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, শ্যামালতা তগরপাদুকা, গজপিপুল, বৃহতী, নিমছাল, মুথা, কুড়, শুঁঠ পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাকস, সরলকাষ্ঠ, বলালতা, হাড়ভাঙ্গা, চিরতা, ভেলা, আকনাদি, কুশমূল, কটকী, পিঁপুল ও ধনে। প্রক্ষেপ মধু।

জীর্ণজ্বরে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকে এবং দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয় এই জন্য এই জ্বরে এমন ঔষধ সকল প্রয়োগ করা উচিত—যে সকল ঔষধ, জ্বরঘ্ন, পুষ্টিকারক অথচ প্লীহা যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারক।

জীর্ণজ্বরে প্রাতে জ্বরাশনি লৌহ—পানের রস বা সিউলী পাতার রস ও মধু অনুপানে, মধ্যাহ্নে অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত সৈন্ধবাদি চূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ* প্রভৃতি অগ্নিবৃদ্ধিকর কোনো একটি ঔষধ এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে নবায়স লৌহ—প্রয়োজন বুঝিয়া নবায়স লৌহের সহিত ১ রতি মকরধ্বজ মিশাইয়া কুলেখাড়ার রস ও মধু অনুপানে ব্যবস্থা করিতে পারাযায়।

জ্বরাশনি রসের উপাদান—

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষং তাম্রং সমং ভবেৎ।
সর্ব্বচূর্ণং সমং লৌহং তৎ সমং চূর্ণমভ্রকম্।
লৌহেচ লৌহদণ্ডে চ নির্গুণ্ড্যা স্বরসেন চ।
মর্দ্দয়েদ্ যত্নতঃ পশ্চান্মরিচং সূত তুল্যকম্॥

অর্থাৎ—পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব লবণ, বিষ ও তাম্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। সর্ব্বসমান লৌহ এবং লৌহের সমান অভ্র। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহখলে লৌহ দণ্ডে নিসিন্দা পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত পারদের সমান পরিমাণ মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া ১ রতি পরিমিত বটি করিবে।

এখন দেখা যাউক ইহাদের উপাদান গুলির গুণ কি?

পারদ—ত্রিদোষ নাশক।

গন্ধক—ক্রিমিঘ্ন, কফঘ্ন, জ্বরনাশক ও রসায়ন।

সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষ নাশক।

বিষ—কফ ও বাতঘ্ন।

তাম্র—কফ পিত্ত ও নাশক, পাণ্ডু, উদরী, অর্শ, জ্বর প্রভৃতি নিবারক।

লৌহ—কফ পিত্তনাশক। প্লীহা, শোথ প্রভৃতি নিবারক।

অভ্র ত্রিদোষ প্রশমক।

মরিচ—বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক।

নিসিন্দাপাতার রস—বাত শ্লেষ্ম নাশক।

"জ্বরাশনিতে" উপকার না পাইলে জ্বরান্তক রস" প্রযুজ্য। ইহার উপাদান।

তাম্ররো গন্ধকঃ সর্ব্বো দেবী বিহঙ্গ তীক্ষ্ণকম্।
শোণিতং গগনঞ্চৈব পুষ্পকঞ্চ মহেশ্বরম্॥
ভূনিম্বাদি গণৈর্ভাব্যং মধুনা গুড়িকা দৃঢ়া।

অর্থাৎ—তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ—সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভূনিম্বাদ্য-ষ্টাদশাঙ্গের (এই পাচনের কথা সান্নিপাতিক জ্বর চিকিৎসায় বলা হইয়াছে) কাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

ইহাদের উপাদানগুলির মধ্যে—

তাম্র—পাণ্ডু, উদরী, অর্শ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারক।

গন্ধক—জ্বর নাশক।

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা—কফ-পিত্ত-বীসর্প-ব্রণ নাশিনী।

স্বর্ণমাক্ষিক—ত্রিদোষ নাশক, জ্বর নিবারক।

হিঙ্গুল—কফ পিত্ত নাশক, জ্বরঘ্ন।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক।

---

* সৈন্ধবাদি চূর্ণ ও হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণের উপাদান অগ্নিমান্দ্য অধিকারে বলা যাইবে।

রসাঞ্জন —

রক্তপিত্ত বিসচ্ছর্দ্দি হিক্কাপস্মারনাশক।

অপিচ—রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্ম বিষনেত্র বিকার নুৎ।

স্বর্ণ—বলকারক ও ক্ষয় নিবারক।

ভূনিম্বাশুন্ঠ্যমৃতাঙ্গ কষায়—ত্রিদোশনাশক।

এই জরাঙ্কুশ রস—চাতুর্থক, তৃতীয়ক, সন্ততক, আমজর প্রভৃতি জরেই বিশেষ কার্য্যকরী।

"জ্বরারি অভ্রম্"—নামক আর একটী ঔষধ বিষম ও জীর্ণজ্বরে অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহার উপাদান গুলি—

* অভ্রং তাম্রং রসং গন্ধং বিষঞ্চেতি সমং সমম্।
দ্বিগুণং ধূর্ত্তবীজঞ্চ ব্যোষং পঞ্চগুণং মতম্॥

অর্থাৎ—অভ্র, তামা, পারদ, গন্ধক ও ও বিষ—ইহাদের প্রত্যেকটি ১ ভাগ, ধুতুরা বীজ ২ ভাগ এবং শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ—এই তিনটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত পাঁচভাগ।

সমস্ত দ্রব্য একত্র জল সহ বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটি করিবে।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক।

তাম্র—জরঘ্ন।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক।

গন্ধক—জ্বরঘ্ন।

বিষ—কফ বাতঘ্ন।

ধুতুরাবীজ—

ধুস্তুরো মদবর্ণাগ্নি বাতকৃজ্জ্বর কুষ্ঠনুৎ।

অর্থাৎ ইহা মাদক, বর্ণোৎপাদক, অগ্নিকারক, বায়ুজনক, জ্বর ও কুষ্ঠ বিনাশক।

শুঁঠ—কফ ও বায়ু নাশক।

পিঁপুল—বাত শ্লেষ্মানাশক।

মরিচ—বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক।

সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বরেই চন্দনাদি লৌহ নামক আর একটি ঔষধ ব্যবস্থেয়। ইহার উপাদান—

রক্তচন্দন হ্রীবের পাঠোশীর কণাশিবাঃ।
নাগরোৎপল ধাত্রীভি স্ত্রিমবেন সমন্বিতঃ।
লৌহো নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণার মূল, পিঁপুল, হরীতকী, শুঁঠ, সুঁদিমূল, আমলকী, মুথা, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ—ইহাদের প্রত্যেটি ১ ভাগ এবং লৌহ ১২ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য একত্র জল দ্বারা বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে।

রক্তচন্দন —

রক্তং শীতং গুরু স্বাদু ছর্দ্দিতৃষ্ণাস্র পিত্তহৃৎ।
তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বরব্রণ বিষাপহম্॥

রক্তচন্দন—শীতল, গুরু, স্বাদু, তিক্ত, চক্ষুর হিতকারক ও বলকর। ইহা ব্যবহারে বমন, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ ও বিষ দোষ নষ্ট হয়।

বালা—

বালকং শীতলং রূক্ষং লঘুদীপন পাচনম্।
হৃল্লাসারুচি বিসর্প হৃদ্রোগামাতিসারজিৎ॥

ইহা শীতল, রুক্ষ, লঘু, দীপন ও পাচক। হৃল্লাস, অরুচি, বীসর্প হৃদ্রোগ ও আমাতিসারে ইহা ব্যবস্থেয়।

আকনাদি—

হন্তিশূল জ্বরচ্ছর্দ্দি কুষ্ঠাতিসার হৃদ্রুজঃ।
দাহ কণ্ডূ বিষ শ্বাস ক্রিমি গুল্ম গরব্রণান্॥

শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতীসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডু, বিষজ রোগ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম ও বিষব্রণে ইহা ব্যবস্থেয়।

বেণার মূল—

—জ্বরনুদ্ বান্তি মদজিৎ কফপিত্তহৃৎ।
তৃষ্ণাস্র বিষবীসর্প কৃচ্ছ দাহ ব্রণাপহম্॥

জ্বর, মদ, তৃষ্ণা, বীসর্প, প্রবল দাহ ও ব্রণরোগে প্রয়োজ্য।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক।

শুঠ—কফ ও বায়ু নাশক।

শুঁদিমূল—

অতি স্বাদু। শীতং। সুরভি। সৌখ্যকারি।
পাকেহতি তিক্তং। রক্ত পিত্ত হরঞ্চ।

আমলকী—ত্রিদোষ নাশক।

মুথা—

মুস্তং কটু হিমং গ্রাহী তিক্তং দীপন পাচনম্।
কষায়ং কফ পিত্তাস্র জ্বরাতিসার জন্তুহৃৎ॥

ইহা কটু, শীতল, গ্রাহী, তিক্ত, দীপক, কষায় ও পাচক। কফবৃদ্ধি, রক্ত পিত্ত, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার ও ক্রিমি প্রভৃতিতে ইহা প্রযুজ্য।

চিতামূল—

—গ্রহণী কুষ্ঠ শোথার্শঃ ক্রিমিকাসনুৎ।
বাতশ্লেষ্ম হরোগ্রাহী বাতার্শ শ্লেষ্মপিত্তহৃৎ॥

গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ. অর্শ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্ম, বাতার্শ ও পিত্তশ্লেষ্মা নষ্ট করে।

বিড়ঙ্গ—

শূলাধ্মানোদর শ্লেষ্ম ক্রিমি বাত বিবন্ধনুৎ।

শূল, আধ্মান, উদর রোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বায়ু ও মলবদ্ধতা নিবারণ করে।

বিষম ও জীর্ণজ্বরে সর্ব্বজ্বরহরলৌহের ব্যবস্থা করিবে। ইহা ২ প্রকার; স্বল্প ও বৃহৎ। ২টির উপাদানই নিম্নে বলা যাইতেছে,—

সর্ব্বজ্বরহর লৌহম্।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা।
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমুশীরং দেবদারু চ॥
কিরাত তিক্তকং বালং কটুকী কণ্টকারিকা।
শোভাঞ্জনস্য বীজঞ্চ মধুকং বৎসকং সমম্॥
লৌহতুল্যং গৃহীত্বাতু বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক।

চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুলমূল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরতা, বালা, কটকী, কণ্টকারী, সজিনাবীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব—ইহাদের প্রত্যেকটি ।০ আনা ও লৌহ ৫ তোলা। জল দ্বারা বাটিয়া ২ রতি বটি।

চিতামূল—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক।

আমলকী—ত্রিদোষ নাশক।

বহেড়া—বাত পিত্ত নাশক।

শুঁঠ—কফ ও বায়ু নাশক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

মরিচ—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

বিড়ঙ্গ—ক্রিমি ও বায়ু নাশক।

মুথা—জ্বরঘ্ন।

গজ পিঁপুল—

গজকৃষ্ণা কটুর্বাত শ্লেষ্ম হৃদ্বহ্নি বর্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতীসারং শ্বাস কণ্ঠাময় ক্রিমীন॥

ইহা কটু, বাতশ্লেষ্ম নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও উষ্ণ। অতীসার, শ্বাস, কুষ্ঠ রোগ ও ক্রিমি প্রভৃতি নিবারণ করে।

পিঁপুল মূল—

রূক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্।
আনাহ প্লীহগুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাস ক্ষয়াপহম্॥

ইহা রূক্ষ, পিত্তকর, ভেদি কফ, বাত, উদর, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয় নিবারক।

বেণার মূল—জ্বরঘ্ন।

দেবদারু—

বিবন্ধাধ্মান শোথাম তন্দ্রা হিক্কা জ্বরাস্রজিৎ।
প্রমেহ পীনস শ্লেষ্ম কাস কণ্ডূ সমীরনুৎ।

বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আম তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডূ ও বায়ু নাশ করে।

চিরতা—

সন্নিপাতজ্বর শ্বাস কফ পিত্তাস্র দাহনুৎ।
কাস শোথ তৃষা কুষ্ঠ জ্বরব্রণ ক্রিমি প্রণুৎ॥

ইহা সান্নিপাত জ্বর, শ্বাস, কফ, রক্তপিত্ত, দাহ, কাস, শোথ, তৃষ্ণা, জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমি নাশক।

বালা—পাচক।

কটকী—

ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা
প্রমেহ শ্বাস কাসাস্র দাহ কুষ্ঠ ক্রিমি প্রণুৎ॥

ইহা ভেদক, দীপক, হৃদ্য, কফ, পিত্তজ্বর নাশক, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি বিনাশক।

কণ্টকারী—

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাস জ্বর কফানিলান্।
নিহন্তি পীনসং শ্বাস পার্শ্ব পীড়া হৃদাময়ান্।

কণ্টকারী—সর, তিক্ত, কটু, দীপন, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও পাচক। কাস, শ্বাস, জ্বর কফ, বায়ু, পীনস, শ্বাস, পার্শ্বপীড়া ও হৃদ-রোগে ব্যবস্থেয়।

সজিনা বীজ—

শোভাঞ্জন ফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
শূল কুষ্ঠ ক্ষয়শ্বাস গুল্ম হৃদ্দীপনং পরম্॥

ইহা স্বাদু, কষায়, কফ পিত্তঘ্ন, অগ্নিদীপ্তি কারক। শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস, গুল্ম রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

যষ্টিমধু—

যষ্টি হিমা গুরুঃস্বাদী চক্ষুষ্যা বল বর্ণকৃৎ।
সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যাপিত্তা নিস্রাস্রজিৎ।
ব্রণ শোথ বিষচ্ছর্দ্দি তৃষ্ণা গ্লানিক্ষয়াপহা।
শোষ দাহারুচিঘ্নীচ কাসনাশু বিনাশয়েৎ॥

যষ্টিমধু—শীতল, গুরু, মিষ্ট, চক্ষুর হিতকারী, বলকর, বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কেশের পক্ষে হিতকর ও স্বরের উৎকৃষ্টতা সম্পাদক। ইহা সেবনে ব্রণ, শোথ, বিষদোষ, বমি, তৃষ্ণা, গ্লানি, ক্ষয় রোগ, বাতপিত্ত, শোষ, দাহ, অরুচি ও কাস প্রশমিত হয়।

ইন্দ্রযব—

ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহী কটু শীতলম্।
তিক্তং দাহহরং হন্তি রক্তপিত্তং প্রবাহিকাম্॥
জ্বরাতিসার রক্তার্শঃ কৃমি বীসর্প কুষ্ঠনঃ।
দীপনং গুদ কীলস্র বাতাস্র শ্লেষ্মশূলজিৎ॥

ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক, সংগ্রাহী, কটু, তিক্ত, শীতল, অগ্নিকারক, দাহনাশক। ইহা সেবনে রক্তপিত্ত, প্রবাহিকা, জ্বর, অতিসার, রক্তার্শ, কৃমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শোবলী, বায়ু, রক্তদোষ, শ্লেষ্মা ও শূলরোগ নষ্ট হয়।

বৃঃ সর্ব্বজ্বর হর লৌহ।

দ্বিপলং জারিতং লৌহং রসং গন্ধং দ্বিতোলকম্।
তোলকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গ মুস্তকন্তথা।
শ্রেয়সী পিপ্পলী মূলং হরিদ্রে দ্বেচ চিত্রকম্।
আদ্র কস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক॥
গুঞ্জাদ্বয়ঃ বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদাদ্র কদ্রবৈঃ॥

লৌহ ১৬ তোলা, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপুল, পিঁপুলমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল——এই কয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১ তোলা। সমস্ত-দ্রব্য একত্র আদার রসে বাটিয়া ২ রতি বটি করিবে। অনুপান আদার রস।

(ক্রমশঃ)

ম্যালেরিয়া-রহস্য।

[ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস]

ম্যালেরিয়া! তোমার আত্মকাহিনী কার্ত্তিক মাসের "আয়ুর্ব্বেদে" পাঠ করিলাম। তুমি বলিয়াছ,—লেখকেরা তোমাকে কেহ 'রাক্ষসী' কেহ 'দানবী' আখ্যান দিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি কি তাহা নিজে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক? সরকারি রিপোর্টে যাহা যাহা আছে, সে সবই তুমি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছ; পরন্তু ডাক্তার ও কবিরাজগণের মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছ। আবার বলিয়াছ যে, কবিরাজ মহাশয়েরা বলেন—"আগেও নাকি তাঁহারা তোমাকে অন্য মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইতেন,—সে মূর্ত্তির নাম ছিল বিষমজ্বর।" সে কথা সত্য হইতে পারে বলিয়াছ, কিন্তু নিঃসন্দেহ কিনা তাহা প্রকাশ করিলে না। যাহা হউক তুমি যে বহু প্রাচীন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তোমার পুরাকাহিনী তুমি গোপন রাখিলেও পুরাণে তোমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। অসুরকুল নাশন ত্রিপুরহর হর তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বাপরে বসুদেব নন্দন রাম ও কৃষ্ণের সহিত তোমার সংঘর্ষ হইয়াছিল। হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব অশীত্যধিক শততম ও একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় দ্বয় পাঠে তোমার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব বাণদৈত্যের সহিত সংগ্রামাভিলাষে যখন সৈন্যে শোণিতপুরে উপস্থিত হইয়া দানব সেনাগণকে আক্রমণ করতঃ নিপীড়িত করিতে লাগিলেন, ও দানবেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নোদ্যত হইল, সেই সময় কালান্তক যমের ন্যায় ভীষণ-মূর্ত্তি 'তুমি' অসুর সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সমরাঙ্গনে আবির্ভূত হইয়াছিলে। তুমি হলধরকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলে। তোমার ভস্মাস্ত্র বলদেবের বক্ষঃদেশে পতিত হইবামাত্র সুমেরু পর্ব্বতের শিখরে সমুদ্ভূত হইল। সেই দীপ্তাস্ত্র প্রভাবে গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া গেল। এ দিকে বলদেবের অঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আস্যদেশে জৃম্ভার আবির্ভাব হইল, শরীর নিদ্রার অভিভূত হইয়া উঠিল, নেত্রদ্বয় আকুঞ্চিত ও বারম্বার ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, রোম সকল উদ্গত হইয়া উঠিল, তিনি ক্ষিপ্তচিত্তের ন্যায় শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণ! আমি অত্যন্ত দগ্ধ হইতেছি। এখন কিরূপে এ অগ্নির উপশম হয়।" রামের বচন শ্রবণে অমিততেজা কৃষ্ণ সহাস্যবদনে "ভীত হইবেন না"—এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি তাঁহার তাপ শান্তি হইল। পরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই জনে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনশ্বর শরীরধারী জগৎপতি

স্বীয় ভূজযুগলে কনক বিভূষিত আকাশচারী তোমাকে নিপীড়িত করিলেন।

'ঐ সময় শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ মৃত নিশ্চয় করিয়া তোমাকে যেমন ভুজবলে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, ঐ অবসরে তুমি অজ্ঞাতসারে তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে। তখন তাঁহার বারম্বার পাদ স্খলন, কখন জৃম্ভাবিকাশ, কখন শ্বাস পতন, কখন রোমোদ্গম, কখন বা নিদ্রাগম হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাযোগী ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বনের পর জানিতে পারিলেন যে, জ্বর তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন তিনি তোমার নাশের জন্য অন্য জ্বরের সৃষ্টি করিলেন, সেই বৈষ্ণব জ্বর কৃষ্ণশরীরে প্রবিষ্ট জ্বরকে অর্থাৎ তোমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল (সমঃ সমং সময়তি)। তখন তিনি তোমাকে গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে ভূতলে পাতন পূর্ব্বক শতধা করিতে উদ্যত হইলে, তুমি "পরিত্রাণ করুন" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলে। তৎকালে আকাশবাণী হইল যে, যদুনন্দন মহাবাহো! এ জ্বরকে বিনাশ না করিয়া রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য।" এইরূপ অশরীরিবাণী প্রতিধ্বনিত হইলে, সেই ত্রিলোকগুরু জগন্নাথ তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তুমি তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলে যে, 'আপনার অনুগ্রহে জগতে আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় জ্বরের যেন উৎপত্তি না হয়।" শ্রীকৃষ্ণ "তোমার অভিলাষপূর্ণ হউক" বলিয়া বর দিলেন। "তুমি পূর্ব্বে যেমন একমাত্র জ্বর ছিলে তাহাই থাক; আর মদীয় শরীরোদ্ভূত জ্বর আমার শরীরে বিলীন হউক।"

'কৃষ্ণ পুনরায় তোমাকে বলিলেন,—"জ্বর! তুমি যেরূপে স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ মধ্যে বিচরণ করিবে, আমি বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগে চতুষ্পদ পশুমধ্যে, দ্বিতীয় ভাগে স্থাবর মধ্যে এবং অপর অংশে-মনুষ্য মধ্যে বিচরণ কর। তন্মধ্যে তোমার তৃতীয় ভাগের চতুর্থাংশ পক্ষিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট রহিল। অপরাংশ দ্বারা মনুষ্য মধ্যে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক নামে বিচরণ করিবে। অবশিষ্ট জাতিমধ্যে যেরূপে অবস্থান করিবে, তাহাও বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বৃক্ষমধ্যে কীট, পত্রমধ্যে পাণ্ডু ও সংকোচ, ফল মধ্যে অন্তর্য্যা, পদ্মিনী মধ্যে হিম, মৃত্তিকামধ্যে উষর, জলমধ্যে নীলিকা, ময়ূরদিগের মধ্যে শিখোদ্ভেদ পর্ব্বতে গৈরিক এবং গোগণমধ্যে অপস্মার ও গোরক নামে বিচরণ করিবে। তুমি ভূতলে বিবিধরূপী হইবে। তোমার দৃষ্টি ও স্পর্শমাত্র প্রাণিগণের বিনাশ ঘটিবে। দেবতা ও মনুষ্য ভিন্ন অন্য কেহ তোমার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।"

পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক বিবরণ পাঠে তুমি যে প্রাচীন—তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দেশকাল ভেদে হয়ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছ। দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্য্যাতনার্থ যখন তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তখন সামান্য মনুষ্যগণকে যে নিপীড়িত করিবে—ইহার আর আশ্চর্য্য কি!

ভগবান্ বাসুদেব আরও বলিয়াছিলেন,—

যে ব্যক্তি শুচিভাবে এবং ভক্তি সহকারে তোমার ও তাঁহার এই সমর বৃত্তান্ত এবং উভয়ের পরাক্রমের বিষয় পাঠ করিবে সে ব্যক্তি বিগতজ্বর হইবে।

ইহাতে বোধ হয় শুচি ও সাত্বিকতার অভাবে তোমার আক্রমণের প্রাবল্য এতদূর বাড়িয়াছে।

হিন্দু হই কেমন করিয়া?

[অধ্যাপক—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ]

—:o:—

কতিপয় নব্য সাহিত্যিক মিলিয়া ...-পাড়ার বারোয়ারী তলায়—এক সভা আহ্বান করিলেন। অন্য গুণ না থাকিলেও —কেবল বয়সে বড় বলিয়া, আমি হইলাম তাহার সভাপতি। সভা জনসাধারণের, সভার উদ্দেশ্য পল্লীবাসীকে স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রবুদ্ধ করা। অনেক লম্ফ ঝম্প বাগবিতণ্ডার পর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় এক বৃহৎ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সকল কথা মনে নাই, মন দিয়া শুনি নাই, কেবল শেষ কথা গুলি স্মরণ আছে—বৈদ্যরাজ বড় গলা করিয়া সকলকে শুনাইলেন—"যদি বাঁচিতে চাও, যদি দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতে চাও, তবে তোমাকে আবার সেই হিন্দু হইতে হইবে। সেকালের সদাচার, নিত্যকর্ম্ম, ঋতুচর্য্যা পালন করিতে হইবে। হিন্দুয়ানী ছাড়িয়াই হিন্দু ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। এই অকাল-মৃত্যু, মহামারী, আধিব্যাধির হস্ত হইতে সমস্ত জাতিটাকে রক্ষা করিতে হইলে—মনে প্রাণে ক্রিয়া কর্ম্মে আবার সকলকে হিন্দু হইতে হইবে।"

কথাগুলায় নূতনত্ব কিছুই নাই। উপদেষ্টার আসনে বসিয়া আজকাল অনেকেই এরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা হিন্দু হই কেমন করিয়া? জানি—আমরা আত্মভোলা জাতি—নিজেদের সব ভুলিয়া পরের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছি; আহারে বিহারে আচারে-ব্যবহারে আর আমাদের সংযম নাই। আমাদের ছেলে মেয়ে—ইন্‌ফেন্‌টাইন্ লিভারে মরে; আমাদের প্রত্যেকের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া-ডায়াবিটিস্-থাইসিস্‌, হার্ট-ডিজিজ, কার্বঙ্কল, ম্যালেরিয়া, নার্ভাস্-ডেবিলিটি! আমরা বিলাসের আচ্ছাদনে জীবনের দৈন্য ঢাকিয়া ফেলিয়াছি! আমরা পেটে না খাইয়াও ডিগ্রীধারী হইয়া দর্পদস্ত আস্ফালনে সকলের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিতেছি! আমাদের "শতায়ু" পঞ্চাশে নামিয়াছে, কিছুদিনের মধ্যে—হয়ত আমাদের জীবিতকাল ত্রিশ বর্ষে দাঁড়াইবে।

এ সব তো আমরা জানি, এ সব তো আমরা বুঝি; তবুও ত ফিরিবার শক্তি নাই। চ'খের উপর দেখিতেছি—যে রোগীকে বড় বড় ডাক্তারে জবাব দিয়াছে, সে রোগী কবিরাজের 'বড়ী'তে পুনর্জীবিত হইতেছে; তবুও রোগ হইলে প্রথমে বৈদ্যের কাছে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না! এ রোগের ঔষধ কি বলিতে পার? আমার পিতামহ, পিতৃদেব, মাতুলবংশ সকলেই দীর্ঘজীবি ছিলেন, আমি কিন্তু যৌবনেই জরাগ্রস্ত, এখন বয়স ৫৮ বৎসর—স্বাস্থ্যের জন্য ভগ্নদেহে দাবদগ্ধ কুরঙ্গের মত কেবল ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছি! পিতৃদেবের মুখে, মাতুল মহাশয়ের মুখে—অনেক বারই শুনিয়াছি—

"হিঁদুর ছেলে, হিঁদুর চেলে,
সদাই যদি থাকে;
কিসের বা রোগ, কিসের বা শোক,
ধর্ম্ম বাঁচায় তা'কে।"

কিন্তু, হিন্দু হইয়া ত' বংশের ধারা বজায় রাখিতে পারিলাম না! হিন্দু হওয়া যে বড় শক্ত! প্রথমেই দেখ'—"ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ"—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, সকল শাস্ত্রই বলিতেছেন—"যদি সুস্থ ও দীর্ঘজীবি হইয়া থাকিতে চাও, তবে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিবে।" এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের কথাটার অর্থ অনেকেই বুঝিবেন না, একটু ব্যাখ্যা করা যাক্। সূর্য্যোদয়ের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের নাম রৌদ্রমুহূর্ত্ত; দুই দুই দণ্ডে এক একটী মুহূর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইংরাজী মতের গণনায় ২৪ মিনিটে এক দণ্ড, সুতরাং ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত অতি প্রত্যূষকাল। প্রাচীন লোকেরা (বর্ত্তমান কালেও কেহ কেহ) এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিতেন। উষার স্নিগ্ধ সমীর-স্পর্শে—তাঁহাদের জীবনে নূতন স্পন্দন হিল্লোলিত হইত, শরীর মন যুগপৎ আনন্দপূর্ণ হইত। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহারা দীর্ঘজীবনের 'সূচনা' করিয়া লইতেন। আর আমরা?

"তরুণ অরুণ-রাগে যখন উষার শুভ্র
কপোল দুটি রাঙ্গে।
তখন থাকি সুখের ঘোরে, অত ভোরে
ঘুম কি কারো ভাঙ্গে?"

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রত্যূষে উঠিতেন, উঠিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতারণ করিবার পূর্ব্বে—ব্রহ্মামুরারি ও ত্রিপুরান্তকারীর নিকট "সুপ্রভাত" কামনা করিতেন। শুধু ইহাই নহে পুণ্যশ্লোক, পঞ্চকন্যা, দেব দেবী, ঋষি গুরু,—সকলের নাম স্মরণ করিতেন, সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য—সকলের প্রতি সম্মান দেখাইতেন। আমরা করি কি?—

শিশির সিক্ত শ্যামল পত্রে
রবির দীপ্তি উঠে যবে ফুটি,
আঁখি মেলে অমনি তখন,
খুঁজি আমার গরম চা' ও রুটী।"

হায়রে! হিন্দুর প্রাতঃকৃত্য, একটু ভোরে উঠা, একটু দেবতার নাম কীর্ত্তন, একটু আত্মোন্নতির চেষ্টা; ইহাতে গুরুতর পরিশ্রম নাই, অর্থব্যয়েরও আশঙ্কা নাই; ক্ষতির পরি-

বর্ত্তে বরং লাভ আছে'—সে লাভ নীরোগ শরীর, মনের আনন্দ; ইহাও আমরা পারি না। তোমরা বলিবে,—ও সব করি কখন? ৮টায় আহার করিয়া যাহাকে ডেলি প্যাসেঞ্জার সাজিয়া আফিস্ যাইতে হইবে, তহার সময় কোথা? ভোরে ঘুম ভাঙিলে সে যে বিরক্ত হইয়া উঠিবে। অতএব শাস্ত্রের অনুশাসন পালন করা বাঙ্গালীর পক্ষে অসম্ভব।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাচীন হিন্দুর প্রাতঃকৃত্য সংক্ষেপে বলা হইল। এই বার শৌচের কথা বলা যাক্।

পাঠক! দোহাই তোমার, ভাবিও না— আমি রহস্য করিতেছি! হিন্দুর শৌচ যে কি ভয়ানক ব্যাপার—আমি তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইতেছি—

উত্থায় পশ্চিমে রাত্রে তত আচম্য চোদক্।
অন্তর্দ্ধায় তৃণৈর্ভূমিং শিরঃ প্রবৃত্য বাসসা॥
বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাস বর্জ্জিতঃ।
কুর্য্যান্মূত্র পুরীষে তু শুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥
নৈঋর্ত্যামিষু বিক্ষেপ মতস্যাভ্যধিকং ভুবঃ।
মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্তু শরত্রয়ং।
হস্তানান্ত শতে সার্দ্ধে লক্ষ্যং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
অথাবকৃষ্য বিণ্মূত্রং লোষ্ট্রকাষ্ঠ তৃণাদিনা।
উদস্ত বাসা উত্তিষ্টেৎ দৃঢ় বিধৃত মেহনঃ॥

অর্থাৎ রাত্রি শেষে উঠিয়া, আচমন করিবে (মুখে জল দিবে), তৎপরে পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া তৃণদ্বারা তথাকার ভূমি আচ্ছাদন করিয়া—তাহার উপর মল মূত্র ত্যাগ করিবে। এ সময় থুথু ফেলা কি কথা কওয়া নিষিদ্ধ। নিশ্বাস টানাও অনুচিত। খুব বৃহৎ নয়, খুব ক্ষুদ্র নয়—এরূপ আকারের ধনু লইয়া বেশ করিয়া লক্ষ্য স্থির রাখিয়া একে একে ৩টী শর নিক্ষেপ করিবে,—যেন শেষের নিক্ষিপ্ত শরটী অন্ততঃ ১৫০ শত হস্ত দূরে পতিত হয়। বাসভবনের নৈঋত কোণে— দেড়শত হাত দূরে মলমূত্র পরিত্যাগের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। মলত্যাগকালে মস্তক বস্ত্রাবৃত করা চাই। শেষ দুই ছত্রের অনুবাদ আমি করিব না, রুচিবায়ুগ্রস্ত পাঠকের তাহা ভাল লাগিবে না।

এখন তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ— এরূপ ভাবে মলত্যাগ করা একটা বিরাট বিড়ম্বনা কি না? হাতে তীর ধনু, বগলে তৃণগুচ্ছ, মাথায় পাগড়ী, বীর বেশে শৌচাভিযান!! এ কি আমাদের কাজ? লোকে যে পাগল বলিবে! আবার ঋষিদের উপদেশ—দিবসে শৌচাদি কার্য্য উত্তর মুখ করিয়া, রাত্রে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া! কেবল রোগে, প্রাণের অহিত আশঙ্কা থাকিলে,—এ সব নিয়ম না মানিলে চলে! শৌচকালে মাথায় তো পাগড়ী বাঁধিতে হইবে, অধিকন্তু উত্তরীয় থাকাও আবশ্যক। উত্তরীয় অভাবে—যজ্ঞোপবীত কর্ণে ধারণ করিতে হয়।

শৌচকার্য্য সমাধা হইলে—প্রথমেই তৃণদ্বারা মলদ্বার মার্জ্জনা, তৎপরে জলশৌচ। পুনর্ব্বার মৃত্তিকা শৌচ বারত্রয় করিয়া আবার জলশৌচ। এ কার্য্যটী বামহস্তেই সম্পন্ন করিতে হইবে। পায়ে পাদুকা পরিয়া পুরীষোৎসর্গ—নিষিদ্ধ; পথে, সরোবর তীরে, নদীকূলে, গোষ্ঠে, কর্ষিত ক্ষেত্রে,

জলে, চিতায়, পর্ব্বতে, ভগ্নদেবালয়ে চতুষ্পথে, কীট ও জন্তু প্রভৃতির বাসগহ্বরে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। জলশৌচান্তে বাম হস্তে ১০ বার এবং দক্ষিণ হস্তে ৩বার, শেষে উভয় হস্তে ৭বার মৃত্তিকা মাখিবে। ঐ মৃত্তিকা জল দিয়া উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিবে।

আমরা সহরের বিলাসী বাবু, এত ঝঞ্ঝাট কি আমাদের পোষায় ? আমাদের পায়খানা ঋষিযুগের সম্ভ্রম রক্ষা করিবে কেমন করিয়া ? নৈঋত কোণে, দেড়শত হস্ত দূরে বাণক্ষেপণ, ভূমির উপর তৃণাস্তরণ—আমরা জন্মের মত ভুলিয়া গিয়াছি। এ সকল বিধি-নিয়মের পুনঃ প্রচলন ভারতে আর হইবে না। এখন শয়ন কক্ষের পার্শ্বেই মলত্যাগের স্থান নির্ব্বাচিত হইতেছে। আমার বেশ মনে পড়ে, আমি তখন বি, এ পড়ি ; সেই সময় আমার বৃদ্ধ বর্ষীয় মাতুল একদিন আমার বাসায় আসিয়াছিলেন। পায়খানায় প্রবেশ করিলে জাতিচ্যুত ঘটিবে ভাবিয়া তিনি কলিকাতায় রাত্রি যাপনে সাহসী হ'ন নাই। তাঁহার এই কুসংস্কার ও ভীরুতা লইয়া, সেদিন আমাদের সান্ধ্য সম্মিলন হাস্য রসে মজকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু বিজ্ঞানের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে আমরা অবশ্যই বুঝিতে পারি, সে কালের বিধি-নিয়মগুলি একেবারেই অযৌক্তিক নহে। হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্তই স্বাস্থ্যের উপযোগী করিয়া পরিকল্পিত হইয়াছিল। নৈর্ঋত কোণ বায়ুচাঞ্চল্যহীন, অর্থাৎ সেখানে বায়ু বহিবার সম্ভাবনা নাই। নৈঋত কোণে মলত্যাগ করিলে—মলের দুর্গন্ধ বাসভবনে আসিতে পারে না। দেড়শত হাত দূর হইতে কোন দূষিত বাপ্প আসিবার ভয়ও থাকে না। তৃণাস্তরণের উপর মলত্যাগ করিলে, সে মল স্থানান্তরিত করিবার বিশেষ সুবিধা, অথচ সেস্থানের মৃত্তিকাও ক্লিন্ন হয় না।

শৌচের পর পাদ প্রক্ষালন। পশ্চিম মুখে বসিয়া পাদ প্রক্ষালন করিতে হইবে। প্রথমে বাম পদ, শেষে দক্ষিণ পদ—প্রক্ষালন করা উচিত। পায়ের জানু পর্য্যন্ত প্রক্ষালন করিয়া দুই হস্তের কফোনি (কনুই) পর্য্যন্ত প্রক্ষালন করিতে হইবে।

ইহার পর শিখা বন্ধন। সভ্যগণ যাহাকে টীকি বলিয়া ঘৃণা করেন, শিখা—সেই টীকি। বন্ধনের সময় দ্বিজাতিগণ গায়ত্রী পাঠ করিবেন। শিখা বন্ধন না করিলে বৈধকর্ম্মে অধিকার জন্মিবে না, অতএব শূদ্রেরও শিখা রাখা চাই। বন্ধনকালীন তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এইবার দন্তধাবনের পালা। আকন্দ, বট, যজ্ঞডুমুর, করঞ্জ; পাকুড়, কুল, খদির, বিল্ব, বকুল, আম্র, মৌল, এরণ্ড, আপাং, কদম্ব, চম্পক, শিরীষ, দাড়িম, অর্জ্জুন, কুরচী, জাতী, তগর, মন্দার ও নিম্ব ইহাদের মধ্যে যে কোনও বৃক্ষের শাখা লইয়া দাতন করিতে হইবে। দন্তকাষ্ঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, গ্রন্থি বিহীন এবং অক্ষত হওয়া চাই। ব্রাহ্মণের দন্তকাষ্ঠ দ্বাদশাঙ্গুল, ক্ষত্রিয়ের নবাঙ্গুল, বৈশ্যের অষ্টাঙ্গুল, শূদ্রের ষড়ঙ্গুল এবং স্ত্রীজাতির পক্ষে চতুরাঙ্গুল দীর্ঘ হইবে।

গলরোগী, তালুরোগী, ওষ্ঠরোগী, জিহ্বা

রোগী, দন্তরাগী, দুর্ব্বল ব্যক্তি, অজীর্ণ রোগ-গ্রস্ত—ইহারা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না।

যাহার হাঁপানী রোগ আছে, যাহার মূর্চ্ছা রোগ আছে, যাহার শিরোরোগ আছে—তাহারা দাঁতন করিবে না। ইহা ভিন্ন, মুখের পক্ষাঘাত থাকিলে, চক্ষুরোগ থাকিলে, কর্ণরোগ থাকিলে, হৃদ্রোগ থাকিলে এবং নূতন জ্বর হইলে—দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য। প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এবং সংক্রান্তির দিন—দাঁতন করা নিষিদ্ধ। যাহাদের পক্ষে দন্তকাষ্ঠ নিষিদ্ধ,—তাহারা দন্ত-শোধক চূর্ণ দিয়া দাঁত মাজিবে। দাঁত মাজিবার সময় কেবল অনামিকা অঙ্গুলী ব্যবহার করিবে।

মুখ প্রক্ষালনের পর—ব্যায়াম। ব্যায়ামান্তে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈল মর্দ্দন। প্রথমে তৈলের নস্য গ্রহণ, তাহার পর কর্ণরন্ধ্রে ও নাভিতে তৈল পূরণ,—শেষে সর্ব্বাঙ্গে এবং মস্তকে তৈল মর্দ্দন। তৈল মর্দ্দনের পর স্নান। প্রাচীন হিন্দুরা দুইবার স্নান করিতেন। প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা স্নান। অবগাহন স্নানই প্রশস্ত। নদ,নদী, স্রোতোজল বা তড়াগাদিতে নামিয়া—কিঞ্চিৎ তল-মৃত্তিকা উঠাইয়া হাতে করিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিবে। পরে নাভি প্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া, উত্তরীয় বস্ত্রের সাহায্যে গাত্র মার্জ্জনা করিবে। শেষে দুই হস্ত দ্বারা কর্ণ ছিদ্র রোধ করিয়া, মুখ বুঁজিয়া, নিশ্বাস রোধ পূর্ব্বক ৩ বার ডুব দিবে। ডুব দেওয়া হইয়া গেলে, তিলচূর্ণ, যবচূর্ণ, আমলকী চূর্ণ, অথবা কুলৎ চূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিবে অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গের তৈল উঠাইয়া ফেলিবে। উদ্বর্ত্তনের পর—আর একবার ভাল করিয়া 'গা' ধুইয়া, জল হইতে তীরে উঠিবে।

শুষ্ক বস্ত্রে অঙ্গাদি মুছিয়া, আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, ক্ষৌর পট্টাদি পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবে। কুঙ্কুম, চন্দন, কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি সুরভি পদার্থ দ্বারা—অঙ্গ লেপন করিবে। তা'রপর—যথাশক্তি ইষ্ট ও কুলদেবতার পূজা। মালা, স্বর্ণ, রত্নাদি ধারণ। দধি, গোরোচনা বিল্ব, সর্ষপাদি মাঙ্গলিক স্পর্শ। পিতৃলোক, বিশ্বদেব, অতিথি ও অভ্যাগতাদির তৃপ্তি সাধন। কীট, পতঙ্গ, পশু, পোষ্য—সকলকে আহার্য্য দান। সর্ব্ব শেষে—স্বয়ং ভোজন করিবে। ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে—ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, সূর্য্য ও পুষ্প—এই গুলি দর্শন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভোজন কাল—এক প্রহর বেলার উর্দ্ধে দুই প্রহর বেলার মধ্যে হওয়া চাই। রাত্রে ও এই নিয়ম। নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আহার করিতে হয়। পিতা, মাতা, প্রাণের বন্ধু, এবং শুভানুধ্যায়ী চিকিৎসক ছাড়া—আর কেহ যেন কাছে না থাকে। ভোজন স্থানে—দরিদ্র, ক্ষুধার্ত্তব্যক্তি, ভিক্ষুক, কুক্কুট এবং কুক্কুর উপস্থিত থাকিলে, আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক হয় না। আহার্য্য দ্রব্য—ষড়্‌রসময়, সুসিদ্ধ,সত্ত্বগুণ প্রসাদক, সুস্বাদু, সুরভিযুক্ত এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়া আবশ্যক।

আহার শেষে আচমন। আচমনের জল অপর কেহ হাতে ঢালিয়া দিলে চলিবে না। কাংস্য, লৌহ, রঙ্গ, সীসক বা পিত্তল পাত্রে জল লইয়া আচমন করা হইবে না। প্রথমে সঙ্কুচিত, উত্তান ভাবে রক্ষিত; দক্ষিণ হস্তে

জল লইয়া—আচমন করিবে। দ্বাদশবার আচমন করিতে হয়। দন্ত সংলগ্ন খাদ্যপদার্থ খড়িকার দ্বারা নিষ্কৃত করিতে হয়। মুখে জল গণ্ডূষ ধারণপূর্ব্বক জলসিক্ত হস্তে চক্ষুস্পর্শ করিতে হয়। ইহারই নাম আচমন।

আচমনের পর—ধীরে ধীরে শত পদ গমন; অগস্ত্য, অঙ্গারক, অগ্নি ও সূর্য্য দেবকে স্মরণ, মুখের নির্ম্মলতা সম্পাদনের জন্য তাম্বুলাদি চর্ব্বণ; পরিশেষে—উত্তানভাবে, দক্ষিণপার্শ্বে এবং বাম পার্শ্বে—পর্য্যায়ক্রমে শয়ন।

এইরূপ ভাবে শরীরকে পরিচালনা করিতে পারিলে—মানুষ নীরোগ দেহ এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। এরূপ দীর্ঘ জীবন লাভ—নব্য শিক্ষিতের পক্ষে পরম বিভীষিকা! সাহস করিয়া বলিতে পারি—আমরা সহরের দাসত্বধর্ম্মীবাবু—আমরা শাস্ত্রোপদেশ মানিয়া বেশীদিন বাঁচিতে পারিব না। তবে যাঁহারা লক্ষীর বরপুত্র, যাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা নাই, যাঁহাদের কুবেরের ধন আছে, জমীদারী আছে—তাঁহারা কেন শাস্ত্রানুশাসন মানুন না! তাঁহারা ত বেশী দিন বাঁচিলে—দেশের উপকার, দশেরও উপকার। তাঁহাদের চাকুরীর খাতিরে ১০টা—৫টা কয়েদীর মত থাকিতে হয় না! তাঁহারা ত অনায়াসেই দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা পালন করিয়া নীরোগী ও দীর্ঘজীবী হইতে পারেন! কিন্তু তাঁহারা এ ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবেন না। হিন্দু হইতে হইলে, সহরে থাকা চলিবে না, পল্লী গ্রামে বাস করিতে হইবে। এ কাজ কি বাবুর ধাতে সহিবে? অতএব এ কথা ধ্রুব সত্য ও নিশ্চিত—বাঙ্গালী বাবু বেশীদিন বাঁচিতে পারে না। বিশ বৎসর পরে—বাঙ্গালীর পরমায়ু ত্রিশ বৎসরও অতিক্রম করিবে না। বাঙ্গালীর শিশু পেট থেকে পড়িয়াই পেটেন্ট খাদ্য ও উগ্রবীর্য্য মিশ্র খাইতে থাকিবে। স্বয়ং বিধাতাপুরুষও ইহার অন্যথা করিতে পারিবেন না!

আমরা ত অধঃপাতে গিয়াছি। একটু চেষ্টা করিলে, একটু বিলাসের মোহ এড়াইতে পারিলে, একটু হিন্দুর চালে চলিলে,—তোমরা হয় ত কিছুদিন বাঁচিতে। তা' তোমরা পারিলে না। তোমাদের আচার ব্যবহার দেখিলে বিভীষণের মত বলিতে ইচ্ছা হয়—

"আপনি মজিলে ভাই! মজালে লঙ্কায়।"

আগে বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি যে দেশে চরক সুশ্রুত আছে—সে দেশে এত অকাল মৃত্যু কেন? যে দেশে আয়ুর্ব্বেদের মৃত্যুঞ্জয় মহৌষধ আছে—সে দেশে এত রোগের আমদানী কেন? বলিতে পার, কবে আবার এ দেশে বুদ্ধদেবের মত ত্রিকালের কারুণিক আবির্ভূত হইবেন?

—

স্ত্রীরোগ*।

মেয়েদের Hysteria.

[লেডি ডাক্তার কুমারী ই মহান্তী, এল্, এম্, এস্]

আজ কাল মেয়েদের ভিতর Hysteria রোগটার বেজায় বাড়াবাড়ি। অনেক বাড়ী-তেই চিকিৎসা করিতে গিয়া শুনি—রোগিণীর Hysteria ছিল বা আছে ! চিকিৎসা কার্য্যে ১৬ বৎসর লিপ্ত থাকিয়া আমি প্রায় শতাধিক হিষ্টিরিয়া রোগিণীর চিকিৎসা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমার সেই অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

দুঃখের বিষয় হিষ্টিরিয়ার বাঙ্গালা নাম আমি জানি না। দুই চারি খানি কবিরাজী পুস্তকের অনুবাদ পড়িয়াছি, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেই দেখিয়াছি—হিষ্টিরিয়ার বাঙ্গালা নাম কেহ লিখিয়াছেন—"অপস্তম্ভক, কেহ লিখিয়াছেন—মূর্চ্ছা, কেহ বা লিখিয়াছেন, "যোষাপস্মার"। অত গোলযোগে না গিয়া আমি হিষ্টিরিয়া নামই ব্যবহার করিলাম।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে—মানসিক দৌর্ব্বল্য এবং উৎকট কামেচ্ছা হইতে এ রোগের উৎপত্তি। আমি কিন্তু দেখিয়াছি অনেক কারণেই এ রোগ জন্মিতে পারে। ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইব। চিকিৎসা বা প্রতিকারের কথাও বলিব।

কারণ—

হস্ত-রতি, অশ্বারোহণ, অধিক ভ্রমণ, ভার বহন, উপবাস, রাত্রি জাগরণ, বীভৎস দৃশ্য নাটকাদির অভিনয় দর্শন, প্রেমমুলক উপন্যাস পাঠ উগ্রদ্রব্য ভক্ষণ, মাদক ব্যবহার, রৌদ্রের তাপ লাগানো, অগ্নির উত্তাপে বসিয়া রন্ধন, হঠাৎ শোক, ভয় ও আঘাত পাওয়া, ক্রোধ, চিন্তা, দুঃখ, প্রদর-রোগ, উপদংশ রোগ, ঔপসর্গিক মেহ রোগ (Gonorrhœa), বাধক, ঋতুকালে কটিদেশ হইতে উরু পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা লাগানো, গর্ভপাত, বিষপান, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, জরায়ু-রোগ, ঋতুবন্ধ, অধিক শোণিত স্রাব, রক্তগুল্ম, ঋতুকালে সহবাস, যোনিকণ্ডু, যোনিমুখের আক্ষেপ, স্বামী কর্ত্তৃক তিরস্কার বা অপমান, অতি মৈথুন, প্রিয়জনের অপ্রাপ্তি, অণ্ডাধারের রোগ, স্মরোন্মাদ, পৈতৃক বীজ দোষ, হিংসা, বলাৎকার, বৈধব্য, গুরুপরিশ্রম, আলস্য, সাধারণ দৌর্ব্বল্য, পরিজনের নিষ্ঠুরতা, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, ক্রিমিদোষ, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে অক্ষমতা;—ইত্যাদি কারণে হিষ্টিরিয়া রোগ জন্মিয়া থাকে। প্রায় যুবতী-গণই এই রোগে আক্রান্ত হয়, দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে এবং পঞ্চাশ বৎসরের পরে—এ রোগ হইতে দেখা যায় না।

---

* মেয়ে ডাক্তার ই মহান্তী এল্. এম্, এস্, স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে "আয়ুর্ব্বেদে" ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিবেন। বহু দিন হাসপাতালে কার্য্য করিয়া এবং স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, স্ত্রীরোগ সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিবেন। পাঠকগণের পক্ষে ইহা একটী সুসংবাদ।

আঃ সং

প্রথম কারণটী হয়ত' অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। কেননা—পুরুষ চিকিৎসকের উহা জানিবার উপায় নাই। কামেচ্ছা প্রবল হইলে, কোন কোন তরুণী করাঙ্গুলীর সাহায্যে জননেন্দ্রিয়কে পুনঃ পুনঃ ধর্ষিত করে। কিন্তু এ সকল লজ্জাকর কথা—সবিস্তারে আলোচনা করিতে চাহি না।

পূর্ব্বরূপ—

রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, বুক ধড় ফড় করে, ঘন ঘন হাই ওঠে, গুরুতর আলস্যে দেহ অবসন্ন এবং মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাব ধারণ করে। শেষে চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লোপ পায়।

লক্ষণ—

সকলের এক রকম লক্ষণ হয় না। চিত্ত বিকৃতি ও বুদ্ধি বিভ্রম সাধারণ লক্ষণ হইলেও, কেহ হাসে, কেহ, কাঁদে, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে, অসম্বদ্ধ কথা বলে, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়। কখন নিশ্বাস পড়িতেছে কিনা, অনুভব করা যায় না। কখনওবা খুব জোরে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। দাঁতি পড়িয়া যায়, দাঁত কড়মড় করে, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়, চক্ষুর দৃষ্টি বিকৃত হইয়া যায়। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, গোঁ গোঁ শব্দ করে, হুঙ্কার, আস্ফালন, মাথা চাল্ণা, সর্ব্ব শরীরে কম্প, ইত্যাদি নানা উপদ্রব উপস্থিত হয়। কেহ অসাড়ে পড়িয়া থাকে, কাহার দেহ ধনুষ্টঙ্কারের মত বাঁকিয়া যায়। কাহারও গা' গরম, কাহারও বা ঠাণ্ডা বোধ হয়। কেহ উপুড় হইয়া শোয়, কেহ বা চিৎ হইয়া থাকে। হাত পা' ছোড়ে। মূর্চ্ছা কাহারও অল্পক্ষণ স্থায়ী, কাহারও অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। চৈতন্য ফিরিবার পূর্ব্বে রোগিণী সুস্থির হয়, মনে হয় যেন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈতন্য হইলে লজ্জা প্রকাশ করে।

মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে—কাহারও কাহারও ঝোঁক থাকে। ঘাম হয়, জল খাইতে চায়। বাতাস ভালবাসে। চক্ষের সম্মুখে—নানা বর্ণের নানা আকারের অলীক মূর্ত্তি দেখিতে পায়। মূর্চ্ছাকালের ঘটনা—স্মরণ করিতে পারে না। মাথার তালু জ্বালা করে।

আশ্চর্য্য এই—হিষ্টিরিয়া রোগ বড় লোকের বৌ ঝীরই বেশী হয়, গৃহস্থ কন্যার কম হয়,—ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রায়ই হয় না। বোধ হয় বিলাসিতাই ইহার অন্যতম কারণ।

কৃত্রিম হিষ্টিরিয়া।

আর এক রকম হিষ্টিরিয়া আছে তাহা কৃত্রিম। আদুরে মেয়েরা সখ করিয়া বা ইচ্ছা করিয়া এ রোগ করিয়া থাকে। বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ী আসিবার নাম হইলেই, রোগের সূচনা হয়। কোন কারণে আত্মীয়ের উপর অভিমান হইলেও—রোগের সূচনা হইতে পারে। ইহা এক প্রকার ছলনা মাত্র।

ইহার লক্ষণ অনেক সময় আসল হিষ্টিরিয়ার মত। সেয়ানা মেয়েরা আসলের হুবহু নকল করে। মুখে জোরে জলের ছিটা দিলে সে রোগিণী হাঁপায়, নাকে উগ্র ঔষধের নস্য দিলে মুখ বিকৃত করে এবং মুখ সরাইয়া লয়। হাত পা' ছুড়িবার সময় ধীরে ধীরে

ছোড়ে—যেন আঘাত না লাগে। স্বামী বা আত্মীয়গণ কাছে বসিলে—তাঁহাদের কাছে মূর্চ্ছার গুরুত্ব দেখায়, কণ্ঠে একরকম অব্যক্ত শব্দ করে, কেহ বুকে বা পেটে হাত দিলে শিহরিয়া ওঠে—এইগুলি কৃত্রিম হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ। আমি এরূপ রোগিণী অনেক দেখিয়াছি, তাহারা কেন এরূপ রোগের ভাণ করে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। অন্য উত্তর দেয়না, কেবল মুচ্‌কে হাসে মাত্র। ইহারা প্রায়ই ঔষধ খাইতে চাহে না, গোপনে ফেলিয়া দেয়। সর্ব্বদাই রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করে। স্বামীর সঙ্গে ভালবাসা থাকিলে, স্বামীকে সর্ব্বদা কাছে রাখিবার জন্য অনেক যুবতী মূর্চ্ছার ভাণ করিয়া থাকে। এরূপ মূর্চ্ছা ঘন ঘন হইতে থাকে। নহিলে রোগিণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। মূর্চ্ছাকালে—পরিজনেরা এবং চিকিৎসকেরা তাহার রোগ সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করিতেছে রোগিণী কাণ পাতিয়া, চ'খ বুজিয়া তাহা শোনে। আলোচনা অনুকূল হইলে চুপ করিয়া থাকে, প্রতিকুল হইলে—লোকের মনে রোগের অকৃত্রিমত্ব বিশ্বাস করাইবার জন্য মাঝে মাঝে ভীষণ ভাবে ঝাঁকি মারিয়া ওঠে। সমীপস্থ শুশ্রূষাকারিণীকে—লাথি মারে, মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়া কীলও মারে। মূর্চ্ছা যেন ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গিতে চাহে না। যখন ভাঙ্গে রোগিণী অনেকক্ষণ ধরিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া থাকে, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

প্রতিকার।

হিষ্টিরিয়ার ফলপ্রদ চিকিৎসা বড়ই কঠিন। ডাক্তারী মতের ঔষধগুলি অনেক স্থলে প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি—ফল সন্তোষজনক হয় নাই। আক্রমণ কালে—অঙ্গমার্জ্জন, বুকে, মুখে, চ'খে, মাথায় ইউডিকলোন মিশ্রিত শীতল জল সিঞ্চন, এমোনিয়া প্রভৃতি উগ্রগন্ধি ভেষজের নস্য প্রদান—পাখীর পালকের ধূম, পাখার বাতাস—প্রভৃতির দ্বারা সাময়িক উপকার হয় মাত্র।

রোগের কারণ ঠিক করিয়া তাহার প্রতিকার করাই—ইহার চিকিৎসা। জরায়ুর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে,—তাহার প্রতিকার আগে করিতে হইবে। সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ, অভিলষিত বস্তু প্রদান, উত্তম আহার, পরিমিত পরিশ্রম, নিয়মিত কোষ্ঠশুদ্ধি, শীতল জলে স্নান, মানসিক অবস্থার উন্নতি, মাসিক ঋতুর প্রতি বিধান—এই সকল ব্যাপারের দিকে চিকিৎসকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা কোন ঔষধেই উপকারের আশা নাই।

কবিরাজী ঘৃত ও তৈল—হিষ্টিরিয়ার চমৎকার ঔষধ। আমি স্বয়ং ইহার অব্যর্থ ফল দেখিয়াছি। যে রোগিণীর অগ্নিজীর্ণ নাই, তাহার পক্ষে "চৈতস ঘৃত" অমৃতের তুল্য। আমার চ'খের সম্মুখে ১২।১৩টী রোগিণী "চৈতস ঘৃতে" ভাল হইয়া গিয়াছে। মাথার জন্য "মধ্যম নারায়ণ", "বৃহৎ বিষ্ণু", "হিম সাগর" প্রভৃতি ঠাণ্ডা তৈল—উপযোগী। আমি স্বয়ং ইহাদের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কোন কোন রোগিণী কৃমির ঔষধ খাইয়াও ভাল হইয়াছে। সন্তান হওয়ার পর—কাহারও কাহারও রোগ আর হইতে দেখা যায় না'ই।

কোন কোন স্থলে—ডিস্‌ম্যানেরিয়া পিল, "অশোক ঘৃত" "ওলট কম্বলের" শিকড়

ও মরিচবাটা খাওয়াইয়া রোগিণীকে আরোগ্য করিয়াছি। পুনঃ পুনঃ আবেগের জন্য কোন কোন রোগিণীকে ৩ঘণ্টা অন্তর সাণ্টোনাইন, বিড়ঙ্গচূর্ণ, খেজুরপাতা সিদ্ধ জল, এবং পলাশপাপড়ার চূর্ণ—খাইতে দিয়া বেশ ফল পাইয়াছি। অনেক ক্ষেত্রে সাণ্টনাইনের চেয়ে বিড়ঙ্গ চূর্ণে অনেক কাজ হইয়াছে। ইহা খাইতে বিস্বাদ নহে, অথচ কোন অপকারের ভয় নাই। স্যাণ্টোনাইনের অযথা প্রয়োগে রোগিণীর পাণ্ডুতা আসিতে পারে।

শুনিয়াছি—দৈব ঔষধে অর্থাৎ মাদুলী পরিয়া—নাকি হিষ্টিরিয়া ভাল হইয়াছে। ইহার কারণ আমি ঠিক জানিনা, বোধ হয়, মনের বিশ্বাসেই রোগ ভাল হয়।

হিং বা হিং এর আরক প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছা নিবারিত হইতে পারে, অন্ততঃ রোগের জোর কমে।

বিজয়া।

[কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত কাব্যতীর্থ]

সব শেষ হ'ল আজ বরষের তরে,
ঘনশূন্যে ছেয়ে গেল মন্দিরের মাঝ,
কোশাকুশী শঙ্খ ঘণ্টা প'ড়ে একধারে,
মায়ের দারুণ স্মৃতি জাগাইছে আজ।

আজি হেথা জ্বলিবেনা অযুত আলোক,
আজি আর বাজিবে না কাঁসর-ঝাঝর,
আজি আর আসিবেনা অগণিত লোক—
নিরখি' মায়ের মূর্ত্তি হইতে বিভোর।

আজি হ'তে বহিবেনা আনন্দ বাতাস—
শেফালীর মৃদু অঙ্গ করি পরশন,
আজি হ'তে ফুলকুল হইল হতাশ,
আর না লভিবে তা'রা মায়ের চরণ।

নিরানন্দ বন্যা মাগো ধরা ব'য়ে যায়,
আবার নমিব কবে ওই রাঙ্গা পায়।

দিবোদাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ, বিদ্যাবিনোদ, এইচ, এম, বি]

অনন্তর নিকুম্ভ অর্থাৎ গণেশ তৎকালে বারাণসীতে গমন করিয়া কন্দুক নাপিতকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন ; হে অনঘ! আমি তোমার শ্রেয়ঃ করিব। তুমি নগরী মধ্যে আমার অনুরূপ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্থান নির্ম্মাণ কর। অনন্তর তিনি স্বপ্নে যেমন উদ্দেশ করিয়াছিলেন তদ্রূপ সমুদয়ই করাইলেন। পুরীদ্বারে যথাবিধি রাজাকে বিজ্ঞাপন করিয়া নিত্য নিত্য গন্ধমাল্য, ধূপ, দীপ প্রোক্ষণীয় ও অন্নপান প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার মহতী পূজার প্রবর্ত্তন হইল। তাহা অতি অদ্ভুতবৎ বোধ হইতে লাগিল। গণেশ্বর এইরূপে নিত্যই পূজিত হন এবং নগরবাসিগণকে পুত্র, হিরণ্য, আয়ু ও সমস্ত কামরূপ সহস্র সহস্রবর্গ দান করিতে থাকেন। রাজা দিবোদাসের জ্যেষ্ঠা মহিষী সুযশা নামে বিখ্যাত ছিলেন। সেই পতিব্রতা দেবী নৃপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুত্রের নিমিত্ত নিত্য নিত্য তথায় আসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিকুম্ভ কোন কারণবশতঃ তাঁহাকে পুত্র প্রদান করিলেন না ; ভাবিলেন রাজা যদি ক্রুদ্ধ হন তবেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। "অথ দীর্ঘেন কালেন ক্রোধো রাজান মাবিশৎ। ভূত এষ মহান্ দ্বারি নাগরানাং প্রযচ্ছতি॥ প্রীতো বরান্ বৈশতশো মম কিং ন প্রযচ্ছতি। মাম কৈঃ পূজ্যতে নিত্যং নগর্য্যাং মে সদৈবহি॥ বিজ্ঞাপিতো ময়াত্যর্থং দেব্যা মে পুত্রকারণাৎ। ন দদাতি চ পুত্রং মে কৃতঘ্নঃ কেন হেতুনা॥ ততো নার্হতি সৎকারং মৎ সকাশাৎ বিশেষতঃ। তস্মাৎ নাশয়িষ্যামি স্থানমস্য দুরাত্মনঃ। এবং সঞ্চিন্ত্য বিনিশ্চিত্য দিবোদাস প্রণেশ্বর। স্থানং গণপতে তস্য নাশয়ামাস ভূপতি॥" অনন্তর দীর্ঘকালের পর রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন "মহাদ্বারে অবস্থিত এই ভূত প্রীত হইয়া নাগরিক দিগকে শত শত বর প্রদান করিতেছে। আমি মহিষীর পুত্রের জন্য বিজ্ঞাপন করিলাম, তথাচ এই কৃতঘ্ন কি জন্য আমাকে পুত্রদান করিল না? অতএব এ ভূত কাহারও নিকট বিশেষতঃ আমার নিকট হইতে সৎকার লাভ করিবার যোগ্য নহে। সুতরাং এ দুরাত্মার স্থান নষ্ট করাইব।" রাজা দিবোদাস এইরূপ স্থির করিয়া গণপতির স্থান নষ্ট করাইলেন। "ভগ্নমায়তনং দৃষ্ট্বা রাজানমশপাৎ প্রভুঃ। যস্মাদ ন পরাবিষ্ট ত্বয়াস্থানং বিনাশিতং॥ পুর্য্যাক-স্মাদিয়ং শূন্যা তব নূনং ভবিষ্যতি॥ ততস্তেন তু শাপেন শূন্যা বারাণসী তদা। শপ্তাপুরীং নিকুম্ভস্য মহাদেবমথাগমাৎ॥ অকস্মাৎ তু পুরী সা তু বিদ্রুতা সর্ব্বতোদিশং। তস্যাং পুর্য্যাং ততো দেবো নির্ম্মমে পরমায়নঃ॥" নিকুম্ভ আপন আয়তন ভগ্ন দেখিয়া রাজাকে শাপ দিলেন যে, আমি নিরপরাধ অতএব আমার আয়তন যখন বিনাশিত হইল, তখন অকস্মাৎ এ পুরী নিশ্চয়ই জনশূন্য হইবে।

সেই শাপ দ্বারা বারাণসী পুরী শূন্য হইল। নিকুম্ভ সেই পুরীকে শাপ প্রদান করিয়া মহাদেব সন্নিধানে গমন করিলেন। বারাণসী নগরীর লোক সকল অকস্মাৎ সর্ব্বদিকে প্রধাবিত হইল। মহাদেব সেই নগরীতে আপনার স্থান নির্ম্মাণ করিলেন।

দিবোদাস দৃষদ্বত্যাং বীরোজজ্ঞে প্রতর্দ্দনঃ
তেন পুত্রেণ বালেন প্রহৃতং তস্য বৈ পুনঃ...

দিবোদাস হইতে রাজ্ঞীদৃষদ্বতীতে বীর প্রতর্দ্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতর্দ্দনের বৎস ও ভর্গ নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। বৎসের পুত্র অলর্ক; অলর্কের আত্মজা সন্নিতি, কাশিরাজ অলর্ক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি লোপামুদ্রার প্রসাদে ষষ্ঠি সহস্র ও ষষ্ঠি শত বর্ষ যুবা ও রূপসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সেরূপ রূপযৌবনশালী নৃপতির অতি বিস্তীর্ণ সুমহৎ রাজ্য ছিল। সেই মহাবাহু শাপাবসানে ক্ষেমক রাক্ষসকে নিহত করিয়া রমণীয় বারাণসী পুরীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

হরিবংশের এই উদ্ধৃতাংশ পাঠে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, আদি বৈদ্য ব্রহ্মার মানস পুত্র অত্রি সোমদেব হইতে উৎপন্ন হন এবং ঐ সোমদেবের অনন্তর বংশধর ধন্বন্তরির পৌত্র মহামতি দিবোদাস। ভগবান দিবোদাসের পিতা মহারাজ ভীমরথ সেন ও পুত্রের নাম প্রতর্দ্দন এবং মহিষীদ্বয় সুযশা ও দৃষদ্বতী নামে প্রসিদ্ধা। তিনি বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। মহারাজ দিবোদাসের যে বিস্তর শিষ্য ছিল তাহা সুশ্রুতসংহিতার প্রারম্ভেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—"অথ খলু ভগবন্তমমরবরমৃষিগণ পরিবৃতমাশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরিং ঔপধেনব-বৈতরণৌরভ্র পৌষ্কলাবত-করবীর্য্যগোপুর রক্ষিত-সুশ্রুত প্রভৃতয় ঊচুঃ।' ভগবন্! শারীর মানসাগন্তুক স্বাভাবিকৈর্ব্যাধিভির্বিবিধাভির্বেদনাভিঘাতোপদ্রুতান্ সনাথানপ্যনাথবদ্বিচেষ্টমানান্ বিক্রোশতশ্চ মানবানভি সমীক্ষ্য মনসি ন পীড়া ভবতি-তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমনার্থমাত্মনঃ প্রাণযাত্রার্থঞ্চ প্রজাহিত হেতোরায়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিশ্যমানম্। অত্রায়ত্তমৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ শ্রেয়ঃ। তদ্ভগবন্তমুপপন্নাঃ স্মঃ শিষ্যত্বেনেতি। তান্ উবাচ ভগবান্। স্বাগতং বঃ। সর্ব্ব এবামীমাংস্যা অধ্যাপ্যাশ্চ ভবন্তো বৎসাঃ।

ডল্লনাচার্য্য বলেন—কাশিরাজ দিবোদাস সুশ্রুত সংহিতার এই স্থলে যে "আশ্রমস্থ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহাতে মনে হয়, যখন তিনি আয়ুর্ব্বেদ প্রচারে ব্রতী, তখন তিনি নির্ব্বাণপদাভিলাষী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া ছিলেন। যথা—"আশ্রমস্থং"—বানপ্রস্থাশ্রমস্থং এতেন রাজ্য চিন্তা পরিত্যাগানাকুল চিত্তত্বং রাজর্ষিত্বঞ্চ সূচিতম্। তার পর কাশিরাজ পদের ব্যাখ্যায় আবার বলিয়াছেন,—"বারাণসী জনপদ নৃপতিং কাশিরাজস্য নির্ব্বাণ পদাভিলাষীত্বাৎ কৃত্রিমপুত্রত্বমাপন্নমিতি।" এতদ্ব্যতীত ডল্লনের টীকা হইতে আমরা আর একটী কথা জানিতে পারি যে, ইঁহাকে "অমরবর" বলায় কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বজন্মে ইনি অমৃতোদ্ধরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ বিষ্ণুর অংশাবতার প্রথম ধন্বন্তরিই দিবোদাসরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; যথা—অমরবরং

দেবতাশ্রেষ্ঠং পূর্ব্বং জন্মনি অমৃতোদ্ধরণাৎ অন্তে ব্রহ্মণোঽবতারত্বাৎ। আর এই সুশ্রুত, ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর রক্ষিত প্রভৃতি মনীষিগণ সকলেই দিবোদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব নামে পৃথক পৃথক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া জগতের অশেষ উপকার সাধন করতঃ দিক্‌দিগন্তব্যাপি যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা সকলেরই বিদিত আছেন। ডল্লন তাঁহার নিবন্ধ সংগ্রহে লিখিয়াছেন, ধন্বন্তরি দিবোদাসের সপ্ত বা অষ্ট শিষ্য ব্যতীত নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ, গালব এই চারিজন শিষ্য ছিলেন। এই জন্য অনেকে বলেন, দিবোদাসের দ্বাদশ শিষ্য ছিল, তাহা সুশ্রুত প্রভৃতয় ঊচুঃ" এখানে প্রভৃতি গ্রহণ হেতু অন্তগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—"প্রভৃতি গ্রহণাৎ নেমি কাঙ্কায়ন গার্গ গালবা ইতি এবং এতে দ্বাদশ শিষ্যাঃ প্রাহুস্মঃ।" তবে দিবোদাস অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদকে পৃথক্‌ভাবে আটজন প্রধান শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। দিবোদাসের নিজেরই উক্তি; তিনি সমাগত শিষ্যবৃন্দকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ বিভাগ বুঝাইয়া দিয়া শেষ প্রশ্ন করিতেছেন,—"অত্র কস্মৈ কিমুচ্যতাং ইতি" অর্থাৎ এখন বল তোমাদিগের কাহাকে কোন্ তন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিব? তৎকালে তন্ত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিবার রীতি দিবোদাসই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপূর্ব্বে ভরদ্বাজ ও ভাস্কর যুগে যখন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ মধ্য এশিয়া হইতে ভরদ্বাজের অনুকম্পায় প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ও ঋষি সমাজে প্রচারিত হয়, তখন প্রত্যেক চিকিৎসককে পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত। চিকিৎসকের মধ্যে তখন সম্প্রদায় ভেদ ছিল না। যিনি শল্যহর,—তিনিই বিষহর, তিনিই রোগহর, আবার তিনিই কৃত্যাহর, একাধারে সর্ব্বতন্ত্রের সমাবেশ! ডল্লনের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান্ দিবোদাস ধন্বন্তরি বলিতেছেন 'আমার গ্রন্থে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত সমস্ত অঙ্গেরই উপদেশ আছে। অন্যান্য সূত্রকারদিগের 'অর্থাৎ প্রাচীনের গ্রন্থে কেবল একটীমাত্র অঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে যথা,—"মম্যোব আয়ুর্ব্বেদোঽষ্টাঙ্গোঽন্যেষু সূত্রকারেষু অন্যেষামেকৈবাঙ্গস্য প্রণেতৃত্বাৎ।" প্রথানুসারে যদিও দিবোদাস শিষ্যদিগকে তন্ত্রভেদে আয়ুর্ব্বেদোপদেশ প্রদান করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র তনয় বুদ্ধিমান সুশ্রুতের অনুরোধে এই প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া ভগবান্ দিবোদাস আপন শিষ্যদিগকে এই সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। সুশ্রুত সংহিতা তাই শল্য প্রধান গ্রন্থ হইলেও ইহাতে সর্ব্বতন্ত্রের সমাবেশ স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হয়। এমন কি এই পুস্তকের উত্তর-তন্ত্রের কোন্ কোন্ অধ্যায় কোন্ কোন্ তন্ত্র হইতে গৃহীত তাহারও উল্লেখ আছে। আর সংগ্রহ গ্রন্থের উদয় অর্থাৎ একাধারে সর্ব্বতন্ত্রের শিক্ষা এই সুশ্রুত যুগে প্রথম প্রবর্ত্তিত। সুশ্রুত সংহিতাই প্রকৃতপক্ষে সংগ্রহ গ্রন্থ; এবং এই সময় হইতেই আবার এদেশে সম্প্রদায় ভেদে চিকিৎসা তিরোহিত হইয়া স্বতন্ত্র কুশল অন্য শাস্ত্রার্থ অবহিস্কৃত একাধারে

রস-মন্ত্রবিদভিষক্বের অভ্যুদয় ঘটে। মহর্ষি আত্রেয়কে যে ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের মতের অনুকুলতা ও তাহাদিগের শস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ করিতে হইয়াছে তাহার কারণ প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর আর কথা নাই। ধন্বন্তরি সম্প্রদায় মধ্যে সুশ্রুত, পৌষ্কলাবত, ঔরভ্র, উপধেনব প্রভৃতির অভ্যুত্থান ইহাও আয়ুর্ব্বেদের শল্য তন্ত্রের ইতিহাসের এক সমুন্নত নবযুগ। সুশ্রুত সংহিতার উদয়ের পর হইতে এদেশে যে সকল চিকিৎসকের আবির্ভাব হয়, তাঁহারা সকলে স্বতন্ত্র কুশল এবং অন্য শাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত; তাই "স্বতন্ত্র কুশলোহন্যেষু শাস্ত্রার্থে স্ববহিষ্কৃত। বৈদ্যোধ্বজ ইবা ভাতি নৃপতর্দ্বিজপূজিতঃ॥" ইহা সুশ্রুত সংহিতার যুক্তসেনীয় অধ্যায়ের কথা।

সুশ্রুতে "কাশীরাজম্ দিবোদাসম্ ধন্বন্তরিম্" এইরূপ বিশেষণ থাকায় কেহ কেহ বলেন,— ইঁহারা একই ব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে; সে বিষয় খিলহরিবংশ হইতে প্রতীয়মান হয়। মহামতি দিবোদাস প্রণীত "চিকিৎসা দর্শন" নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ছিল; তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। "চিকিৎসা দর্শনম নাম দিবোদাস শ্চকার সঃ। চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞানং নামতন্ত্র মনোহরম্। ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ চকার প্রথমে সতি। চিকিৎসাং কৌমুদীং দিব্যাং কাশিরাজ শ্চকার চ॥" ইহাতেও বেশ বুঝা যায় যে ইঁহারা পৃথক্ ব্যক্তি ছিলেন। আর সাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রের ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের জ্বরাপমার্জ্জন স্তোত্র দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, ইঁহারা পৃথক্ ব্যক্তি; যথা;—

ধন্বন্তরি র্দিবোদাসঃ কাশীরাজ স্তথাশ্বিনৌ।
নকুল সহদেবশ্চ সর্ব্বেতে ব্যাধি ঘাতকাঃ॥

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় তাঁহার প্রণীত অসমীয়া হেমকোষে লিখিয়াছেন—

"ধন্বন্তরি, স, শ, এজনা কাশীর রাজা, তেঁও জাতি অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য আছিল। হিন্দু মতর চিকিৎসা তেঁওরেই প্রথম উলিয়ায়। তেঁওর শিষ্য চরক আরু সুশ্রুত আদির দ্বারা সি প্রচারিত হয়। তেঁওক আগর কালর হিন্দু বিলাকে দবতৈ মান্য করিছিল, এতেকে দেবতা আরু অসুর বিলাকে সাগরর পরা ওলাই ছিল বুলি লেখা আছে;

a king of Benares who was the Founder of the Hindoo System of medicine. was deified by the Hindoos and is stated to have been produced from the ocean when it was churned by the gods and demons. ইনিও বলিয়াছেন ধন্বন্তরি কাশিরাজ ও দিবোদাস একই ব্যক্তি।

ইহাতেও ইঁহাদের নাম পৃথকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক রাজর্ষি দিবোদাসের নাম সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বব্যাধি বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয়। সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন ধন্বন্তরি প্রথম ধন্বন্তরি বলিয়া খ্যাত এবং তিনি দ্বিতীয় ধন্বন্তরি কাশিরাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হরিবংশে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আর এই কাশিরাজ ধন্বন্তরির প্রপৌত্র কাশিরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি আখ্যায় অভিহিত; পশ্চিম প্রদেশে এখনও প্রসিদ্ধ পূর্ব্ব পুরুষগণের